জানুয়ারি ২০০৭ • দশ টাকা

আনন্দমেলা

শুরু হল মজাদার গোয়েন্দা কমিক্‌স

ডাবলার জঙ্গলে ডামাজোল

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস (প্রথমাংশ)

পাখি এবার বিক্রমগড়ে

মহাকাশে হাঁটলেন সুনীতা

ঝকঝকে চেহারায় টিম ইন্ডিয়া

দোহা এশিয়াডে 'সোনা'র ভারত

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান - দেবাশিষ রায়

এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি কোন পত্রিকার কোন স্পেসাল ইস্যু থাকে এবং আপনি সেটা যদি স্ক্যান করে দিয়ে আমাদের প্রজেক্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

এবার আপনি বাঁচুন প্রাণভরে কেননা টেনশন থাকবে দূরে

ডাবর চ্যবনশক্তির অশ্বগন্ধা এবং কেসর শক্তি, দেয় টেনশন থেকে মুক্তি।

আজকের এই ব্যস্তসমস্ত অ্যাকটিভ জীবনযাত্রার নতুন অবদান হল টেনশন। 24 ঘণ্টার মধ্যে অফিস, বাড়ি, বাচ্চা, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধব সামলানোর চেষ্টা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক দু দিক থেকেই নিস্তেজ করে দেয়। ফলে, না অফিস সামলানো যায়, না ঘর।

এই টেনশন যাতে আপনার জন্যে মুশকিল না হয়ে ওঠে তার জন্যে ডাবর রিসার্চ ফাউন্ডেশনের আয়ুর্বেদ এক্সপার্টস্‌গণ বিশেষভাবে আপনার জন্য তৈরী করেছেন 46 টি বাছাবাছা গুণেভরা প্রাকৃতিক উপাদান যুক্ত অশ্বগন্ধা, কেসর সমৃদ্ধ ডাবর চ্যবনশক্তি। প্রতিদিন এর দু চামচ আপনাকে শক্তি দেবে আর করে তুলবে আপনাকে একদম অ্যাকটিভ যাতে টেনশন থাকে দূরে আর আপনি জীবনকে উপভোগ করতে পারেন প্রাণভরে।

কেসর ঃ একটি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, রুচিকর এবং উদ্দীপক।

অশ্বগন্ধা ঃ শারীরিক শক্তি বাড়ায় এবং মানসিক টেনশনকে দূর করে। পিত্ত ও কফ-এর দোষকে ভারসাম্য যুক্ত রাখে।

Dabur® ChyawanShakti™

টেনশন থাকে দূরে, আপনি বাঁচেন প্রাণভরে।

টেনশন সামলানোর বিশদ তথ্য সূচনার জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেজ্ঞদের stresscarenaturally@dabur.com তে ই.মেইল করুন অথবা ডাবর চ্যবনশক্তি, ডাবর ইণ্ডিয়া লি., পো.অ. বক্স নং 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, 201010 (ইউ.পি) কে লিখুন।

আনন্দমেলা

৩২ বর্ষ ৯ সংখ্যা পৌষ ১৪১৩ জানুয়ারি ২০০৭

মজাদার গোয়েন্দা কমিক্‌স (প্রথমাংশ)

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল ১৫

নিতাইপাগলা খুন হয়েছে। সে ঘুমোত প্রোফেসর শঙ্কুর ল্যাবরেটরির পাশের বাগানে। গোপালপুরের গ্রামের ডাকসাইটে গুপ্তচর কালিচরণের মুখে গোপালপুর থানায় দারোগা শুনেছেন প্রোফেসরই নাকি খুন করেছেন। হঠাৎ গোপালপুর গ্রামের অখ্যাত কবি ভৈরব এসে হাজির। সে নাকি ভূত নিয়ে গোটাকয়েক কবিতা লিখেছে। সে লোককে ধরে-ধরে কবিতা শোনায়। একদিন সে থানার দারোগাকে কবিতা শোনাবে বলে ধরে বসল। কী হল তারপর...?

গল্প: সুদীপ্ত নাগ **ছবি:** গৌতম দাশগুপ্ত

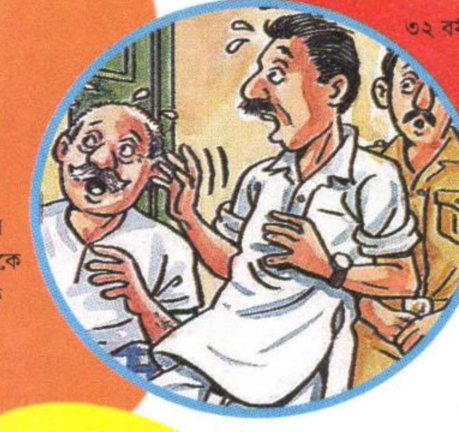

রহস্য উপন্যাস

পাখি এবার বিক্রমগড়ে ৩২ প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

হস্টেলের একঘেয়েমি কাটাতে পাখি জিনিয়ার সঙ্গে গিয়ে পৌঁছল বিক্রমগড়ে জিনিয়ার বাড়িতে। রাজবাড়ির মতো সাদা দোতলা বাড়ি। চারপাশে যেন সাতরঙের ফুলের কার্পেট পাতা। জিনিয়ার বাবা-মা মোটর অ্যাক্‌সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের জজ দাদু ব্রজেন দত্ত দিল্লি থেকে এখানে চলে আসেন। মেজোকাকা মিহির দত্ত, ছোটকাকা সুধীর দত্ত, কাজের মেয়ে তরুদি আর ম্যানেজার নিবারণকাকাকে নিয়ে দাদুর সংসার। আর আছেন প্রতিবেশী-বন্ধু রণবীর সান্যাল। কিছু দিন আগে ব্রজেন দত্তর সই নকল করে আশি হাজার টাকার চেক কেউ ভাঙিয়ে নিয়েছিল। তার পর-পরই খুন হলেন ব্রজেন দত্ত। এই খুনের পিছনে আছে কার হাত? সম্পূর্ণ উপন্যাসের প্রথমাংশ এই সংখ্যায়।

খেলাধুলো

দোহা এশিয়াড ৬২ সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝকঝকে চেহারায় টিম ইন্ডিয়া ৬৪ তানাজী সেনগুপ্ত

ফ্রিস্টাইল ৬৬ চন্দন রুদ্র

মহাকাশ গবেষণা

মহাকাশে হাঁটলেন সুনীতা ৫

২০০৬-এর ১৭ ডিসেম্বর মহাকাশে হাঁটলেন নাসার মিশন স্পেশ্যালিস্ট সুনীতা উইলিয়ামস। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে সুনীতার এই কৃতিত্বে গর্বিত আমরাও। তিনি ৩০টি বিভিন্ন ধরনের এয়ারক্র্যাফট চালিয়েছেন ২,৭৭০ ঘণ্টা। তাঁর সম্পর্কে জানিয়েছেন রাই সেনগুপ্ত

অন্যান্য পাতায়

ডাকবাক্স ৪

পাঠকের পাতা ৮

বিজ্ঞানের টুকিটাকি ৯

ক্যাম্পাস ১১

কুইজ ১৪

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো ৫৮

হাসছি দ্যাখো ৫৮

অর্থ শেখো ৫৯

শব্দসন্ধান ৫৯

নানারঙের রামধনু ৬০

গল্প

রিম্বোর আশ্চর্য পুতুল

রাজেশ বসু ৫১

প্রচ্ছদ: গৌতম দাশগুপ্ত

সম্পাদক: **পৌলোমী সেনগুপ্ত সরকার**

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎ কুমার বসু কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে মুদ্রিত। বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর এক টাকা। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অনুমোদিত।

চাঁদ ও শুক্র গ্রহ সম্পর্কে তথ্য চাই

নভেম্বর সংখ্যা 'আনন্দমেলা' পড়ে দারুণ লাগল। সবচেয়ে ভাল লাগল কমিক্সের আকারে 'বিপিনবাবুর বিপদ'। আমার অনুরোধ, পরবর্তী কোনও সংখ্যায় 'বিজ্ঞানের টুকিটাকি' বিভাগে চাঁদ এবং শুক্র গ্রহ সম্পর্কে তথ্য ছাপা হোক।

কৌশিক দাস

সপ্তম শ্রেণি, নিউ ব্যারাকপুর কলোনি বয়েজ হাই স্কুল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

'পরভৃৎ' মানে কাক, কোকিল নয়

আমি 'আনন্দমেলা'র নিয়মিত পাঠক। নভেম্বর সংখ্যায় 'আত্মত্যাগী দেবশর্মা', 'হিদাসপাসের যুদ্ধ', 'গল্পের শেষটা নতুন' পড়ে ভাল লাগল। এ ছাড়া 'বিপিনবাবুর বিপদ' তো ভাল লেগেছেই। 'কমিক হিরো', 'ফ্রিস্টাইল', 'হাসছি দ্যাখো', 'অর্থ শেখো'ও ভাল। তবে নভেম্বর সংখ্যায় 'অর্থ শেখো' বিভাগে একটি ভুল চোখে পড়ল, এখানে 'পরভৃৎ'-এর অর্থ বলা হয়েছে কাক। অভিধান অনুযায়ী, পরভৃৎ হচ্ছে কোকিল, কারণ, কোকিলশাবক কাকের বাসায় প্রতিপালিত হয়। 'আনন্দমেলা'য় ফিল্ম নিয়ে কোনও বিভাগ চালু করলে ভাল হয়।

অনির্বাণ চৌধুরী

আদ্রা, পুরুলিয়া

সম্পাদকীয় উত্তর: লেখক ঠিকই লিখেছেন। অভিধান দেখতে গিয়ে বিভ্রান্তি ঘটেছে তোমারই। 'পরভৃৎ' শব্দের (শেষে 'ৎ' থাকলে) অর্থ কাক। কাক পরকে অর্থাৎ কোকিলকে পালন করে বলে এই নাম। আর 'পরভৃত' শব্দের (শেষে 'ত' থাকলে) অর্থ কোকিল। কোকিল পরের অর্থাৎ কাকের দ্বারা পালিত হয় বলে কোকিলের এই নাম।

রবীন্দ্রনাথের 'দাঁড় ও পাল' কবিতা প্রসঙ্গে

প্রতি বছরের মতো ১৪১৩ সালের 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা' হাতে পেলাম। উপন্যাস, গল্প, ছড়া, জানা-অজানা নানা তথ্যের ডালি পেয়ে দারুণ লাগল। তবে ২১ পাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রন্থিত কবিতা 'দাঁড় ও পাল' সম্পর্কে সংগ্রাহক লিখেছেন যে, কবিতাটি নাকি আজ পর্যন্ত কোনও বই বা রচনাবলিতে প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আমার সংগ্রহে থাকা বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী-সুলভ সংস্করণ'-এর ত্রয়োদশ খণ্ডের ৪৮২ পৃষ্ঠার 'গল্পসল্প' অংশে 'বড়োখবর' শীর্ষক গল্পের শেষে গল্পানুসারে লেখা উপরোক্ত কবিতাটিই (দাঁড় ও পাল) রয়েছে। দয়া করে এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করবেন।

অগ্নিবাণ গোস্বামী

ষষ্ঠ শ্রেণি, মালদা জিলা স্কুল, মালদা

সংগ্রাহকের উত্তর: ১৪১৩ 'পূজাবার্ষিকী আনন্দমেলা'য় 'দাঁড় ও পাল' নামে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি তাঁর 'গল্পসল্প' গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত। এটি অবশ্যই অসংকলিত কবিতা নয়। কবিতাটির টীকায় 'অসংকলিত' লেখার জন্য আমি দুঃখপ্রকাশ করছি।

অনাথনাথ দাস

পত্রিকা ভাল লাগলে জানাও, খারাপ লাগলেও। ডাকে তো বটেই, এখন চিঠি পাঠাতে পার 'ই-মেল'-এও।
ঠিকানা:
anandamela@ abpmail.com
লেখকের স্কুলের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন।

তুমি যদি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হও, তা হলে কী করবে?

লিখে পাঠাও আমাদের ১০০ শব্দে। সেরা তিন জনকে আমরা দেব আকর্ষক পুরস্কার। লেখাটি আমাদের দপ্তরে পৌঁছনো চাই ২০ জানুয়ারি ২০০৭-এর মধ্যে।

আনন্দমেলা রাষ্ট্রপ্রধান কনটেস্ট
আনন্দমেলা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০১

নেভাল অ্যাভিয়েটর থেকে মহাকাশ পাড়ি! মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসের স্বপ্ন পূরণের কথা জানিয়েছেন রাই সেনগুপ্ত

মহাকাশে হাঁটলেন সুনীতা

সুনীতা উইলিয়ামস মহাকাশে হাঁটলেন। তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত বলে আমরা তাঁর এই কৃতীত্বে গর্বিত। এই বিরল কৃতীত্ব তাঁকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়েছে পৃথিবীবাসীর কাছে। ১৯৬৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ইউক্লিডে জন্মগ্রহণ করলেও নেডহাম, ম্যাসাচুসেটসকেই নিজের শহর বলে মনে করেন সুনীতা। ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে প্রচুর স্বাধীনতা পেলেও, বছরের শেষে খারাপ নম্বর নিয়ে আসা চলবে না, এমনই ছিল সুনীতার বাবা-মায়ের মত।

সুনীতার বাবা ডঃ দীপক পাণ্ড্য ভারতীয় এবং মা বনি পাণ্ড্য যুগোস্লাভিয়ান। সুনীতার মতে তাঁর বাবা নতুন শহরে নিজের জীবন শুরু করেন, তার জন্য যথেষ্ট সাহসের দরকার। বাবা-মায়ের মধ্যে সব বাধা অতিক্রম করার যে জেদ ছেলেবেলা থেকে দেখে এসেছেন তা তাঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। আর তাই হয়তো এমন-এমন জীবিকায় তাঁকে দেখা গিয়েছে, যা সাধারণভাবে মেয়েরা খুব কমই বেছে নেয়।

মজার কথা, শারীরিক কসরতের জায়গা বলেই নাকি তাঁর ভাই তাঁকে নেভাল আকাডেমি, যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। যদিও প্রথম দিকে নিউ ইয়র্কের শান্ত জীবন আর অ্যাডভেঞ্চারাস জীবনের মধ্যে কোনটিকে বেছে নেবেন, এরকম দোটানায় পড়তে হয়েছিল। তাঁর কথায়, সামুদ্রিক প্রাণীর উপর দেখানো ডিসকাভারি চ্যানেলের একটি অনুষ্ঠানই তাঁর ইচ্ছে জাগিয়ে তুলেছিল।

সুনীতার বাবা ছিলেন নিউরোসায়েন্সের অধ্যাপক। ছেলেবেলায় তাঁদের ঘরভর্তি হয়ে থাকত ভাইবোনেদের আঁকা নানা ধরনের মস্তিষ্কের ছবিতে। আর পশুপাখিদের প্রতি তাঁর টান ছিল ছেলেবেলা থেকেই। তাই মহাকাশচারী না হলে তিনি হয়তো পশুচিকিৎসক হতেন। অথবা হাই স্কুলের সায়েন্স টিচার। তাঁর ভাষায় ছোটরা সত্যিই 'কুল'। আর সুনীতা নিজে চান ছোটদের মহাকাশ সম্পর্কে আরও আগ্রহী করে তুলতে।

সুনীতার প্রায় ২,৭৭০ ঘণ্টা এবং ৩০টি বিভিন্ন রকমের এয়ারক্রাফ্‌ট চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। পাইলট হিসেবে ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর এবং পারস্য উপসাগরে বিভিন্ন জাহাজে বিভিন্ন রকমের জিনিস পৌঁছে দেওয়ার কাজ করতে হত তাঁকে। সুনীতা বলেন, "সব কিছু, ডিম থেকে বোমা পর্যন্ত।"

এখন পর্যন্ত নিজের সব স্বপ্নই সফল করতে পেরেছেন সুনীতা উইলিয়ামস। ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৬ পূরণ হল তাঁর আর-একটি স্বপ্ন। নাসার মিশন স্পেশ্যালিস্ট সহ-অভিযাত্রী রবার্ট কারবিমের আট ঘণ্টা মহাকাশে হাঁটলেন।

১৯৬৫ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সাত জন মার্কিন মহিলা ও একজন রাশিয়ান মহিলার পর তিনিই প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা, যিনি মহাকাশে হাঁটলেন। একজন হেলিকপ্টার পাইলট থেকে মহাকাশচারী হওয়ার রাস্তাটা খুব একটা সহজ ছিল না। তাঁর কথায়, "তুমি যদি ঠিক করে ফ্যালো তুমি কী করবে, তবে দ্যাখো, তার জন্য তোমায় কী-কী করতে হবে, আর তোমার সব কিছু দিয়ে লড়ে যাও।" নিজের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে নিজের কথাকেই সঠিক প্রমাণ করে চলেছেন নাসার মিশন স্পেশ্যালিস্ট সুনীতা পাণ্ড্য উইলিয়ামস।

পুরস্কার

নেভি কমেনডেশন মেডেল (২)
নেভি অ্যান্ড মেরিন ক্রপস অ্যাচিভমেন্ট মেডেল,
হিউম্যানিটেরিয়ান সার্ভিস মেডেল
এবং আরও অনেক।

Swirl
Sundancer
Spark
Blaze
Octane
Cyclone
WAGON
Rotor BMX
Street Racer
Miss India
Ruby
এসে গেল
HERO
OTB
বেরিয়ে আসুন বদ্ধ অবস্থা থেকে

HERO CYCLES
10 Crore Cycles | Glorious Years

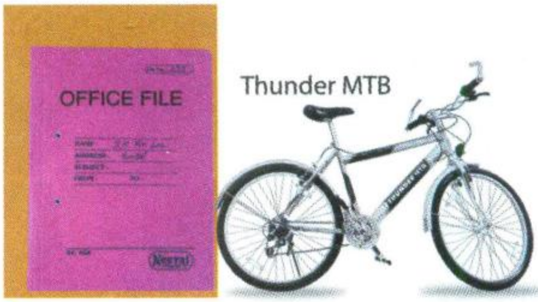

চান বা না চান, জীবন এক বাক্স থেকে অন্য বাক্সের আশে পাশেই ঘুরতে থাকে। আপনি আপনার জীবন কে এমনই কোন বাক্সে বন্দী করে রেখে দিতে পারেন অথবা মেয়েদের, ছেলেদের এবং বাচ্চাদের জন্যে তৈরী হীরো-র নতুন ও টি বি (OTB) সাইকেলের রেঞ্জ থেকে উপভোগ করতে পারেন জীবনের ভরপুর আনন্দ কে। তাহলে, তৈরী হয়ে যান, হাজার হোক - এ তো আপানারই ব্যাপার!

'নতুন বছরের ছবি' আঁকা প্রতিযোগিতার ফলাফল।

পাঠকের পাতা

এবারের প্রতিযোগিতা

এ মাসেই সরস্বতী পুজো। বিদ্যার দেবী সরস্বতীকে তোমার মনের সব কথা লিখে পাঠাও আমাদের। ক্লাস ফোর থেকে এইটে যারা পড়ো, তারাই শুধু লেখাটি পাঠাবে, ২০ জানুয়ারি তারিখের মধ্যে। স্কুলের প্রধানকে দিয়ে লেখাটি প্রত্যায়িত করিয়ে নিও। সেরা কয়েকটা লেখা আমরা ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় ছাপব। বাড়ির ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নম্বর, স্কুলের নাম আর ক্লাস জানিও বাংলা আর ইংরেজিতে।

ঠিকানা:

পাঠকের পাতা

আনন্দমেলা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট

কলকাতা-৭০০ ০০১

১

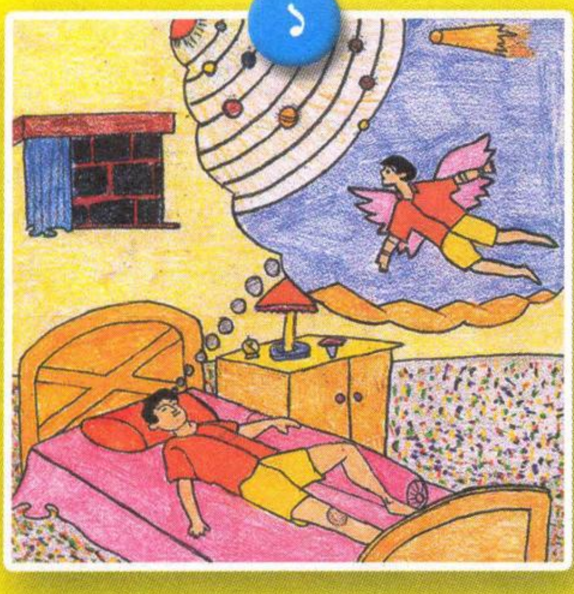

প্রীতম রায় কর্মকার *অষ্টম শ্রেণি*

পূর্ব বারাসাত আদর্শ বিদ্যাপীঠ, উত্তর ২৪ পরগনা

২

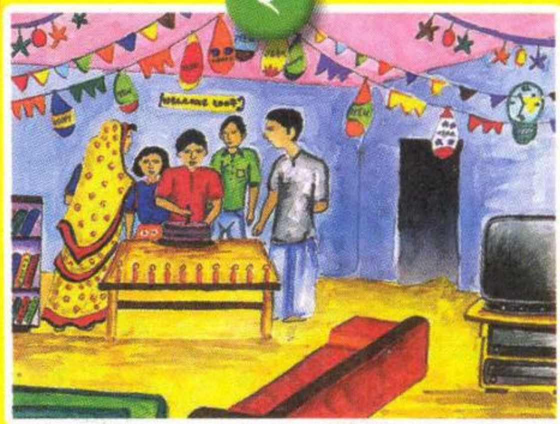

অনিন্দ্যশঙ্কর নাথ *সপ্তম শ্রেণি*

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রহড়া

৩

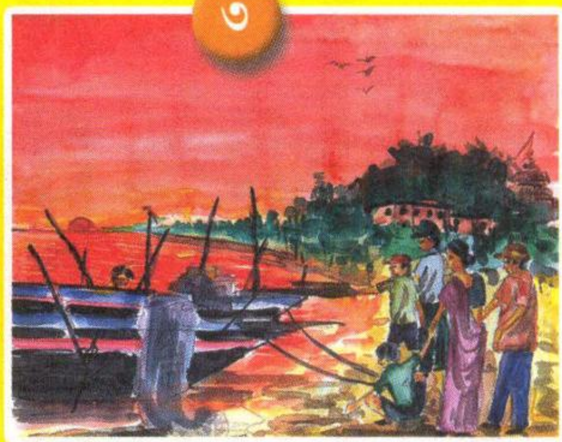

সোহম দে সরকার *ষষ্ঠ শ্রেণি*

হরিপাল জি ডি ইনস্টিটিউশন, হুগলি

এ ছাড়া আরও যার ছবি ভাল লেগেছে

সোহম রানা *সপ্তম শ্রেণি*

মাকড়দহ বামাসুন্দরী ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

মঙ্গলে কি আছে প্রাণের স্পন্দন

মঙ্গলের প্রাণী পৃথিবী আক্রমণ করেছে শুনে সেই কবে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল ব্রিটেনের মানুষজন। পরে জানা গিয়েছিল, ওটা ছিল নেহাতই একটা মজা। এইচ জি ওয়েলস-এর 'ওয়ার অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস' কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসই এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল। মঙ্গলের অদ্ভুত দেখতে প্রাণীর পৃথিবী আক্রমণের কাহিনিকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনে, রেডিওয় সেটি রিলে করে বি বি সি ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ব্রিটেনের মানুষকে। এই গ্রিক দেবতাটিকে নিয়ে বিজ্ঞানী, কল্পবিজ্ঞান কাহিনিকার থেকে সাধারণ মানুষ— জল্পনা-কল্পনার শেষ নেই কারও। সম্প্রতি মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার-এর পাঠানো ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, কয়েক বছর আগেও মঙ্গলের মাটিতে ছিল জলের প্রাচুর্য। কয়েক বছর আগে কেন, হয়তো এখনও রয়েছে জলের অস্তিত্ব। তা হলে প্রাণের সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লাল এই গ্রহটিতে বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই তো থাকতে পারে জীবন, প্রাণের স্পন্দন! মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ারের ছবিতে জল দেখা না গেলেও এমন কিছু জোরালো প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, যাতে বিজ্ঞানীরা প্রায় নিশ্চিত যে, মঙ্গলের কোনও না-কোনও জায়গা দিয়ে বয়ে চলেছে জলের ধারা। ব্রিটেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী জন মুরয় বলেছেন, মঙ্গলের মাটির নীচে বরফে জমাট বাঁধা অবস্থায় রয়েছে ভয়ংকর সব ব্যাকটিরিয়া। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এলেই তারা আবার জীবন্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু তাদের নমুনা পৃথিবীতে নিয়ে এলে ফল হতে পারে মারাত্মক। ধ্বংস হয়ে যেতে পারে মানবসমাজ। (পাশের ছবিটি কাল্পনিক)

শিল্পীর কল্পনায়: মঙ্গলের কক্ষপথে মার্স গ্লোবাল সার্ভেয়ার

এবার চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে

"চাঁদে পাকাপাকিভাবে একটা বেস তৈরি করতে চলেছি আমরা," বলেছেন নাসার 'অ্যাসোসিয়েট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর এক্সপ্লোরেশন'-এর স্কট হরোউইটজ়। কথাটা হয়তো একটু বেশি আগেই বলে ফেলেছেন তিনি, তবে এতে কোনও দ্বিমত নেই যে, ২০২০ সালের মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে কাজ। এর জন্য বেশ কয়েকবার নভশ্চরদের নামতে হবে চাঁদে। খুব সম্ভবত চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে তৈরি হবে সেটি। ওখানে থেকে কী করবেন মহাকাশচারীরা, তা এখনও বিজ্ঞানীরা ঠিক করে উঠতে পারেননি। বেসটি দেখতে কীরকম হবে, তা-ও না। সেখানে দীর্ঘদিন থাকবেন মহাকাশচারীরা, চালিয়ে যাবেন গবেষণা। ভবিষ্যতে মঙ্গলগ্রহ অভিযানে কী ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েও পরীক্ষানিরীক্ষা করবেন তাঁরা।

জয় সেনগুপ্ত

সমুদ্রের নীচে অজানা জগৎ

'জুরাসিক শ্রিম্প', নামটা একদম সঠিক দিয়েছেন প্রাণীবিজ্ঞানীরা। কারণ, ডাইনোসরের সময় থেকে সমুদ্রের নীচে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে এই জীবেরা! বিজ্ঞানীরা এতদিন জানতেন, ডাইনোসরের মতো জুরাসিক যুগের এই জীবটিও (Neoglyphea neocaledonic) নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। ভুল ভাঙল তাঁদের, সমুদ্রের প্রাণীদের নিয়ে একটা সেনসাস চালাতে গিয়ে। অতলান্তিকের সারাগোসা সমুদ্রের তিন মাইল গভীরে এরকম এক ডজন নতুন প্রজাতির চিংড়িমাছের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। খিদে পেলে নিজেদেরই খেয়ে ফ্যালে এরা। শুধু জুরাসিক শ্রিম্প নয়, সমুদ্রের নীচে অজানা এই জগতে রয়েছে অসংখ্য অজানা প্রাণী, (সঙ্গের ছবি) প্রাণীবিজ্ঞানের 'ডিকশনারি'তে নেই যাদের কথা।।

থ্রি চিয়ার্স ফর ব্যান্ড এড

জোসেফিন ডিকসন-এর কথা ক'জন জানি আমরা? রান্নাঘরের খুঁটিনাটি কাজ করতে গিয়ে যদি আঙুল কেটে না ফেলতেন মার্কিন এই গৃহবধূ, তা হলে কোনওদিন ব্যান্ড এড আবিষ্কার হত কি না কে জানে! প্রায়ই আঙুল কেটে ফেলতেন জোসেফিন। তারপর তুলো, গজ আর আঠা লাগানো প্লাস্টার-টেপ সম্বল করে, কাটা জায়গায় ব্যান্ডেজ করতেন তিনি। একদিন তাঁর স্বামী আর্ল ডিকসন করলেন কী, একটা প্লাস্টার-টেপের মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো গজ লাগিয়ে, টেপের আঠা লাগানো দিকটা ক্রিনোলিন জাতীয় হালকা আবরণ দিয়ে আটকে দিলেন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল পৃথিবীর রেডিমেড ব্যান্ড এড-এর প্রথম সংস্করণ। পুরো ব্যাপারটা আর্ল জানালেন তাঁর বস জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির জেমস জনসনকে। জেমস জনসন তাঁর কোম্পানিতে এটা তৈরি করবেন ঠিক করলেন। শেষে ১৯২০ সালে আমেরিকার বাজারে এল হাতে তৈরি তিন ইঞ্চি চওড়া আর আঠারো ইঞ্চি লম্বা ব্যান্ড এড। ক্রমশ ওয়াশ প্রুফ, মেডিকেটেড ইত্যাদি ছোট-বড় নানা ধরনের ব্যান্ড এড বাজারে এল। এখন পর্যন্ত বিক্রিত ব্যান্ড এডের সংখ্যা বারো হাজার কোটির কাছাকাছি।

বেদদ্যুতি চক্রবর্তী

প্রিয়জনকে

আনন্দ উপহার

গিফট কুপন

১২৫ টাকা, ২৫০ টাকা, ৫০০ টাকা, ও ১,০০০ টাকা মূল্যের এই কুপনের বিনিময়ে পাবেন পছন্দের বই। কুপন কেনার তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে বই সংগ্রহ করতে হবে। গিফট কুপন পাওয়া যাবে ৬৭ এ, মহাত্মা গাঁধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯০/২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯-এ অবস্থিত আমাদের বিপণন কেন্দ্র থেকে।

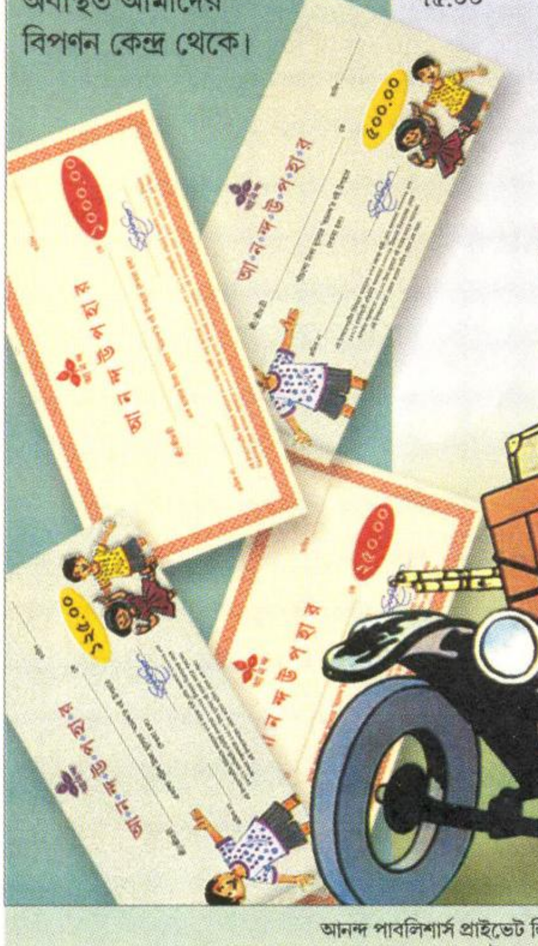

কমিক্স কমিক্স কমিক্স কমিক্স

টিনটিন

লেখা ও ছবি : অ্যার্জে

আমেরিকায় টিনটিন
৭৫.০০
আশ্চর্য উল্কা
৭৫.০০
ওটোকারের রাজদণ্ড
৭৫.০০
কঙ্গোয় টিনটিন ৭৫.০০
ক্যালকুলাসের কাণ্ড
৭৫.০০
কাঁকড়া রহস্য
৭৫.০০
কানভাঙা মূর্তি
৭৫.০০
কালো সোনার দেশে
৭৫.০০
কৃষ্ণদ্বীপের রহস্য
৭৫.০০
চন্দ্রলোকে অভিযান
৭৫.০০
চাঁদে টিনটিন
৭৫.০০
তিব্বতে টিনটিন
৭৫.০০

প্রকাশিত হবে

দুঃসাহসিক টিনটিনের নতুন অ্যাডভেঞ্চার
দুর্গম আফ্রিকা অভিযান

কঙ্গোয় টিনটিন

নীলকমল
৭৫.০০
পান্না কোথায়
৭৫.০০
ফারাওয়ের চুরুট
৭৫.০০
ফ্লাইট ৭১৪
৭৫.০০
বিপ্লবীদের দঙ্গলে
৭৫.০০
বোম্বেটে জাহাজ
৭৫.০০
মমির অভিশাপ
৭৫.০০
লাল বোম্বেটের গুপ্তধন
৭৫.০০
লোহিত সাগরের হাঙর
৭৫.০০
সূর্যদেবের বন্দি
৭৫.০০
সোভিয়েত দেশে টিনটিন
১০০.০০
হাঙর হ্রদের বিভীষিকা
৭৫.০০

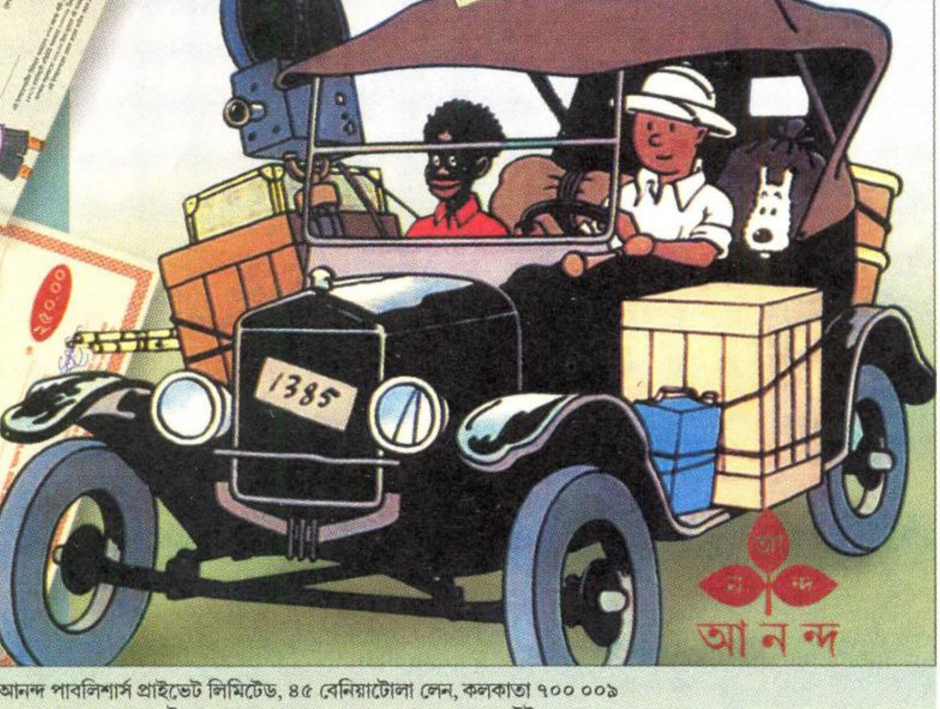

আনন্দ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন: ২২৪১ ৪৩৫২, ২২৪১ ৩৪১৭, ই-মেল: ananda@cal3.vsnl.net.in ওয়েবসাইট : www.anandapub.com

বাঁকুড়া জিলা স্কুল

আমাদের স্কুল

সেটা ছিল ১৮৪০ সাল, দেশ তখন পরাধীন, তৈরি হল বাঁকুড়া জিলা স্কুল। অসংখ্য শিক্ষানুরাগীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই স্কুলের ছাত্র হিসেবে তাই আমরা ধন্য। এটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম একটি সেরা স্কুল। মাধমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের স্কুলের ফল প্রতিবছরই অত্যন্ত ভাল। এখন স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১,২০০। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে এই স্কুলে। আমাদের বিদ্যালয়ে রয়েছে অতি উন্নত মানের গবেষণাগার বা ল্যাবরেটরি, ছাত্রদের থাকার জন্য হস্টেল এবং সুবিশাল খেলার মাঠ। কম্পিউটার শেখানোরও ব্যবস্থা রয়েছে স্কুলে। প্রতি বছর আমরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে প্রজাতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি পালন করি।

খেলাধুলোতেও আমরা

পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রদের মানসিক এবং শারীরিক বিকাশও জরুরি। আর এ কথা মনে রেখেই আমাদের স্কুলে প্রতি বছর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শুধু ছাত্ররাই নয়, এতে শিক্ষকরাও যোগ দেন। মাননীয় জেলাশাসকসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই উপলক্ষে স্কুলপ্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকেন। প্রতিযোগিতার শেষে কৃতী ছাত্রদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এ ছাড়া শিক্ষক দিবসে নবম শ্রেণির ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের একটি ফুটবল ম্যাচেরও আয়োজন করা হয়।

পুজোর আনন্দ

প্রতি বছর আমাদের স্কুলে আনন্দের সঙ্গে আয়োজন করা হয় সরস্বতী পুজোর। সেদিন আমরা সকলে আনন্দে মেতে উঠি। স্কুলের প্রশস্ত হলঘরেই নানা রঙের ফুলে আর মালায় মণ্ডপ তৈরি করা হয়। প্রধানত নবম ও দশম শ্রেণির দাদারাই এই মণ্ডপসজ্জার কাজ করে। অবশ্য সব বিষয়েই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মাননীয় শিক্ষকমশাইরা। আর আমরা নিচু ক্লাসের ছোটরা দাদাদের নির্দেশ মতো কাজে জোগান দিই। পুজোর দিনটা দারুণ হইচই করে কেটে যায়। পরের বছরের সরস্বতী পুজোর জন্য অপেক্ষা করা শুরু হয়ে যায় সেই দিন থেকেই।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতি দু' বছর অন্তর আমাদের স্কুলে বেশ ঘটা করে নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ণময় এই অনুষ্ঠানে হয়, গান, আবৃত্তি, নাটক, আরও কত কী। আমাদের ছাত্ররা এই অনুষ্ঠানে কৃতিত্বের সঙ্গে অংশ নেয়। এই অনুষ্ঠানে প্রতি ক্লাসের যেসব কৃতী ছাত্র আছে, তাদের সুন্দর-সুন্দর পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আমাদের অভিভাবক-অভিভাবিকারাও আমন্ত্রিত হন। সকলের সঙ্গে বেশ মজায় আর দারুণ হইহই করে কেটে যায় আনন্দমুখর এই দিনটি।

লেখাগুলো লিখেছে মৃন্ময় পাল, অরিন্দম কোনার, শঙ্খদ্বীপ চট্টোপাধ্যায়। এরা সকলেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র।

ঘোষণা

নিজেদের স্কুলকে দেখতে চাও 'আনন্দমেলা'র ক্যাম্পাসের পাতায়? তা হলে ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখে পাঠাও আমাদের দপ্তরে, সঙ্গে ভাল রঙিন ফোটো পাঠিও কিন্তু! লেখাটি স্কুলের প্রধানকে দিয়ে প্রত্যয়িত করে নিতে ভুলো না। আমাদের ঠিকানা:

আনন্দমেলা
ক্যাম্পাস বিভাগ
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১

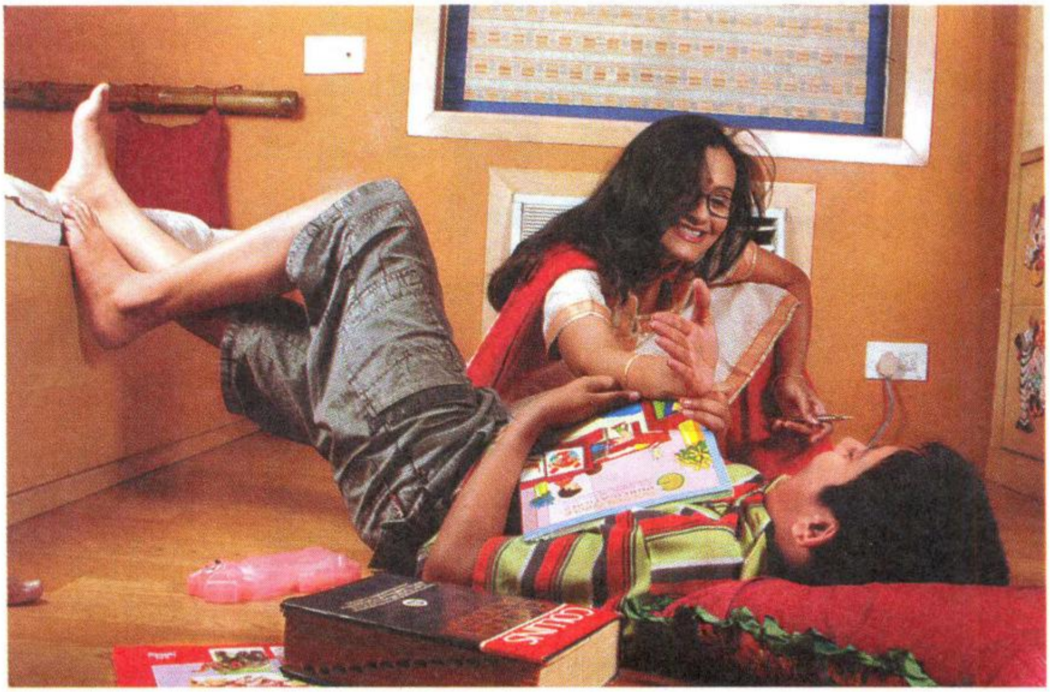

হরলিকস এবং সানন্দা-র আয়োজনে বীরবল...পরীক্ষা সংক্রান্ত মানসিক চাপ কাটিয়ে ছেলেমেয়েদের মনোযোগ ও মনোবল বাড়ানোর অনন্য ওয়ার্কশপ।

পরীক্ষা নিয়ে হাজারো বাবা-মায়েদের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য উপস্থিত থাকবেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, শিশু-মনোবিদ, শিশু-রোগবিশেষজ্ঞ এবং নিউট্রিশনিস্টরা।

জেনে নিতে পারবেন আপনার শিশুর দুর্বলতা এবং ভালোবাসার ক্ষেত্রগুলি। তৈরি করা হবে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য আলাদা রুটিন, ফলে আরও বেশি উপকৃত হবেন বাবা-মায়েরা।

See for yourself!

** more muscles

TALLER STRONGER** SHARPER Horlicks

Radio Partner
RED FM 93.5
Bajaate Raho!

এগজ্যামের ভয় কমান!

ওয়ার্কশপ কবে, কোথায়...

স্ট্যাডল, ২০ জানুয়ারি,২০০৭

হোটেল হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল,২৭ জানুয়ারি,২০০৭

মোক্ষ, ০৩ ফেব্রুয়ারি,২০০৭

সানন্দা Horlicks বীরবল

হরলিকস সানন্দা বীরবল ওয়ার্কশপে
আপনি এবং আপনার সন্তান
যোগ দিতে ফোন করুন ২২৫৬০৬১২ নম্বরে অথবা
যোগ দিতে প্রবেশপত্র ডাকযোগে পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:

হরলিকস সানন্দা বীরবল
এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১

সানন্দা Horlicks বীরবল

হ্যাঁ, আমি হরলিকস সানন্দা বীরবল ওয়ার্কশপে যোগ দিতে চাই।

পুরো নাম..

বয়স..............................ঠিকানা (পিনকোডসহ) ....

....

ফোন..মোবাইল...

প্রথম স্কুলে যাওয়ার দিনটির মতোই প্রথম ঘটে যাওয়া যে-কোনও ঘটনার গুরুত্বই আলাদা। তাই প্রথম ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা নিয়েই এবারের কুইজ়।

কু ই জ়

১ ১৯৮৪ সালের ২৪ অক্টোবর কলকাতায় যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি ছিল ভারতে প্রথম। কোন ঘটনা?

২ ১৯৫৪ সাল থেকে 'ভারতরত্ন' পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। প্রথম বছর পুরস্কার পান তিনজন। এঁদের দু'জন হলেন ডঃ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণন এবং সি ভি রমন। তৃতীয়জন কে?

৩ বিশ্বে প্রথম বাস সার্ভিস চালু হয়েছিল প্যারিসে ১৬৬২ সালে। কোন বিখ্যাত মানুষটির সুপারিশ অনুযায়ী এই বাস চালানো হয়েছিল?

৪ মাউজ় সহযোগে বিশ্বে প্রথম যে কম্পিউটারটি চালানো হয়েছিল তার নাম কী ছিল?

৫ ১৯৫৮ সালে উইলিয়ম হিগিনবোথাম 'টেনিস ফর টু' নামে একটি খেলা তৈরি করেন। কোন ব্যাপারে খেলাটি বিশ্বে প্রথম?

৬ প্রথম কোন মানুষটি মাউন্ট এভারেস্ট, কে-টু এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা- এই তিনটি পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন?

৭ বিশ্বের প্রথম মহিলা 'স্পেস টুরিস্ট' কে?

৮ ১৮২৯ সালে কোন শহরের পুলিশ বাহিনী প্রথম ইউনিফর্ম পরে?

অভিজিৎ সুকুল
তনুশঙ্কর চক্রবর্তী

গত সংখ্যার উত্তর

১. নিউ হরাইজ়ন।
২. লুকাস পোডোলস্কি।
৩. সার্বিয়া ও মন্টেনেগ্রো ভেঙে জন্ম হল মন্টেনেগ্রো।
৪. অমিতাভ বচ্চন।
৫. নতুন গ্রাম।
৬. উস্তাদ বিসমিল্লা খান।
৭. চিন ও তিব্বত।
৮. পারভেজ মুশারফ।

জবাব চাই

১. ১৯৯৪ সালে প্রথম কোন ভারতীয় 'মিস ইউনিভার্স' খেতাব পান?
২. প্রথম কোন ভারতীয় নোবেল পুরস্কার পান?
৩. বিশ্বের প্রথম 'ক্লোন্ড' স্তন্যপায়ীর নাম কী? মেগান, ডলি না কিথ?
(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার জবাব চাই-এর উত্তর

১. স্টিফেন রবার্ট আরউইন। ২. মার্কো মাতারাৎজি। ৩. রাহুল দ্রাবিড়।

সঠিক উত্তরদাতা

দীপাঞ্জন আদক, নবম শ্রেণি, বাজকুল জনকল্যাণ শিক্ষানিকেতন, পূর্ব মেদিনীপুর; **চন্দন রায়,** সপ্তম শ্রেণি, রাজগঞ্জ মহেন্দ্রনাথ উচ্চতর বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি; **দীপাঞ্জন দত্ত,** অষ্টম শ্রেণি, বাদুড়িয়া দিলীপকুমার স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা; **ঐশিক বিশ্বাস, সঞ্চয়ন মাহাত, শুভম নস্কর, রজত মণ্ডল, সৌরভ ঘোষ, অর্ণব দাস, শুভ্র বড়ুয়া, ইন্দ্রনীল সেন,** ষষ্ঠ শ্রেণি, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া; **সম্পদ ঘোষ,** পঞ্চম শ্রেণি, বাঁশবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **শিল্পা দাস,** একাদশ শ্রেণি, ওয়েল্যান্ড গোল্ডস্মিথ স্কুল, কলকাতা; **সৌমার্ঘ্য সিংহ,** পঞ্চম শ্রেণি, মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, হুগলি; **অঙ্কিত ভট্টাচার্য,** অষ্টম শ্রেণি, বেটার হাই স্কুল, কলকাতা; **রোমি মণ্ডল,** পঞ্চম শ্রেণি, শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘ বালিকা বিদ্যালয়, দত্তবাগান, কলকাতা; **জয়ন্ত ঘোষ,** দশম শ্রেণি, বন্দিপুর আইডিয়াল আকাডেমি (বালক), রহড়া, উত্তর ২৪ পরগনা; **অভিষেক দাস,** অষ্টম শ্রেণি, ইলিয়াস মেয়র স্কুল, কলকাতা; **রক্তিমাভ বসু,** সপ্তম শ্রেণি, নব নালন্দা হাই স্কুল, কলকাতা; **সর্বজিৎ রায়,** সপ্তম শ্রেণি, বারাসাত মহাত্মা গাঁধী মেমোরিয়াল

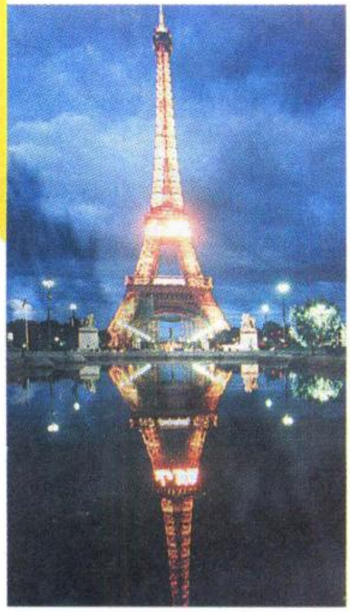

হাই স্কুল, উত্তর ২৪ পরগনা; **উজ্জ্বল চৌধুরী,** দ্বিতীয় শ্রেণি, শহিদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি বিদ্যালয়, বেলপাহাড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর; **অরূপরতন সরকার, মৈনাক জানা, অনমিত্র রুজ়, সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজদীপ মাইতি, শুভার্থী সরকার, সৌপর্ণ মাজি, প্রীতম ঘোষ, প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়,** রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া।

জবাব চাই-এর উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:
আনন্দমেলা, জবাব চাই,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০০১।
ই-মেল
anandamela@abpmail.com

ডাবলার জঙ্গলে ডামাডোল
গল্প: সুদীপ্ত নাগ
ছবি: গৌতম দাশগুপ্ত

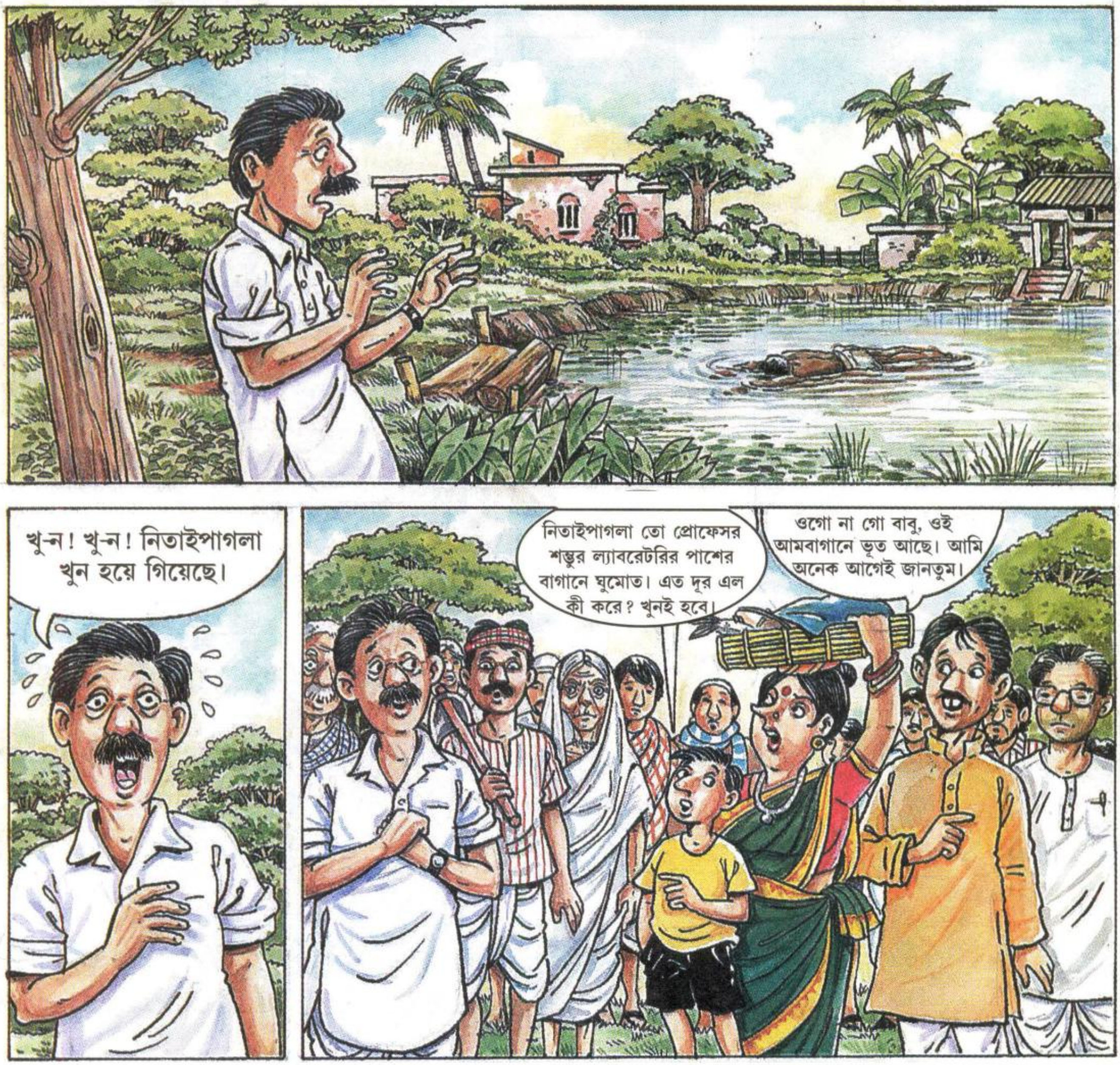
খু-ন! খু-ন! নিতাইপাগলা খুন হয়ে গিয়েছে।
নিতাইপাগলা তো প্রোফেসর শঙ্কুর ল্যাবরেটরির পাশের বাগানে ঘুমোত। এত দূর এল কী করে? খুনই হবে।
ওগো না গো বাবু, ওই আমবাগানে ভূত আছে। আমি অনেক আগেই জানতুম।

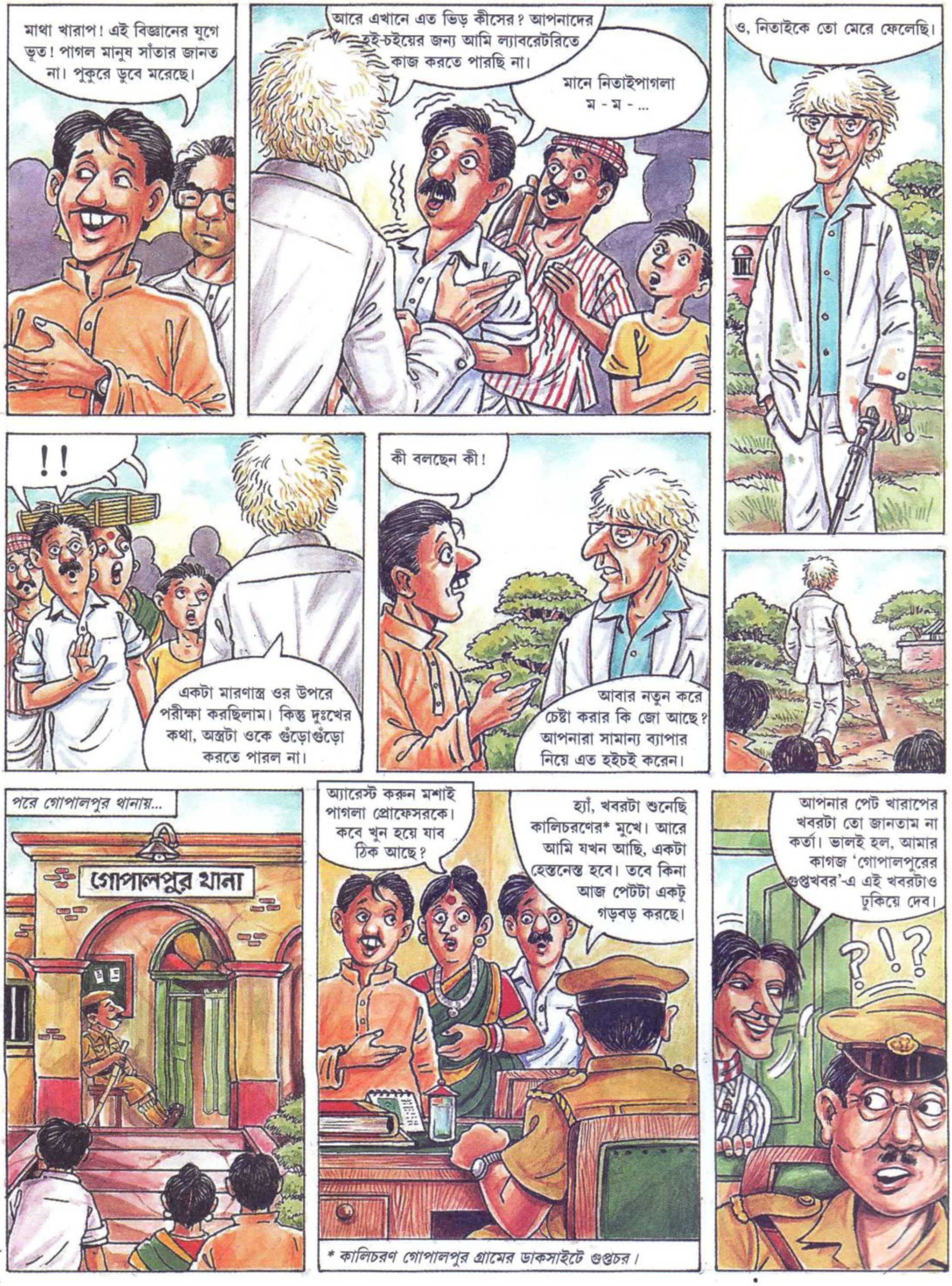

মাথা খারাপ! এই বিজ্ঞানের যুগে ভূত! পাগল মানুষ সাঁতার জানত না। পুকুরে ডুবে মরেছে।
আরে এখানে এত ভিড় কীসের? আপনাদের হই-চইয়ের জন্য আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে পারছি না।
মানে নিতাইপাগলা ম - ম - ...
ও, নিতাইকে তো মেরে ফেলেছি।
!!
একটা মারণাস্ত্র ওর উপরে পরীক্ষা করছিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা, অস্ত্রটা ওকে গুঁড়োগুঁড়ো করতে পারল না।
কী বলছেন কী!
আবার নতুন করে চেষ্টা করার কি জো আছে? আপনারা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত হইচই করেন।
পরে গোপালপুর থানায়...
গোপালপুর থানা
অ্যারেস্ট করুন মশাই পাগলা প্রোফেসরকে। কবে খুন হয়ে যাব ঠিক আছে?
হ্যাঁ, খবরটা শুনেছি কালিচরণের* মুখে। আরে আমি যখন আছি, একটা হেস্তনেস্ত হবে। তবে কিনা আজ পেটটা একটু গড়বড় করছে।
* কালিচরণ গোপালপুর গ্রামের ডাকসাইটে গুপ্তচর।
আপনার পেট খারাপের খবরটা তো জানতাম না কর্তা। ভালই হল, আমার কাগজ 'গোপালপুরের গুপ্তখবর'-এ এই খবরটাও ঢুকিয়ে দেব।
?!?

তুই সোজা পথে কেন আসতে পারিস না বল তো কালিচরণ? ভয় খাইয়ে দিয়েছিলি।
আজ্ঞে, সোজা পথে এলে কি আর গোপালপুরের এক নম্বর গুপ্তচর হতে পারতাম?
দু'দিন পর থানায়...
গোপালপুর থা
আপনি বলেছিলেন প্রোফেসরকে গ্রেপ্তার করবেন, তার কী হল?
আপনারা কি ভাবেন আমি প্রোফেসরকে ভয় পাই? জানেন, এককালে আমি কত বাঘ মেরেছি!
ওরে বাবা রে! আরশোলা!
আরশোলাকেই ভয় পান! খুনি-ডাকাতকে কী করে ধরবেন?
তোর এত বড় সাহস! দেখবি প্রোফেসরকে পাকড়ে যদি থানায় না আনি, তা হলে আমার না...
রেগে গেলে দারোগার ভুঁড়িতে টিক্‌টক্ আওয়াজ হয়।
যাই, আমার আবার পেটটা কেমন কনকন করছে।
TOILET

নিতাইপাগলার খুনি ধরা পড়ল নাকি?
সেদিন যে বললেন আপনিই নিতাইকে মেরেছেন!
বলেছি নাকি? তা হতে পারে। গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত থাকি তো, অত মনে থাকে না।
TOILET
তা তো ঠিকই! আপনি গবেষক মানুষ। কবে কী আবিষ্কার করে ফেলবেন, ঠিক আছে? একটা পাগল মরেছে তো কী হয়েছে?
দারোগাবাবু, আমার এই ছড়িটার কেরামতি দেখবেন?
বাপ রে! শুনেছি এটা ইলেকট্রিক লাঠি। ওতে কাজ নেই।
না, না। ওসব জিনিসের মর্ম আমাদের মতো মূর্খরা আর কী বুঝবে?
কী দারোগাবাবু, এবার কোথায় গেল আপনার বাঘ মারার গল্প?
বাঘ? ফুঃ! বাঘ আবার একটা মারবার জিনিস নাকি? মারতে হলে — ওঃ! মারণাস্ত্রটাই তৈরি হল না ঠিকঠাক।
পরের দিন সকালের কাগজে...
গোপালপুরের
গু প্ত খ ব র
চোখের সামনেই দারোগাবাবুর পেন চুরি
কানু মণ্ডলের ছাগল নিরুদ্দেশ
ষাঁড়ের গুতো

অসীমের চা
এই রে, ভৈরব* আসছে। এক্ষুনি ঝোলা থেকে কবিতা বের করবে।
* ভৈরব গোপালপুর গ্রামের অখ্যাত কবি...
আরে যাচ্ছেন কোথায় জগমোহনবাবু?
এই কয়েকটা জিনিস কেনার ছিল...
তা হলে চলুন, একই সঙ্গে যাওয়া যাক। জানেন, কাল আমি ভূত নিয়ে কয়েকটা কবিতা লিখেছি।
কবিতা!!!
হ্যাঁ, ভূতের গল্প যেমন পাঁচ-ছ' পাতার হয়, কবিতাও সেরকম এক-একটা পাঁচ-ছ' পাতার।
অ্যাঁ!!

Dabur RED Toothpaste & anandamela আনন্দমেলা

Dental Care Camp

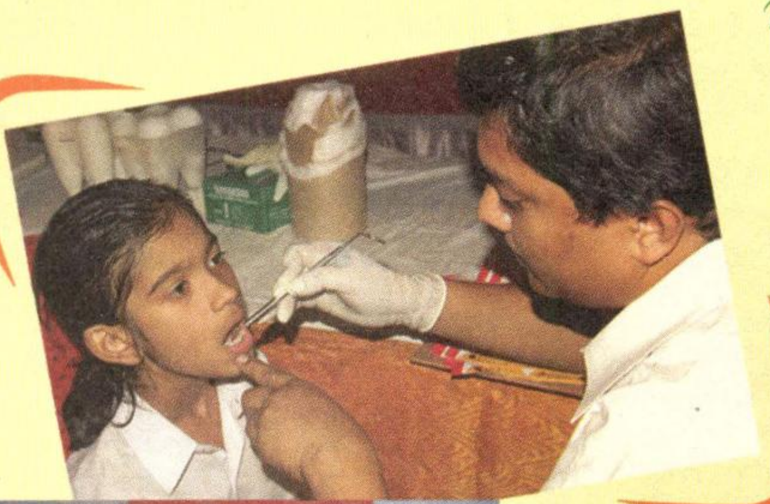

দাঁতের দুর্দান্ত ক্যাম্প-এর ক'টা দিন

দাঁতকে দিব্যি আমরা ততটা পাত্তা দিই না, যতটা দাঁত আমাদের দেয়। চকোলেট থেকে চানাচুর কিম্বা প্রাণখোলা হাসি থেকে দন্তবিগলিত। আর তাই ডাবর লাল টুথপেস্ট আর আনন্দমেলা করেছিল ডেন্টাল কেয়ার ক্যাম্প। তোমার দাঁতের পরীক্ষা করতে ডাক্তারকাকু গিয়েছিলেন তোমাদের স্কুলে। বলে দিয়েছিলেন কী করে দাঁত রাখতে হয় সজীব ও সুন্দর।

সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসগুলো জুড়ে আসর বসেছিল বিভিন্ন স্কুলে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা দাঁতের চেক-আপ হয়েছিল। দেওয়া হয়েছিল দাঁতের স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানান অজানা তথ্য। লবঙ্গ, পুদিনা ও তোমর কীভাবে দাঁতের সমস্যাকে কমায় তাও জানা গিয়েছিল এই ক্যাম্পে। শুধু তাই নয়, যারা ক্যাম্পে অংশ নিয়েছিল তারা সকলেই পেয়েছিল স্যাম্পল ডাবর লাল টুথপেস্ট। অভিজ্ঞ ডাক্তারবাবু জানিয়েছিলেন দাঁত নিয়ে অনেক গল্প, তোমাদেরই জন্য। যে স্কুলগুলোতে ক্যাম্প হয়েছিল সেগুলি হল — সেন্ট মেরিজ, সেন্ট সিবাস্টিন্স, অন্ধ্র অ্যাসোসিয়েশন, কারমেল প্রাইমারি, KV-1, সল্টলেক, এম বি গার্লস জুনিয়র, সল্টলেক স্কুল, ক্যালকাটা পাবলিক কালিকাপুর, চৌরঙ্গি হাই স্কুল, লয়োলা হাই, সেন্ট জেভিয়ার্স ইনস্টিটিউট পানিহাটি, ন্যাশনাল জেম্‌স, আদর্শ বালিকা, বি.ডি.

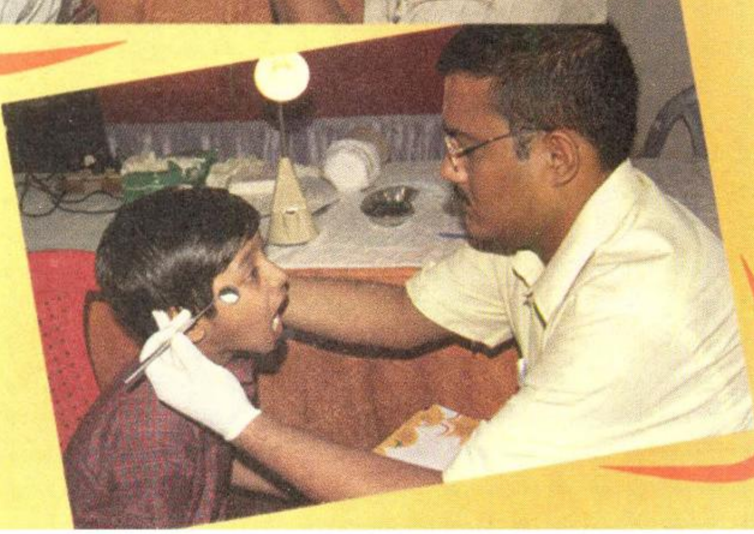

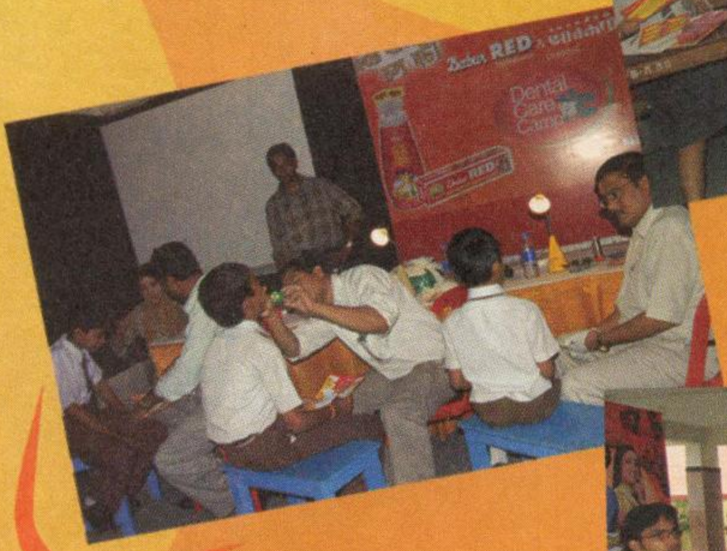

মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট, বড়িশা হাই স্কুল, সেন্ট জেম্‌স, বড়িশা গার্লস, জি.এস.এস. গার্লস, শ্রী ভারতী, সাহাপুর গালর্স, আউর লেডি কুইন্‌ অব মিশন, মাদার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বিদ্যাঞ্জলি হাই স্কুল।

ক্যাম্পে উপস্থিত সকলেই পেয়েছিল এক অন্য অভিজ্ঞতা। অল্প মুহূর্তের মধ্যেই দাঁত নিয়ে দুর্দান্ত খবরাখবর জানা হয়েছিল ওইদিন। তোমাদের হাসিখুশি মুখগুলোই বুঝিয়ে দিয়েছিল হাসি হল একঝাঁক সাদা পায়রার মতোই। সতেজ, উজ্জ্বল, মুক্ত! আর কেবলমাত্র সুস্থ দাঁতই হতে পারে সুন্দর হাসির গোড়ার কথা।

আঃ!
ওফ!
আরে দেখে চলবেন তো মশাই!
সরি।
ভালই হল, আর-একজন শ্রোতা পাওয়া গেল। আমার প্রথম কবিতার নাম 'নিশির ডাক'।
আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?
আপনার নাম আমি জানব কী করে?
এই যে বললেন — 'নিশি'!
আঁ... আঁ...
ভালই হল নিশিবাবু, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কিছু প্রশ্ন করা যাবে।
তার মানে?
এই যেমন ধরুন, নিশিরা কি গন্ধ পায়?
আপনারা বোধ হয় কিছু ভুল করছেন। আমি ভূতপ্রেত নই, আমার নাম নিশি সরকার।

যাক বাবা, এ ভূত নয়। ভৈরব এর সঙ্গে বকবক করুক গিয়ে, সেই সুযোগে আমি বরং পালাই।
আমি হলাম দুলাল দাসের ভাইপোর কাকার ছেলের মাসতুতো ভাইয়ের পিসতুতো ভাগনের বন্ধু। তা দুলাল দাসের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন?
দুলাল দাস তো এককালের নামকরা ডাকাত। 'ডাকাতের ডাকাডাকি' কবিতার বইয়ে আমি লিখেছি— 'দুলাল দাস আগে যে বলত হালুম হালুম/এখন বাতের ব্যথায় বলে গেলুম গেলুম।'
তা তো হল, কিন্তু ঠিকানাটা যদি বলেন—
উঃ! গোয়েন্দাগিরি করার আচ্ছা ঝামেলা!
পাঁচমাথার মোড়ে গেলে এক রকমের পাঁচ-ছ'টা বাড়ি। যে বাড়িটায় কুকুর ডাকবে, তার উলটো দিকের উলটো দিকে যে বাড়িটা আছে, তার সামনের বাড়িটায় ঢুকবেন।
ছদ্মবেশ নেওয়ার সময়...
উফ! কী চুলকোচ্ছে। হতচ্ছাড়া কালিচরণটার জন্য আবার ছদ্মবেশ নিতে হল।
আসলে স্যার, অনেক দিনের পুরনো জিনিস, ছারপোকা-টারপোকা আছে হয়তো।
যাকগে, আগে প্রোফেসরের মারণাস্ত্রের ফরমুলাটা হাতাই। তারপর সব ক্ষমতা আমার হাতে। কী বলিস টংকর?
দুলাল দাসের বাড়ি...

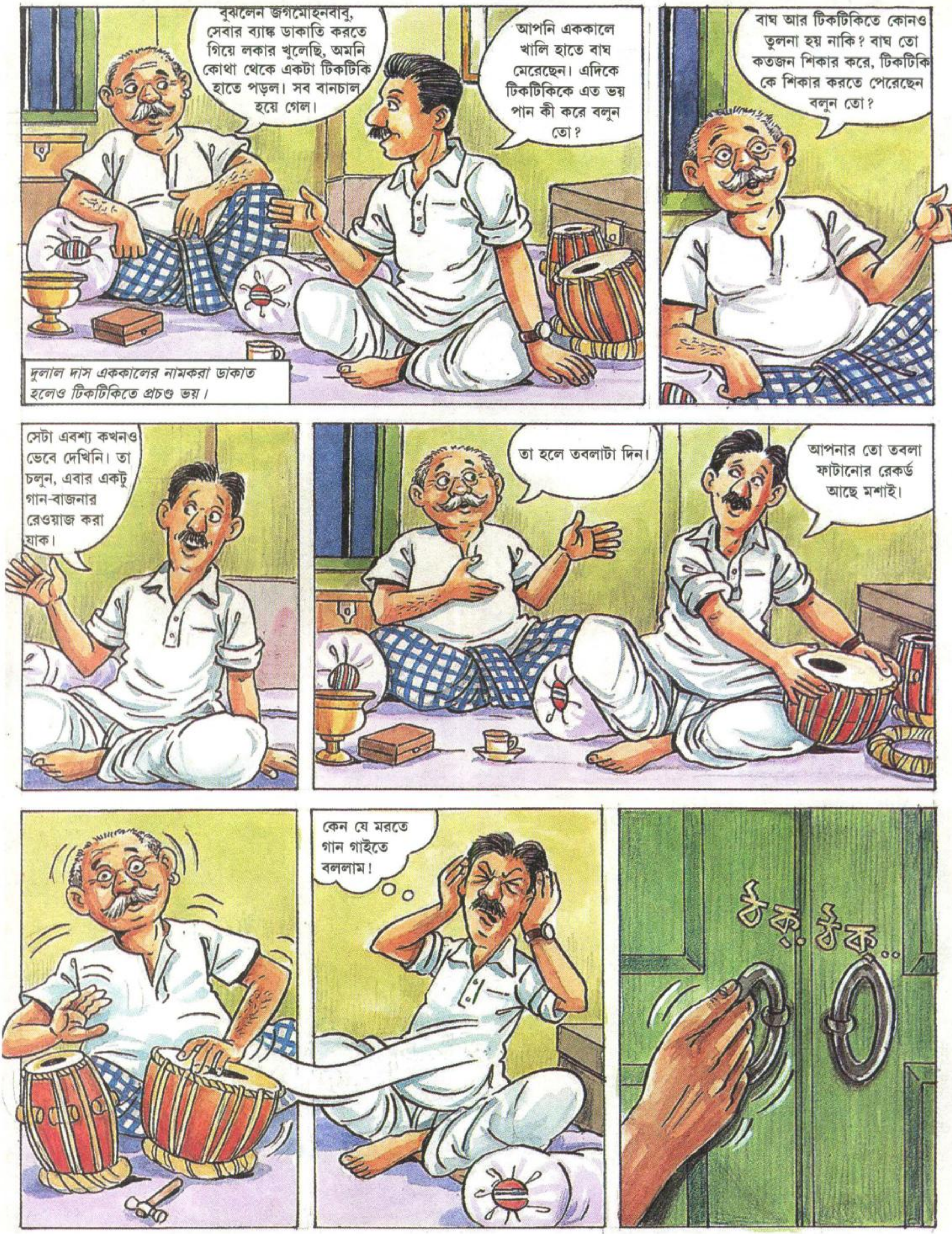
বুঝলেন জগমোহনবাবু, সেবার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করতে গিয়ে লকার খুলেছি, অমনি কোথা থেকে একটা টিকটিকি হাতে পড়ল। সব বানচাল হয়ে গেল।
আপনি এককালে খালি হাতে বাঘ মেরেছেন। এদিকে টিকটিকিকে এত ভয় পান কী করে বলুন তো?
দুলাল দাস এককালের নামকরা ডাকাত হলেও টিকটিকিতে প্রচণ্ড ভয়।
বাঘ আর টিকটিকিতে কোনও তুলনা হয় নাকি? বাঘ তো কতজন শিকার করে, টিকটিকি কে শিকার করতে পেরেছেন বলুন তো?
সেটা এবশ্য কখনও ভেবে দেখিনি। তা চলুন, এবার একটু গান-বাজনার রেওয়াজ করা যাক।
তা হলে তবলাটা দিন।
আপনার তো তবলা ফাটানোর রেকর্ড আছে মশাই।
কেন যে মরতে গান গাইতে বললাম!
ঠক্ ঠক্..

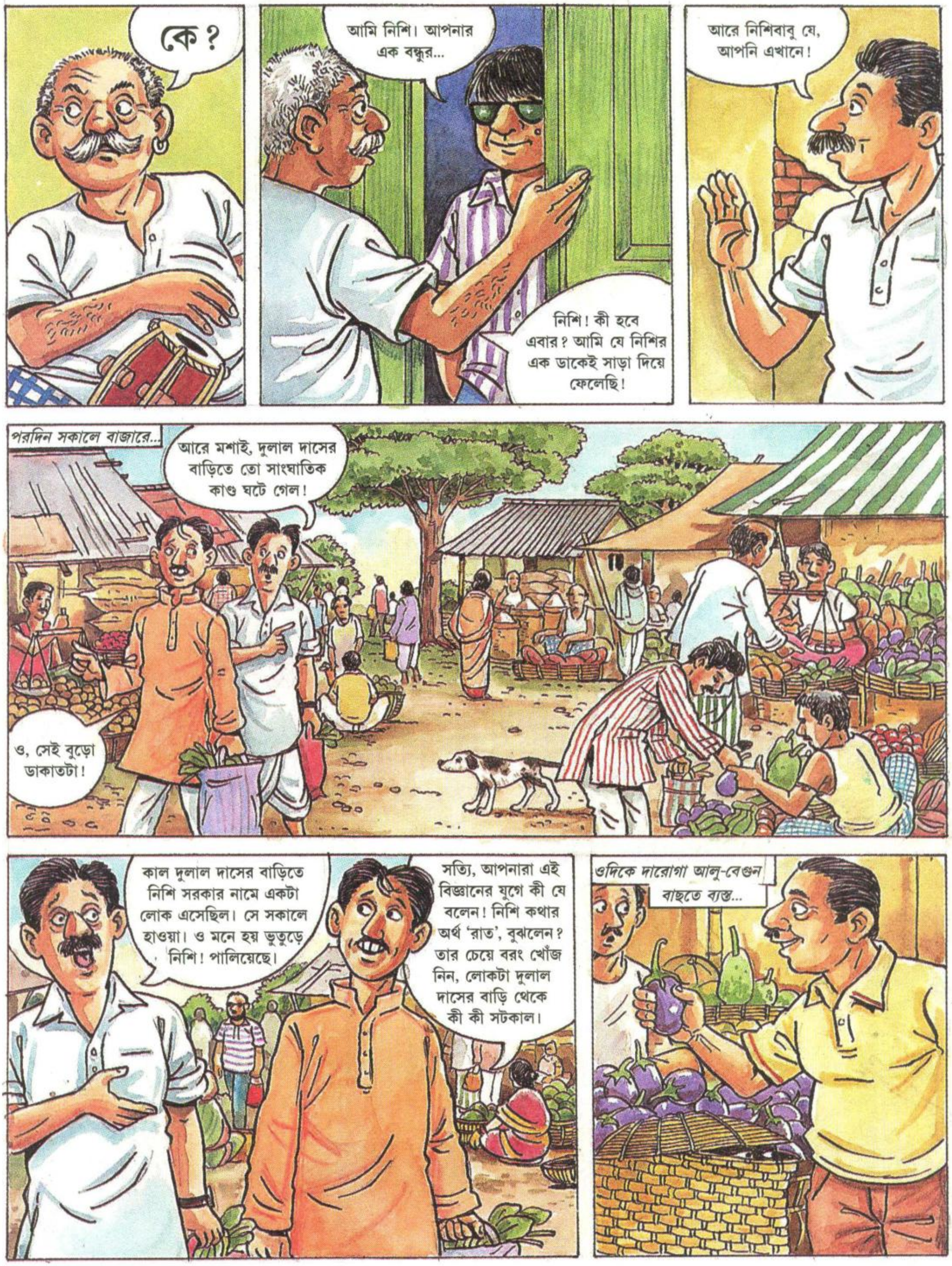
কে?
আমি নিশি। আপনার এক বন্ধুর...
নিশি! কী হবে এবার? আমি যে নিশির এক ডাকেই সাড়া দিয়ে ফেলেছি!
আরে নিশিবাবু যে, আপনি এখানে!
পরদিন সকালে বাজারে...
আরে মশাই, দুলাল দাসের বাড়িতে তো সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেল!
ও, সেই বুড়ো ডাকাতটা!
কাল দুলাল দাসের বাড়িতে নিশি সরকার নামে একটা লোক এসেছিল। সে সকালে হাওয়া। ও মনে হয় ভুতুড়ে নিশি! পালিয়েছে।
সত্যি, আপনারা এই বিজ্ঞানের যুগে কী যে বলেন! নিশি কথার অর্থ 'রাত', বুঝলেন? তার চেয়ে বরং খোঁজ নিন, লোকটা দুলাল দাসের বাড়ি থেকে কী কী সটকাল।
ওদিকে দারোগা আলু-বেগুন বাছতে ব্যস্ত...

গুড মর্নিং কত্তা।
আই বাপ! বলেছি না আমাকে এভাবে চমকাবি না।
শুনলাম আপনাকে নাকি পকেটমার পটকা ফুচকাওয়ালা হয়েও বিনা পয়সায় কাল ফুচকা খাইয়েছে। খবরটা সত্যি নাকি? ব্যাটা তো হাড়কিপটে। কাউকে একটা ফুচকা ফাউ অবধি দেয় না।
হ্যাঁ, খবরটা সত্যি। আসলে এ এলাকায় আমাকে সকলে খুব খাতির করে।
কী রে, কত হল?
সাত টাকা।
ইঃ! সাত টাকা! পাঁচ টাকা নে।
আরে, ব্যাটা পটকা শেষকালে কিনা আমারই পকেট মারল!!
এই রে! ভৈরব এদিকে আসছে। স্যার, একে লকআপে পুরে রাখা উচিত। ও রোজ কবিতা শোনাবার জন্য লোক ধরে।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

স্কুলে-স্কুলে কার্নিভাল নিয়ে হইচই

জমিয়ে শীত পড়ার আগেই জমাটি হুল্লোড় আর আনন্দ নিয়ে হাজির ডাবর-চ্যবনপ্রাশ ও আনন্দমেলা আয়োজিত আনন্দমেলা কার্নিভাল। সারাদিন হুটোপুটি, ভাব আর হাজারও উৎসাহ নিয়ে মজাদার দুটো দিনের আসর। নিক্কো পার্কে ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনের আনন্দ, মজা আর নিজেদের আবদার মিটিয়ে নেওয়ার সুযোগ!

এমনিতেও অনেক খুশি থরে থরে সাজিয়ে রাখা ছিল সেখানে। নরম, আঙুল ডোবানো কেকের মতোই লোভনীয়। ক্রিমের মতো মিষ্টি আয়োজন।

যারা এসেছিল তারা আশ মিটিয়ে এনজয় করেছিল। ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো, খেলাধুলো, বকুনি ছাড়া সময় কাটানোর আনন্দ। কিন্তু আসতে পারেনি অনেকেই। তাদের তা হলে জানানো যাক ঠিক কী কী হয়েছিল সেদিন।

আয়োজন করা হয়েছিল কুইজ, নাটক, ডাম শারাড, ডান্স, হেল্প মাম্মির মতো প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগীদের খুঁজতে আনন্দমেলা হাজির হয়েছিল বিভিন্ন স্কুলে —

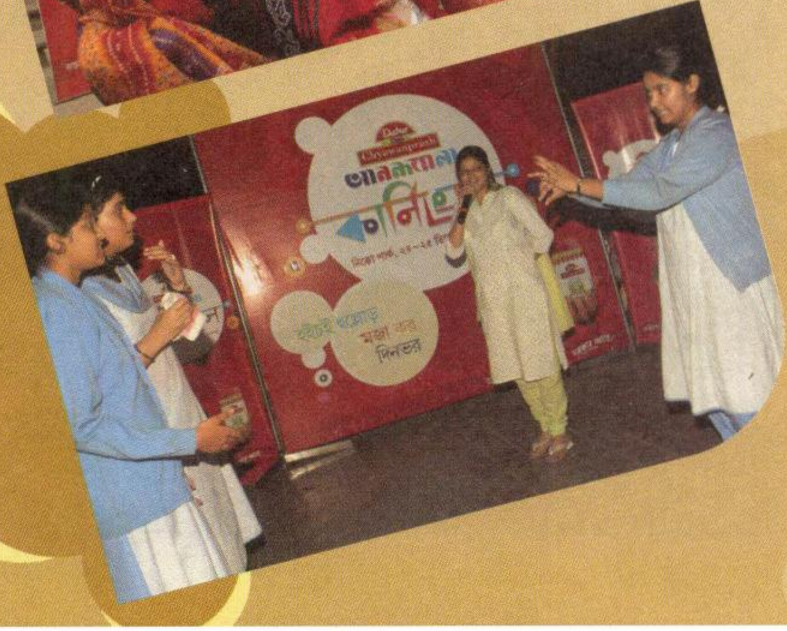

শ্যামবাজার এ ভি বয়েজ, টাকি বয়েজ, শ্যামবাজার এ ভি গার্লস, তিলজলা গার্লস হাই স্কুল, ডাফ স্কুল, মেট্রোপলিটন, পার্ক ইনস্টিটিউট, জগবন্ধু ইনস্টিটিউট, নিউ আলিপুর মাল্টিপারপাস, বাঘাযতীন গার্লস স্কুল, বিধাননগর গভঃ হাই স্কুল, গাঁধী কলোনি, সরস্বতী, লেক গার্লস, সুভাষিনী গার্লস হাই স্কুল, নারীশিক্ষা মন্দির, তীর্থপতি ইনস্টিটিউশন, রাসমণি বালিকা বিদ্যালয়, মিরান্ডা হাই স্কুল ও ভারতীয় বিদ্যামন্দির।

এই স্কুলগুলো থেকে প্রাথমিক পর্বে বাছাই প্রতিযোগীরা কার্নিভালে অংশ নেবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল রাউন্ডে। আর তাই তখন জমে উঠেছিল সেরা হওয়ার লড়াই। অন্যান্য অবসর কাটানো বা উপভোগ করার জিনিসের মধ্যে ছিল ফেস-পেন্টিং, ম্যাজিক, চালের দানায় নিজের নাম লেখা আর ট্যাটু ওয়ার্কশপ। এতে খুদে শিল্পীদের চিনে নিতে সুবিধে হয়েছিল।

আয়োজনকে পরিপূর্ণ করে তোলার জন্য ছিল রংচঙে ইভেন্ট টাগ অফ ওয়ার, বাস্কেট দ্য বল, স্পট কুইজ কিম্বা ফ্যামিলি অন্ত্যাক্ষরি। ছিল সাইনিংস্টার-এর মতো মজাদার লড়াই। তিন মিনিটে নিজের দক্ষতা দেখিয়ে খেতাব জেতার কেরামতি।

তবে ছোটদের হুল্লোড়ে ভরিয়ে রাখতে গিয়ে কার্নিভাল ভুলে যায়নি মা-বাবাকেও। তাঁদের মন ভরিয়ে দিতে ছিল নানান ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটি।

শীত উপেক্ষা করে দস্যিপনায় দুটো দিন কেটে গিয়েছিল কখন যেন। রেখে গেল শুধু পাক্কা একটা বছর অপেক্ষা। আসছে বছর আবার হবে!

ডাবর চ্যবনপ্রাশ — আনন্দমেলা কার্নিভাল ২০০৬

রঙিন বেলুন উড়িয়ে কার্নিভালের উদ্বোধন করছেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বর্ণময় আতশবাজি

মূল মঞ্চে রং-ঝলমলে নৃত্য প্রতিযোগিতা

কাছি টানাটানিতে পিছিয়ে ছিল না মেয়েরাও

নাট্য-প্রতিযোগিতায় নজরকাড়া একটি দৃশ্য

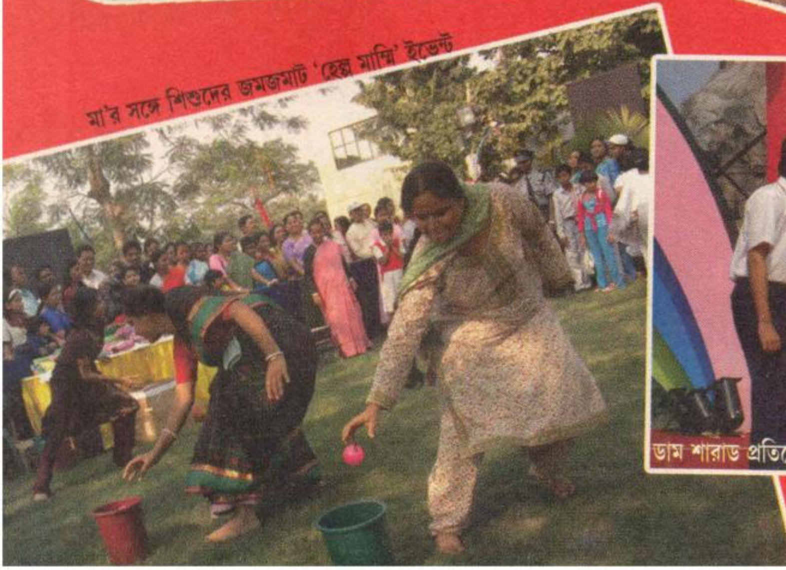
মা'র সঙ্গে শিশুদের জমজমাট 'হেল্প মাম্মি' ইভেন্ট

ডাম শারাড প্রতিযোগিতার রোমাঞ্চকর একটি মুহূর্ত

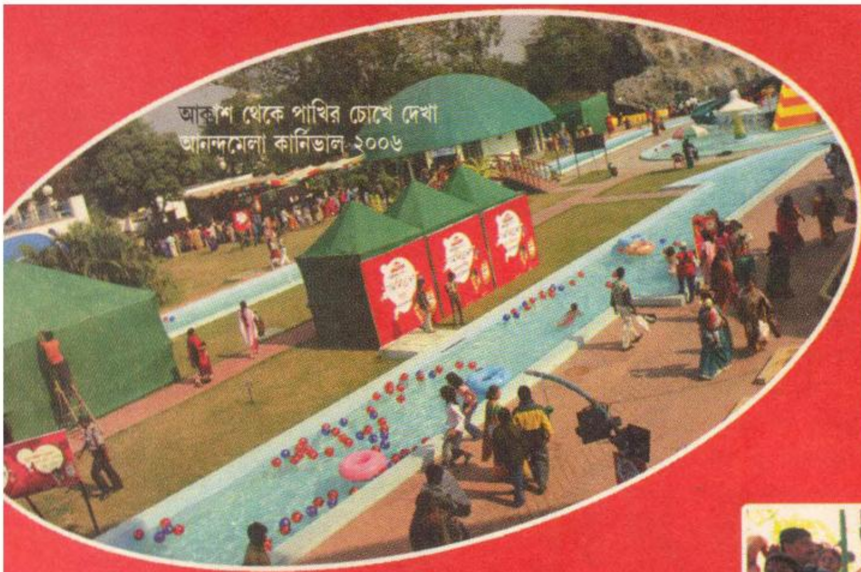

আকাশ থেকে পাখির চোখে দেখা
আনন্দমেলা কার্নিভাল ২০০৬

Dabur Chyawanprash
আনন্দমেলা
কার্নিভাল

নাট্য-প্রতিযোগিতায় চূড়ান্ত পর্বে বিচারকের আসনে ডান দিক থেকে
প্রখ্যাত অভিনেতা ও নাট্যকার মনোজ মিত্র এবং সম্রাট মুখোপাধ্যায়

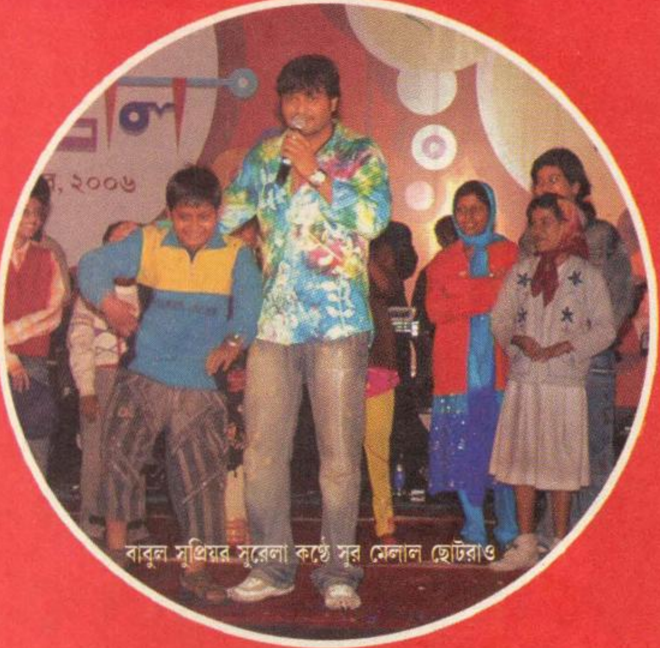

বাবুল সুপ্রিয়র সুরেলা কণ্ঠে সুর মেলাল ছোটরাও

ছোটদের মিউজিক ব্যান্ড কম্পিটিশনের বিচারক
(বাঁ দিক থেকে) রূপম ইসলাম,
সিদ্ধার্থ রায় এবং গৌরব চট্টোপাধ্যায়

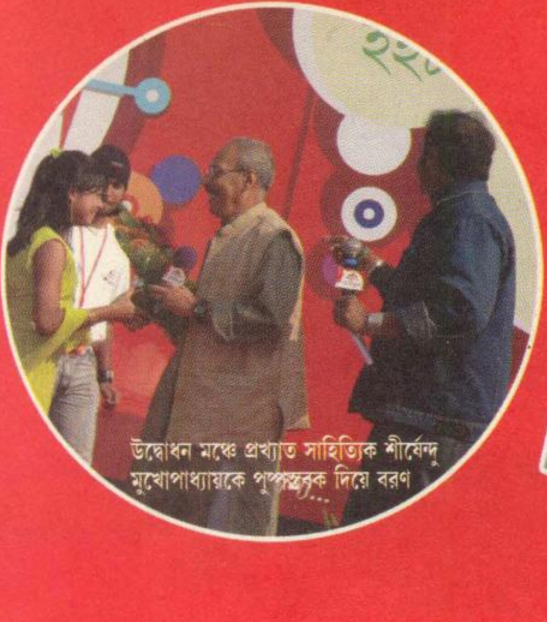

উদ্বোধন মঞ্চে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু
মুখোপাধ্যায়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ

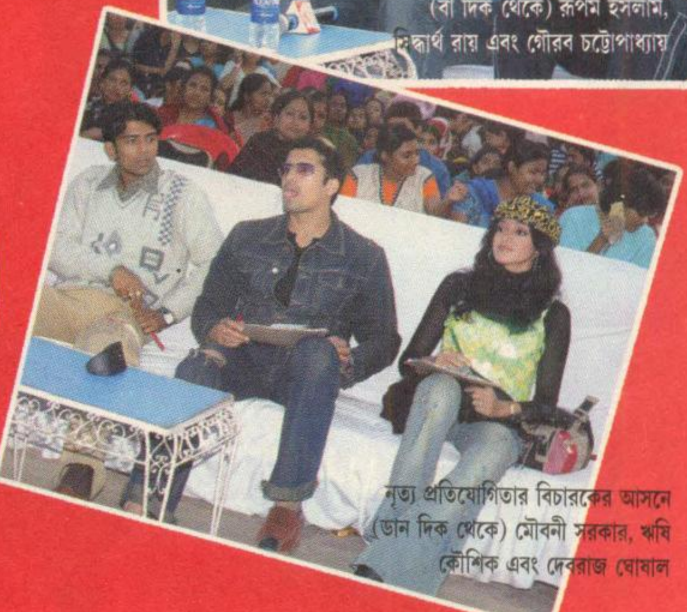

নৃত্য প্রতিযোগিতার বিচারকের আসনে
(ডান দিক থেকে) মৌবনী সরকার, ঋষি
কৌশিক এবং দেবরাজ ঘোষাল

পাখি এবার বিক্রমগড়ে

প্রিয়ক বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি: নির্মলেন্দু মণ্ডল

সম্পূর্ণ রহস্য উপন্যাস

প্রশাংশ ত-সংহিতা

পিচমোড়া মসৃণ হাইওয়ে দিয়ে চৈত্রের তপ্ত হাওয়া কেটে ছুটতে-ছুটতে হঠাৎই ডান দিকের মেঠো রাস্তাটায় নেমে পড়ে টাটা সুমোটা। এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে টাল খেতে-খেতে ডান দিক, বাঁ দিক মিলিয়ে প্রায় পাঁচটা বাঁক ঘুরে পাক্কা পনেরো মিনিট চলার পর একটা বিশাল লোহার গেটের সামনে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল গাড়িটা। হাততালি দিয়ে সোল্লাসে বলে উঠল জিনিয়া, "এসে গিয়েছি। হোম, সুইট হোম।" তারপর পাখির দিকে ফিরে মুচকি হেসে বলল, "ওয়েলকাম টু বিক্রমগড়।"

গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পাখি রীতিমতো চমকাল। লোহার গেটের ওপারে যত দূর চোখ যায়, কে যেন বিছিয়ে রেখেছে সাতরঙা ফুলের কার্পেট। কার্পেট যেখানে শেষ, সেখানে দাঁড়িয়ে রাজবাড়ির মতো প্রকাণ্ড এক সাদা দোতলা বাড়ি। লোহার গেটের পাশের দেওয়ালে শ্বেতপাথরের ফলকে জ্বলজ্বল করছে বাড়ির নাম 'দত্ত ভিলা'।

রঙিন চাদরের বুক চিরে মোরামের রাস্তা ধরে এগোতে-এগোতে পাখির দিকে তাকিয়ে জিনিয়া বলল, "ফুল এক্সপোর্ট করি তো আমরা, সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টস, তাই এত রঙের ছড়াছড়ি। ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, গ্ল্যাডিউলা থেকে শুরু করে পাতি বেল, টগর, জুঁই, সব পাবি এখানে।"

শেষ পর্যন্ত গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির একতলায়, ছড়ানো গোল বারান্দার কোলে। আগে থেকেই বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন ঘোমটা দেওয়া মাঝবয়সি এক মহিলা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা বছর পঞ্চাশের এক ভদ্রলোক ও শার্ট-প্যান্টে ফিটফাট বছর পঁয়ত্রিশের এক যুবক। গাড়ি থেকে নেমে জিনিয়া পাখিকে নিয়ে বারান্দায় উঠে মাঝবয়সি মহিলাকে দেখিয়ে বলল, "আমার কাকিমা, প্রণাম কর।"

পাখির চিবুকে হাত ছুঁইয়ে স্নেহাশিস জানিয়ে সহাস্যে মহিলা বললেন, "থাক, থাক, বেঁচে থাকো। পথে কষ্ট হয়নি তো মা? যা গরম যাচ্ছে ক'দিন, বেলা দশটার মধ্যেই সব তেতেপুড়ে একাকার।"

এর পর পাঞ্জাবি পরা মাঝবয়সি ভদ্রলোকের দিকে এগোতে-এগোতে জিনিয়া বলল, "আমার মেজোকাকা মিহির দত্ত।"

পাখি নিচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই বাধা দিয়ে হাসি মুখে মিহিরবাবু বললেন, "তা হলে তুমিই পাখি। আমাদের জিনিয়ার তো পাখিময় জগৎ। সারাক্ষণই শুনি পাখির খুব বুদ্ধি, খুব সুন্দর গান গায়, কবিতা লেখে, আরও কত কী। আমার ভাইঝি আবার সহজে কারওর গুণ গায় না। তাই ওর মুখে তোমার এত সুখ্যাতি শুনে তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল খুব।"

এ ধরনের কথাবার্তায় বেজায় অস্বস্তি হল পাখির। সজোরে আপত্তি জানিয়ে বলল, "ওর কথা একদম বিশ্বাস করবেন না কাকাবাবু। ও তো একটা পাগল। কী বলতে কী যে বলে তার ঠিক নেই।"

শার্ট-প্যান্ট পরা মানুষটির দিকে ফিরে জিনিয়া বলল, "আমার ছোটকাকা, সুধীর দত্ত। বেজায় ক্রিকেটপাগল আর ফুর্তিবাজ মানুষ।"

জিনিয়ার দিকে চোখ পাকিয়ে ছোটকাকা বললেন, "অ্যাই জিনি, তোর না আরও এক হপ্তা আগে ল্যান্ড করার কথা?"

"আর বোলো না ছোটকা।" চোখ-মুখ ঘুরিয়ে জিনিয়া বলল, "আমার পরীক্ষা শেষ হয় তো পাখির প্র্যাকটিক্যালের ঝামেলা শেষ হয় না। তার উপর পাখি আবার একটা কেস প্রায় টেকআপ..." কথা শেষ করার আগেই হাতে একটা রামচিমটি খেয়ে উঃ বলে চেঁচিয়ে থেমে যায় জিনিয়া।

"কেস? কী কেস? কার কেস?" ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না ছোটকাকা।

পাখির গনগনে চোখের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে বলল জিনিয়া, "না মানে, কেস মানে, জ্বরজ্বাড়িতে ফেঁসে গিয়ে পাখি...।"

হো হো করে হেসে উঠে বললেন ছোটকাকা, "বাবা, তোরা কলকাতার ছেলেপুলেরা আজকাল যে কীসব ভাষায় কথা বলিস, আমাদের মতো গেঁয়ো লোকেরা তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝি না। তা হলে জ্বরজাড়ি হল কেস, ভাল, ভাল। কলকাতায় তার মানে এটাই লেটেস্ট চলছে।"

এবার কাকিমা এগিয়ে এসে বললেন, "জিনি, বাকি কথা পরে হবে। আগে পাখিকে নিয়ে সোজা বাবার কাছে যাও। সেই কোন সকাল থেকে বৃদ্ধ মানুষটি হাপিত্যেশ করে তোদের জন্য বসে আছেন।"

দোতলায় জাহাজের ডেকের মতো চওড়া গোল বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে পাকা আমের মতো টুকটুকে রং। রবি ঠাকুরের মতো এলায়িত সাদা ধবধবে চুল-দাড়ির এক বৃদ্ধ, ম্যাগনিফায়িং গ্লাস চোখে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, এক সময় যথেষ্ট মজবুত কাঠামোর মানুষ ছিলেন এই বৃদ্ধ। কিন্তু জরা এবং অসুস্থতা মিলিয়ে বৃদ্ধের অবস্থাটা এখন এক ভাঙা মন্দিরের মতো। জিনিয়া দৌড়ে গিয়ে দাদুকে প্রণাম করতেই তিনি যেভাবে নাতনির গলা জড়িয়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগলেন, তাতে বেশ বোঝা গেল নাতনিটি তাঁর নয়নের মণি। খানিক পরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "আর তোমার বাবুইপাখির কী হল, সে আসেনি?"

পাখি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করতেই দুষ্টু হাসি হেসে বৃদ্ধ বললেন, "ও মা, এ যে দেখি আমাদেরই মতো মানুষ, পাখিটাখি নয়!"

ইতিমধ্যে বিশাল ট্রে সাজিয়ে কাকিমা চলে এলেন। পিছনে-পিছনে কালো লম্বা এক তরুণীও এল চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। পাখি, জিনিয়া, মেজোকাকা, ছোটকাকা সকলের হাতে ফুলকো লুচি আর আলুর ছক্কার প্লেট তুলে দিতে-দিতে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে কাকিমা বললেন, "বাবা, আপনার দুধ-খই দেব এখন?"

"না, আজ থাক। আজ শরীরটা বিশেষ ভাল লাগছে না। তুমি

বরং মেয়ে দু'টোকে ভাল করে খাওয়াও-দাওয়াও। হাজার হলেও ট্রেন জার্নি করে এসেছে।"

জাম্বো সাইজের একটা লুচি মুখে পুরে পাখি মেজোকাকার দিকে তাকিয়ে বলল, "কলকাতার কাছেপিঠে এরকম একটা সুন্দর জায়গা আছে ভাবাই যায় না। আমি তো যাকে বলে একেবারে ফ্লোরড।"

পাখির কথা শুনে মুচকি হেসে মিহিরবাবু বললেন, "বিক্রমগড় কিন্তু কলকাতার খুব কাছে নয়। কলকাতা থেকে আসানসোল, ধরো গিয়ে দু'শো মাইল। আসানসোল থেকে আবার দু' ঘণ্টা ড্রাইভ করলে তবেই বিক্রমগড়।"

"বিক্রমগড় নামটা কিন্তু বেশ রাজকীয়। পুরনো দুর্গটুর্গ আছে নাকি এখানে?"

"নো দুর্গটুর্গ।" মাথা নেড়ে বললেন ছোটকাকা। "প্রচুর গাছপালা, ছোটখাটো একটা ফিনফিনে নদী। কিছু ছড়ানোছিটনো পাথরের টিলা, সব মিলিয়ে বেশ একটা নিরীহ চেহারার জায়গার এরকম সুপারম্যান মার্কা, জবরদস্ত নাম কে যে দিল, সেটা সত্যিই ভাববার বিষয়।"

"দাদু তো বলেন নাম আর জায়গাটার চরিত্রের এই কনট্রাস্টটাই এত ইন্টারেস্টিং লেগেছিল যে, সেই জন্যই দাদু এখানেই বাড়ি করলেন।" ফুট কাটে জিনিয়া।

"আসলে কী জানো দিদিভাই, রিটায়ার করার পর শহরের ইট-কাঠের জঙ্গলে আর মন বসছিল না। আবার টিপিক্যাল এঁদো পচা পাড়াগাঁয়েও সেট্‌ল করতে মন চাইছিল না। সেসব দিক থেকে বিক্রমগড় ছিল আইডিয়াল। একেবারে স্যাঁতসেঁতে ম্যালেরিয়ার ডিপো নয়, বেশ শুকনো। আবার কলকাতা থেকে বেশি দূরেও নয়। তাই সব দিক ভেবেচিন্তে এখানেই...।" চোখ বন্ধ করেই মৃদু স্বরে কথাগুলো বললেন জিনিয়ার দাদু।

"আচ্ছা, ক'দ্দিন হল আপনারা এখানে...?"

"তা প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর তো হবেই। রিটায়ারমেন্টের পরপরই তো চলে আসি এখানে।"

গালগল্পের মধ্যেই কাকিমা এসে দাঁড়ালেন। মৃদু স্বরে শ্বশুরমশাইকে বললেন, "বাবা, এবার তো চানের জন্য উঠতে হয়।"

জিনিয়াও তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, "চল রে পাখি, আমরাও চানটান করে ফ্রেশ হয়ে তারপর আবার আসব দাদুর কাছে। সাতসকালে ট্রেন ধরতে গিয়ে এত টায়ার্ড লাগছে যে, কী বলব।"

হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন জিনিয়ার দাদু, "কোনও তাড়া নেই, ক'দিন যখন আছিস, তখন দেখব কত বকতে পারিস। বুড়ো বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিসনে দিদি। এখনও এই বুড়োর কাছে আচ্ছা-আচ্ছা জোয়ানও হার মেনে যাবে। যাকগে সেসব কথা। তুই বরং তোর বাবুই পাখিকে নিয়ে ঘরে গিয়ে চানটান করে রেস্ট নে খেয়েদেয়ে। একটা লম্বা ঘুম দিয়ে উঠে দেখবি কেমন ঝরঝরে লাগছে। হ্যাঁ ভাল কথা বউমা, ওদের দুপুরের খাবারটা আজ ঘরেই দিও।"

ঘোমটার মধ্যে থেকে বিনীত সুরে কাকিমা বললেন, "আচ্ছা বাবা তাই হবে।" তারপর জিনিয়ার দিকে ফিরে, "একতলায় দাদুর স্টাডির পাশের ঘরটা তোদের জন্য ঝেড়েমুছে রেডি করে রেখেছে তরু। তোয়ালেটোয়ালেও সব দেওয়া আছে। তুই পাখিকে নিয়ে এগো। পরে তরু তোদের সুটকেস, ব্যাগট্যাগ নিয়ে যাচ্ছে।"

জিনিয়ার সঙ্গে দাবার বোর্ডের মতো সাদা-কালো মার্বেল মোড়া মেঝে পেরিয়ে প্রকাণ্ড চওড়া সিঁড়ি বেয়ে দোতলা থেকে একতলায় নামতে-নামতে সবিস্ময়ে পাখি দেখল, খোলা সমুদ্রের মতো চওড়া বারান্দা, মাঠের মতো প্রকাণ্ড ঘর, আকাশছোঁয়া সিলিং, সব মিলিয়ে যেন রূপকথার বুক চিরে উঠে আসা এক রাজপ্রাসাদ। কলকাতার ঘুপচি ফ্ল্যাটে মানুষ হওয়া পাখির এই বিশাল ঘরদোর দেখে অকারণে বুকের মধ্যে কেমন যেন গুড়গুড় করে উঠল।

॥ ২ ॥

পা থেকে জুতোজোড়া কোনওমতে খুলে ঘরের কোণে ছুড়ে দিয়ে খাটের উপর ডাইভ মেরে শুয়ে পড়ে জিনিয়া বলল, "আঃ, কী আরাম।" তারপরেই পাখির দিকে তাকিয়ে অর্ডার দিল, "অ্যাই, এফ এমটা অন কর তো।"

সঙ্গে-সঙ্গে তেড়ে গেল পাখি, "কখনওই নয়। সারা রাস্তা ট্রেনে তোর রেডিও কানের পোকা বের করে দিয়েছে। খবরদার জিনি, কালকের আগে রেডিওতে হাত দিলে খুন করে ফেলব। নির্জনতা একটু এনজয় করতে শেখ তো! চারপাশে এত সুন্দর পাখির ডাক, কত রকমের ফুল, কোথায় এগুলো প্রাণভরে এনজয় করবি, তা না, খালি 'কহ না প্যায়ার হ্যায়' নয়তো 'ম্যায় হু না'।"

ঠোঁট উলটে তাচ্ছিল্যের শব্দ করে জিনিয়া বলল, "মোটে দু' দিনের জন্য এসেছিস তো, তাই পাখির ডাক, নীল আকাশ নিয়ে বিশাল রচনা লিখছিস। আর আমি ছেলেবেলা থেকে এসব দেখেশুনে বোর হয়ে গিয়েছি, বুঝলি!" পা নাচাতে-নাচাতে মন্তব্য করল জিনিয়া।

ইতিমধ্যে ঘরের দরজা খুলে খানিক আগে দেখা কালো লম্বা মেয়েটি পাখিদের সুটকেস, ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে ঘরে ঢুকে জিনিয়াকে খাটের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, "এ কী জিনিদিদি, তুমি ট্রেনের জামাকাপড়েই খাটে শুয়ে আছ জানলে কাকিমা কিন্তু কুরুক্ষেত্র করবেন, বলে দিলাম।"

"জানতে তো আর হাত গুনে পারবে না, যদি না তুমি বলে দাও। সত্যি, ছুটিতে বাড়ি এসেও শান্তি নেই। কেউ না-কেউ ঠিক পিছনে টিকটিক করবেনই। ধুস, হস্টেল থেকে এবার আর আসবই না বাড়িতে।" রেগেমেগে বলল জিনিয়া।

"এই দ্যাখো, শুধু-শুধু রাগ করে! আচ্ছা ঠিক আছে, বলব না কিছু কাকিমাকে। তবে কী, চানটান একেবারে করে নিয়ে শুলে দেখতে কেমন ঝরঝরে লাগছে।"

"তা তো বটেই। চান করার পর বলবে, একেবারে খেয়ে নিয়ে শুলে হত না!"

পাখিকে সাক্ষী মেনে তরুদি বলল, "পাখিদিদি, তুমি একটু বোঝাও না পাগলিটাকে। তোমরা চান করে নাও ততক্ষণ, আমি একটু শরবত করে আনি তোমাদের জন্য।"

তরুদি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে পাখির কৌতূহলী চোখের দিকে তাকিয়ে জিনিয়া বলল, "তরুদি প্রায় আট-দশ বছর ধরে

দাদুকে দেখাশোনা করছে। এখন বাড়ির লোকের মতোই হয়ে গিয়েছে। তবে তরুদি সবচেয়ে ভালবাসে আমার উপর গার্জেনি ফলাতে। অবশ্য আমি রেগে গেলে তরুদি সঙ্গে-সঙ্গে গলে জল। ভাবে বোধ হয়, হাজার হোক বাপ-মা মরা মেয়ে!"

শুয়ে-শুয়ে বিস্তর আগডুম-বাগডুম বকতে-বকতে বেলা প্রায় দেড়টা হল। ভাতের থালা হাতে কাকিমা ঘরে এসে জোর তাড়া লাগাতেই সুড়সুড় করে দুই বন্ধু ভাল মানুষের মতো চান করে এসে খেতে বসল। আর পেটে ভাত পড়ার দশ মিনিটের মধ্যে দু'জনেই নাক ডাকিয়ে ঘুম একেবারে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। তরুদি চা নিয়ে এসে ঠেলাঠেলি করতে তবে সেই ঘুম ভাঙল।

চা খেয়ে জিনিয়া বলল, "চল পাখি, আমাদের বাড়িটা তোকে ঘুরিয়ে দেখাই। কাল সকালে বরং চারপাশটা দেখাব। অবশ্য দেখার মতো আহামরি কিছু নেই। একটা ভাঙা শিবমন্দির, একটা তিরতিরে নদী, কিছু ন্যাড়া টিলা, প্রচুর খোলা মাঠঘাট, গুচ্ছের পাখি, বনবিড়াল, শিয়াল। সরি,সরি, তোদের মতো হাফ কবিদের কাছে তো এসবই নাকি অসাধারণ।"

খোঁচাটা পাখি গায়ে না মেখে মুচকি-মুচকি হাসল। পাখিদের ঘরের বাঁ দিকে একটাই ঘর। জিনিয়ার দাদু ব্রজেন দত্তর স্টাডিরুম। এখানে বসে লেখাপড়া, চিঠি লেখা, বইপড়া, ব্যবসার কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি, সবই করেন তিনি। পাখিদের ঘরের ডান দিকে বিশাল বড় দু'টো গেস্টরুম। ব্যবসাপাতির কাজে লোকজন বাইরে থেকে এলে এ দু'টো ঘরেই থাকেন তাঁরা। আপাতত দু'টো ঘরই তালাবন্ধ। গেস্টরুমের উলটো দিকে একটা ছোট ঘরের দিকে হাত দেখিয়ে জিনিয়া বলল, "নিবারণকাকার ঘর। সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্ট কোম্পানির যাবতীয় হিসেবপত্তর ঠিকঠাক রাখা ছাড়াও আরও হাজারটা কাজে নিবারণকাকার ডাক পড়ে। এ বাড়ির ম্যানেজারও বলতে পারিস।"

প্রতিটি ঘরের কোল দিয়ে বিশাল করিডর চলে গিয়েছে একেবারে একতলার সদর দরজার দিকে। সেদিকে যেতে-যেতে বাঁ দিকে একটা বিশাল ঘরের কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে জিনিয়া বলল পাখিকে, "দাদুর লাইব্রেরি।"

মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দ্যাখে পাখি। যেদিকে তাকাও শুধুই বই। মাটি থেকে সিলিং ছোঁয়া বইয়ের র‍্যাকে থরে-থরে সাজানো বই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক পা, এক পা করে এগিয়ে যায় পাখি। তারপর বুক র‍্যাক থেকে আলগোছে একটা বই টেনে পাতা উলটে দ্যাখে, জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা 'নীলদর্পণ', লেখক দীনবন্ধু মিত্র। বইটি যথাস্থানে রেখে দিয়ে পাখি বলল, "তোর দাদু বুঝি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন?"

"হ্যাঁ, ইংরেজি সাহিত্যের। পরে অবশ্য ল' পাশ করে ওকালতিতে যান। বিশাল প্র্যাকটিস, বিপুল অর্থ, সবই হয়। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের জজ হয়ে রিটায়ার করেন। দাদুর লাইব্রেরিতে সবই আছে। আইনের বইয়ের পাশাপাশি গাঁধী রচনাবলি, কালিপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারত' থেকে শুরু করে রমা রঁলার 'ভারতবর্ষ' সবই আছে। একবার রস পেয়ে গেলে এই লাইব্রেরি থেকে আর বেরোতেই চাইবি না তুই।"

লাইব্রেরি ঘর অতিক্রম করে করিডর ধরে এগোতেই ডান দিকে আর-একটা বিশাল ঘরে একটা বড় ডাইনিং টেবিল ঘিরে দশ-পনেরোটা চেয়ার। জিনিয়া বলল, "বুঝতেই পারছিস ডাইনিং হল। বড় গেটটুগেদারগুলো সাধারণত এখানেই হয়। অবশ্য দোতলাতেও একটা ছোট ডাইনিং স্পেস আছে রোজকার জন্য।"

খেলার মাঠের মতো বড় এক সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের দরজার কোলে গিয়ে শেষ হল করিডর। প্রকাণ্ড ঘরে ইতস্তত ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা তিন-চার প্রস্থ মোটা গদি আঁটা সোফাসেট। পিতলের টবে যত্রতত্র বাহারি পাম, ফার্ন আর সাইকাস। নিচু-নিচু কাচের টেবিলে ফুলে ভরা ফুলদানি। ক্রিস্টালের টুকিটাকি, জয়পুরি অ্যাসট্রে। জিনিয়া হেসে বলল, "বুঝতেই পারছিস, এটাই বাড়ির বৈঠকখানা বা ড্রয়িংরুম। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া বাকিদের দোতলায় না তুলে এখানেই বসানো হয়।"

ড্রয়িংরুমের প্রধান দরজা বলতে একটাই। সেটা খুললেই একতলার গোল বারান্দা। বারান্দার এক কোণে দোতলায় যাওয়ার সিঁড়ি। গোল বারান্দার কোল ঘেঁষে পাতা রয়েছে রঙিন বাহারি কার্পেট।

রঙিন ক্যানভাসের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কিছুটা যেন আনমনেই পাখি বলল, "আচ্ছা জিনিয়া, তোর দাদু তো সুপ্রিম কোর্টের জজ ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ ছিলেন। কিন্তু কেন বল তো?"

"না, মানে একজন অত বড় জজ রিটায়ার করে দিল্লি বা কলকাতায় সেট্‌ল না করে এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় এত বড় একটা প্রাসাদ বানালেন কেন?"

"গুড কোয়েশ্চেন। তবে কী জানিস, পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে একটা দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে রে।"

"সরি, সরি, আমি কিছু না ভেবেই...।" কাঁচুমাচু মুখে বলল পাখি।

"না, না, তোর কোনও দোষ নেই। তোর পক্ষে এটা জানাও তো সম্ভব নয়।" হাত তুলে বন্ধুকে আশ্বস্ত করে বলল জিনিয়া। আমি যখন চার বছর আর দাদা আট, তখন এক মোটর অ্যাক্সিডেন্টে আমার বাবা-মা দু' জনেই মারা যান। বড় ছেলে ও পুত্রবধূর এই মর্মান্তিক মৃত্যু বুঝতেই পারছিস, পুরো ঘটনাটা দাদুকে একেবারে শ্যাটার করে দেয়। তখন আমরা সকলে দিল্লিতে থাকতাম। ওই অ্যাক্সিডেন্টের পর থেকেই দাদুর শহুরে জীবনটার প্রতি কেমন ঘেন্না ধরে গেল। শুধু নাকি বলতেন, 'রিটায়ার করে এই সর্বনাশা শহরে একদিনও নয়। গ্রামে থেকে ম্যালেরিয়া, কলেরায় বিনা চিকিৎসায় যদি মারাও যাই ,তাতেও সান্ত্বনা থাকবে যে, গ্রামে ছিলাম তাই এমনটা ঘটল।' তারপর রিটায়ার করে সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ময়দানবের প্রাসাদ বানাতে লাগলেন। আত্মীয়স্বজন যে যেখানে ছিল, সব হায়-হায় করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই দাদুকে টলাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আমার কাকাদের গিয়ে ধরল, বলল, 'বাবার না হয় মতিভ্রম হয়েছে, কিন্তু তোমাদের তো সারাজীবন পড়ে আছে, তোমরা এই পাগলামিতে সায় দিও না।' কাকারা হ্যাঁ, না, কিছুই বললেন না। শুধু মেজোকাকা নিঃশব্দে আই এস-এর লোভনীয় চাকরিটা এক কথায় ছেড়ে দিয়ে দাদুর সঙ্গে বিক্রমগড়েই চলে এলেন। কাকিমা আর ছোটকাকাও আমাদের নিয়ে পিছন-পিছন এলেন।"

"আচ্ছা জিনি, মাকে খুব মিস করিস, না রে?" বন্ধুর পিঠে হাত রেখে গাঢ় গলায় বলল পাখি।

"সেসব কী আর কথায় বোঝানো যায় রে?" ফিকে হেসে বলল জিনিয়া, "তবে মিথ্যে বলব না, আমার কাকিমা এই ফাঁকটুকু

ভরাট করতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি। সেই কবে কোন ছেলেবেলায় অনাথ শিশু দু'টোকে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, আজও তাদের বুকে করেই রেখেছেন।"

এরপর দু' বন্ধু কিছুক্ষণ চুপচাপ ফুলবাগানের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াল। হঠাৎ দোতলার বারান্দা থেকে তরুদির গলা ভেসে এল, "জিনিদিদি, চা দিয়েছি। দাদু ডাকছেন তোমাদের।"দোতলায় ওঠার সিঁড়ি গিয়ে মিশেছে ঠিক একতলারই মতো প্রশস্ত করিডরের কোলে। করিডরের দু' ধারেই ঘর। বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে জিনিয়া বলল, "আয়, চায়ের আড্ডায় যাওয়ার আগে আমাদের অন্য ঘরগুলো দেখাই। প্রথম দু'টো ঘর হল গিয়ে মেজোকাকা-কাকিমা'র। তার উলটো দিকেরটা দাদার। আমার ঘরটা কাকিমাদের পাশেই। যখন একা আসি ওটাতেই থাকি। আমার ঘরের উলটো দিকের ছোট ঘরটায় থাকে তরুদি। আর করিডরের একদম শেষ প্রান্তে যে বড় ঘরটা, ওটায় থাকেন দাদু। আসলে দাদু একটু নিরিবিলি ভালবাসেন কিনা, তাই!"

"কিন্তু দাদুর যখন কোনও কিছু দরকার পড়ে তখন কী করেন?"

"কেন, বেল আছে। তরুদির, কাকিমার, আর রান্নাঘরে বেল ফিট করা আছে। দাদুর যখন যাকে দরকার সেই অনুযায়ী বেল টিপে দেন, ব্যস।"

করিডরের ডান দিকে পরপর দু'টো ঘর। একটা ছোটকাকার, আর অন্যটা অফিসঘর। এই ঘর দু'টোর পরেই দোতলার গোল বারান্দা।

"আচ্ছা জিনি, ছোটকাকার ঘরটা অফিসঘরের লাগোয়া কেন রে?"

"কেন আবার। ছোটকা বরাবরই একটু উড়ুউড়ু টাইপ। যখন খুশি বাড়িতে আসে, যখন খুশি বেরিয়ে যায়। দাদুর কাছাকাছি থাকলে তো জবাবদিহি করতে-করতে প্রাণ বেরোবে, তাই বাছাধন কাকিমাকে ম্যানেজ করে অফিসঘরের পাশে থানা গেড়েছে।" মুখ টিপে হেসে রহস্যটা ফাঁস করল জিনিয়া।

কথা বলতে-বলতে দুই বন্ধু দোতলার গোল বারান্দায় চায়ের আড্ডায় এসে হাজির হলে হি হি করে উঠলেন কাকিমা, "কী রে তোরা? কোথায় ছিলি এতক্ষণ? চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।" চায়ের সঙ্গে জলখাবারের প্লেটও দুই বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন কাকিমা। প্লেটভর্তি খাস্তা কচুরি, সরভাজা আর ভাপা সন্দেশ।

"দ্যাখো দিদি, এ তোমাদের শহরের চপ-কাটলেট, চিকেন চাউমিন নয়, মনে ধরবে তো?" মুচকি হেসে ব্রজেন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, ভাল কথা বউমা, যে ক'দিন ওরা এখানে থাকবে সে ক'দিন বেশি করে গাঁ-গঞ্জের খাবারদাবার খাইয়ে ওদের শহুরে জীবনটাকে পালটে দাও। নারকোল কোরা দিয়ে মুড়ি মাখা, সবরি কলা, দুধ দিয়ে খই, এসব চলবে তো বাবুই পাখি?"

"কেন চলবে না। এসব তো আমরা কলকাতায় বসেও মাঝেমধ্যে খাই। আসলে কী জানেন দাদু, কলকাতাও কিন্তু গাঁ-গঞ্জের যথেষ্ট কদর করে।" হাসতে-হাসতে ঢিলের বদলে পাটকেলটি ছোড়ে পাখি।

"বাঃ, বাঃ, কেয়াবাত, কেয়াবাত। এ যে এক চালেই কিস্তিমাত। নাও হে ব্রজেন, এবার তোমার ঘোড়া সামলাও।" দরাজ গলায় হেসে উঠে কে যেন বললেন কথাগুলো। হাসির শব্দ অনুসরণ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দ্যাখে পাখি, ব্রজেন দত্তর ইজিচেয়ার থেকে সামান্য দূরে গদি আঁটা চেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ কথাগুলো বলছেন। বয়স ব্রজেন দত্তর চেয়ে বেশ কিছুটা কমই হবে। কিন্তু এই বয়সেও শরীরের বাঁধুনি এখনও খোলা তরোয়ালের মতো শাণিত। চওড়া কাঁধ। বাঘের থাবার মতো হাতের পাঞ্জা। মেদের আভাস নেই সারা শরীরে। চোখের দৃষ্টি এই বয়সেও যথেষ্ট উজ্জ্বল এবং তীক্ষ্ণ।

অকৃত্রিম খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠে একগাল হেসে জিনিয়া বলল, "ও মা, মিলিটারি দাদু! কখন এলে তুমি? কী করে জানলে আমরা এসে গিয়েছি?"

"হাঃ হাঃ হাঃ। জিনিবেটি আসবে আর আমি জানতে পারব না তা আবার হয় নাকি! আসমানের চিড়িয়া তো সকালবেলাতেই খবরটা দিয়ে দিল আমায়।" দুষ্টু হাসি হেসে বিশাল গোঁফে তা দিতে-দিতে বললেন বৃদ্ধ।

"তাই না আরও কিছু।" ঠোঁট ওলটাল জিনিয়া, "নির্ঘাত দাদু ফোন করেছিল তোমায়।"

"কিন্তু জিনিবেটি, তোমার পাশে ওই ফুটফুটে আসমানের পরিটি কে? বুড়ো হয়েছি বলে কি আমার সঙ্গে আলাপটাও করাবে না তুমি?"

"তুমি বকবকটা না থামালে আলাপটা করাই কী করে?" হাসতে-হাসতে বলল জিনিয়া, "এ হচ্ছে পাখি, আমার বুজুম ফ্রেন্ড। আমারই ক্লাসমেট। ক'দিন একটু ছুটিছাটা আছে, পরীক্ষার ঝুটঝামেলাও আপাতত নেই, তাই ওকে বগলদাবা করে সটান বিক্রমগড় চলে এলাম।"

এর পর জিনিয়া পাখির দিকে তাকিয়ে বলল, "মিলিটারিদাদু মানে রণবীর সান্যাল আর আমার দাদু খুব বন্ধু। বিক্রমগড়ে সকলে ওঁদের 'মানিকজোড়' বলে ডাকে। জানিস তো মিলিটারির চাকরিতে রণবীরদাদু একেবারে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন। মিরাট, রাওয়ালপিন্ডি থেকে শুরু করে একেবারে লাদাখ, বমডিলা পাস, মণিপুরের জঙ্গল, কিছুই বাদ যায়নি। তারপর রিটায়ার করে শেষ পর্যন্ত এই বিক্রমগড়ে একেবারে আমার এই দাদুর পাশটিতে।"

"তা নয়তো কী? ইসিকো কহতা হ্যায় দোস্তি, সমঝা জিনিবেটি।" বলেই আবার সেই ঘর ফাটানো হাসি।

"সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু আমার এই দোস্তের জন্য তোমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে মিলিটারিদাদু।" আবদারের ঢেউ ওঠে জিনিয়ার গলায়।

"হা হা, কিঁউ নেই, কিঁউ নেই, জারা বাতাকে তো দেখ।"

পাখি বোঝে মিলিটারিতে থাকার জন্যই বোধ হয় ভদ্রলোকের রাষ্ট্রভাষার প্রতি দুর্বলতা আছে, "কাজটা হচ্ছে, বিক্রমগড়ে দেখার মতো দু'-একটা যা কিছু আছে, একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিতে হবে আমার বন্ধুকে, বুঝলে! কী? পারবে না এই ছোট্ট কাজটা করতে?"

এতক্ষণ ইজিচেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে সব শুনছিলেন জিনিয়ার দাদু, আর মিটিমিটি হাসছিলেন। এবার হঠাৎ চোখ খুলে কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বললেন, "বাড়িতে তো হাজারটা লোক। নিবারণ, সুধীর, তোর দাদা। ওদের কাউকে একটা ধর, সব

দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে। শুধু-শুধু রণবীরকে টানাহ্যাঁচড়া করিস না। তোদের সঙ্গে জুটে গেলে ও কিন্তু আমার দাবার আড্ডায় ফাঁকি দেবে। না দিদিভাই, আমার সবেধন নীলমণিটিকে তোমাদের জন্য হাতছাড়া করতে পারব না।"

ব্রজেন দত্তর বিব্রত অবস্থা দেখে পাখি বেশ মজা পেল। মুখে অবশ্য বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন দাদু, আমরা অন্য কাউকে ধরেটরে যা হোক একটা ব্যবস্থা করে নেব। আপনার প্রাণভোমরাকে ছিনতাই করব না।"

"দিস ইস ভেরি আনফেয়ার," মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করলেন রণবীর সান্যাল, "আমার দিল চাইছে এই সব জওয়ান ইনসানদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে নিজের জোওয়ানিটাকে আর-একবার জিন্দা করতে, আর তুমি কিনা সেটা বরবাদ করে দিচ্ছ? তা ছাড়া আমার মতো ভাল গাইড ওরা পাবে কোথায়? বিক্রমগড়ের প্রতিটি ইঞ্চি আমার নখদর্পণে। আমি না গেলে বেচারিদের লস হয়ে যাবে।"

"লস হয় হোক। তবু তুমি যাবে না।" নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন ব্রজেন দত্ত।

দুই বৃদ্ধের এই খুনসুটি বেশ উপভোগ করছিল পাখি। এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে তরুদি এসে বলল, "জিনিদিদি, সন্ধ্যারতি দেখার জন্য পাখিদিদিকে নিয়ে ঠাকুরঘরে আসতে বললেন কাকিমা।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, যাও-যাও। আমাদের কুলদেবতা মদনমোহনকে প্রণাম করে এসো। বড় শান্ত, সৌম্য মূর্তি মদনমোহনকে দেখলে একেবারে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।" কপালে হাত ঠেকিয়ে ভক্তিভরে বলে উঠলেন ব্রজেন দত্ত।

॥ ৩ ॥

সকাল সাতটা সাড়ে সাতটা বাজতে না-বাজতেই হইচই লাগিয়ে দিল জিনিয়া, "অ্যাই পাখি, ওঠ। আর কত নাক ডাকবি?"

ঘুমজড়ানো গলাতেই পাখি বলল, "নাক তো তোরও আছে। প্রাণভরে ডাক না।"

"না, না। সিরিয়াসলি বলছি, উঠে পড়। আমাদের বাড়ির নিয়ম হচ্ছে, সকাল ন'টায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে সকলকে একেবারে চানটান সেরে ফিটফাট হয়ে বসতে হবে।"

"বাড়ি কোথায় রে! এ তো রীতিমতো মিলিটারি ব্যারাক।" বেজার মুখে বিছানায় বসে-বসে পাখি বলল, "ধুস, এর চেয়ে তোর কলেজ হস্টেলে থাকলে তো অনেক বেশি রিলাক্স করা যেত।"

"শুধু-শুধু খেপছিস কেন?" সান্ত্বনা দিল জিনিয়া। "রোদ ওঠার আগে বেরোতে না পারলে দেখবি কী? এর চারদিক?"

"হুঁ, বিস্তর বেড়াবার জায়গা তো চারপাশে। এমন ভাব করছিস যেন লন্ডন বা ব্যাঙ্ককে এসেছি।" পালটা মুখঝামটা দিল পাখি।

যাই হোক, প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ন'টার মধ্যে চানটান করে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসতে হল পাখিকে। কিছুটা অবাক হয়েই দেখল পাখি, খই, দুধ, কলা নয়, বরং প্লেটে চিরপরিচিত ডব্‌ল ডিমের অমলেট, পুরু মাখনের উপর চিজ় দিয়ে গরমাগরম টোস্ট, গেলাস ভর্তি অরেঞ্জ জুস আর দু'টো করে পাকা কলা। ব্রজদাদুর কপালে অবশ্য কাপ ভর্তি দুধ, দু'টো বিস্কুট আর দু'টো বড় সন্দেশ।

বিশাল গোল টেবিলের মাথায় ব্রজেন দত্ত। তাঁর দু' পাশে মেজোকাকা আর ছোটকাকা। এ ছাড়াও আছেন রণবীর সান্যাল, কাকিমা আর তরুদি। তবে কাকিমা আর তরুদি তদারকিতেই বেশি ব্যস্ত। চিরপরিচিত প্রিয় শহুরে সুখাদ্যগুলোকে দেখে মনে-মনে বেশ খুশিই হল পাখি। তার মনের কথা যেন পড়তে পারলেন কাকিমা। দুষ্টু হেসে বললেন, "প্রথম দিন বলে কনসিডার করা হয়েছে। কাল থেকে কিন্তু দুধ-মুড়ি-কলা।" বাধ্য মেয়ের মতো মাথা নেড়ে টোস্টে কামড় বসাল পাখি।

দুধে চুমুক দিতে-দিতে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বললেন ব্রজেন দত্ত, "কী ব্যাপার বউমা, সুকল্যাণকে দেখছি না কেন? তার কি শরীর ভাল নেই?"

কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে মুহূর্তের জন্য কেঁপে গেল কাকিমার হাত। সামলে নিয়ে মৃদু স্বরে বললেন, "না, শরীর তো ঠিকই আছে তার। তবে...!"

"তবে কী? ও বুঝেছি, মন খারাপ? গোঁসা হয়েছে বাবুর?"

"না না, তা ঠিক নয়। মানে...," পরিস্থিতি সামলাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন কাকিমা।

"শোনো বউমা, যত দিন আমি বেঁচে আছি, ততদিন এ বাড়িতে আমার নিয়মই চলবে, এ কথা তাকে বলে দিও। এ বাড়িতে যত দিন সুকল্যাণ থাকবে, তত দিন এ বাড়ির নিয়মকানুন আর সকলের মতো তাকেও মেনে চলতে হবে। আমারই খাবে, আমারই পরবে, অথচ আমারই মাথায় চড়ে নাচবে, সে আমি কিছুতেই সহ্য করব না, এ কথা তাকে বলে দিও।" উত্তেজনায় রীতিমতো হাঁপাতে থাকলেন. ব্রজেন দত্ত।

কোথায় যেন একটা তাল কেটে যায়। উপস্থিত সকলে যে-যার প্লেটের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়লেন। শুধু রণবীর সান্যাল জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, "খাওয়া হলে দু'জনে মিলে লিচুতলার শিব মন্দিরটা দেখে আয়গে না। পাল-সেন আমলের মন্দির, কত স্কাল্পচার, পাখির খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে।"

পাখি বোঝে, তার সামনে জিনিয়ার অস্বস্তি কমাতেই রণবীর সান্যাল হঠাৎ করে এ কথাটা পাড়লেন।

রোদের হাত থেকে বাঁচতে মাথায় ছাতা আর পোকামাকড়, সাপখোপের কামড় থেকে বাঁচতে পায়ে স্নিকার গলিয়ে দু' বন্ধু দশটা নাগাদ রওনা হল। আগাছা, ঝোপঝাড় ভরা খোলা জমির বুক চিরে এগোতে-এগোতে হঠাৎই পাখি বলল, "সুকল্যাণ কে রে? দাদু এত খাপ্পাই বা কেন তার উপর?"

এতক্ষণ বেশ ফুরফুরে মেজাজে ছিল জিনিয়া। আবোল তাবোল বকছিল, অকারণে হাসছিল। পাখির প্রশ্নটা শুনে জিনিয়ার মুখটা আঁধার হল। সামান্য চুপ করে থেকে তারপর বাধো-বাধো গলায় বলল, "সুকল্যাণ আমার দাদা, আমার চেয়ে চার বছরের বড়। আমাদের দু'জনকে ছেলেবেলা থেকে দাদুই বড় করেছেন।"

"তা হলে এখন এত খাপ্পা কেন দাদু?"

"সে অনেক কথা।" সঙ্কুচিত ভাবে জিনিয়া বলল, "চার বছর আগে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর কাঁড়ি টাকা খরচ করে দাদাকে বেঙ্গালুরুতে মেডিক্যাল পড়তে পাঠিয়ে ছিলেন দাদু। বছরে লাখ দু'য়েক করে টাকা লাগে, মানে বুঝতেই পারছিস টোটাল অ্যামাউন্টটা। তাও দাদু কোনও কার্পণ্য করেননি। বলেছিলেন, পড়াশোনা শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে গেলে যত টাকাই লাগুক, যেমন করেই হোক, আমি দেব।"

"তা হলে গোলমালটা কোথায়?"

"আরে সেকেন্ড ইয়ার অবধি সব তো ঠিকঠাকই ছিল। থার্ড ইয়ারে উঠে দাদা প্রেমে পড়ল, ওরই ক্লাসমেট, আমাদের এক বর্ণের নয় এরকম এক মেয়ের সঙ্গে। ব্যস, দাদু জানতে পেরে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দিলেন। বাড়িতে কুলদেবতা মদনমোহন থাকতে অন্য বর্ণের মেয়ের সঙ্গে ভাব-ভালবাসা কিছুতেই সহ্য করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, বেঙ্গালুরু থেকে দাদাকে ঝুঁটি ধরে নিয়ে এসে আসানসোলের এক অনামি কলেজে ভর্তি করে দিলেন। বললেন, 'কপালে থাকলে পড়াশোনা এখান থেকেই হবে।' "

"আর তোর দাদা? দাদা কি দাদুর এসব ডিসিশন এত সহজে মেনে নিল?"

"পাগল, কেউ কি মেনে নেয়? দাদাও মানেনি। বেঙ্গালুরু থেকে আসার পর দাদা কেবল নিজের ঘরেই সারাক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকে। কখনও খেতে আসে, কখনও আসে না। কখনও কথা বলে, কখনও বলে না।"

"তোর কাকারা কেন দাদুকে বোঝাচ্ছেন না? হাজার হোক, তোর দাদার কেরিয়ারের কথাটা তো ভাবতে হবে।" রীতিমতো অবাক হয়ে বলল পাখি।

"কেরিয়ার হোক আর যাই হোক, দাদুর মুখের উপর কথা বলার সাহস এ বাড়িতে কারওর নেই।"

"তোর তো দাদা! তুই কিছু বলবি না?" উত্তেজিত হয়ে প্রশ্নটা করল পাখি।

"আমার কথা শুনবেন দাদু? তবেই হয়েছে।" হাত উলটে বলল জিনিয়া, "একমাত্র মিলিটারিদাদুর কথাই যা একটু শোনেন আমার দাদু। মেজোকাকা তো রণবীরদাদুকে দিয়ে সে চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু বরফ গলেনি।"

কথা বলতে-বলতে এক সময় লিচুতলার শিব মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াল দুই বন্ধু। সত্যিই অনেক পুরনো, সময়ের স্রোতে ক্ষতবিক্ষত এক মন্দির। মন্দিরের পাতলা ইটের ফাঁকফোকর দিয়ে তরুণ অশ্বত্থ আর বটেরা কচি সবুজ মুখ বাড়িয়েছে এখানে-ওখানে। সামান্য ক'টা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে একটা ছোট জায়গা। সেটা পেরিয়েই অন্ধকার গর্ভগৃহে সিঁদুর, ফুল ও বেল পাতায় ঢাকা শ্বেতপাথরের ছোট শিবমূর্তি। ভক্তিভরে কপালে দু' হাত জড়ো করে প্রণাম করল জিনিয়া। দেখাদেখি পাখিও।

"এখনও রীতিমতো পুজোআচ্চা হয় বলে মনে হচ্ছে।" খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে পাখি বলল।

"পুজো হবে না তো কী, প্রচণ্ড জাগ্রত দেবতা, তা জানিস?" ঝাঁঝিয়ে উঠল জিনিয়া, "ভক্তিভরে একমনে প্রার্থনা করে যা চাইবি তাই পাবি। আশপাশের দশটা গ্রামে সকলেই জানে। সকলে আসেও তাই মানত করতে। শিবরাত্তিরের সময় বিশাল মেলা বসে পুরো তল্লাট জুড়ে। কত ভক্ত আসে দূরদূরান্ত থেকে।"

"তা হলে তুই কী চাইলি এতক্ষণ ঘটা করে চোখ বুজে থেকে?" কৌতূহলে চকচক করে পাখির দু' চোখ।

"তেমন কিছু নয়। ঠাকুরকে বললাম, দাদা যাতে আবার ঠিকঠাক পড়াশোনা করতে পারে। দেখবি ঠাকুরই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"তার চেয়ে ঠাকুরকে বল না, ডাক্তারি ডিগ্রির কাগজটা একেবারে দাদার হাতে গুঁজে দিতে।"

"দ্যাখ পাখি, সব কিছু নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ভাল লাগে না।" ঝট করে চটে গেল জিনিয়া, "ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে তুইও পাবি। প্র্যাকটিক্যাল ভাল হয়নি বলছিলি তো, ঠাকুরের সামনে মানত করে দ্যাখ, দিব্যি গলে যাবি।"

"ঠিক আছে, করব না হয়। এখন তো আছি ক'দিন," গা-জ্বালানো হাসি হেসে পাখি বলল।

মন্দিরপর্ব সেরে এদিক-ওদিক আরও একটু চক্কর দিয়ে বাড়ি আসতে-আসতে দুপুর দেড়টা হল। বাড়ি ঢুকতেই কাকিমার সঙ্গে দেখা। জিনিয়াদের দেখা মাত্রই কাকিমা বললেন, "হাত-পা ধুয়ে সোজা খেতে এসো। কখন থেকে তোমাদের ভাত আগলে বসে আছি।"

॥ ৪ ॥

খাবার টেবিলে এলাহি আয়োজন। লতিশুক্তো, ভাজা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চিংড়িমাছের মালাইকারি, আর সব শেষে দই।

কাঁদো-কাঁদো মুখে পাখি বলল, "এত কী করে খাব কাকিমা?"

"তোমরা শহুরে লোকজন খাবার দেখলেই এই এক বাহানা করো। কোথায় হি হি করে খাবেদাবে, ঘুরবে-ফিরবে, তা নয়, উপোস করে রোগা পাখিটি হয়ে থাকাতেই বেশি আনন্দ।"

কাকিমার অনুরোধ উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতো করে গলা পর্যন্ত ভালমন্দ খেয়ে পাখির একেবারে যাই-যাই অবস্থা। অথচ জিনিয়া ভালমন্দ সাঁটিয়ে দিব্যি বিছানায় চিত হয়ে নাক ডাকাচ্ছে। জিনিয়ার মতো খেলে শরীর আরও বেজুত হতে পারে এই ভয়ে পাখি বেডরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। এদিক-ওদিক ঘুরতে-ঘুরতে কখন যেন পায়ে-পায়ে লাইব্রেরি ঘরে ঢুকে পড়ল। সিনেমা হলের মতো সুবিশাল ঘরে সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যেদিকেই তাকাও, শুধুই বই। কত বছরের অক্লান্ত চেষ্টায় ও উৎসাহে এরকম একটা সংগ্রহ গড়ে উঠতে পারে ভেবে সত্যিই আশ্চর্য লাগল পাখির। জিনিয়া বলছিল, গোটা কালেকশানের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ বই আইনের। আর বাকিটা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের পাঁচমিশেলি কালেকশান। বইয়ের র‍্যাকগুলোর মধ্যে অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত পাখি বাঁ দিকের র‍্যাক থেকে মরক্কো চামড়ায় বাঁধানো একটা বই টেনে পাতা ওলটাতেই দ্যাখে, জ্বলজ্বল করছে লেখা সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'। নিমেষে পাখির মনটা ফুরফুরে হয়ে যায়। সেই কত দিন আগে স্কুলে সেভেন-এইটে পড়ার সময় বইটা শেষ হাতে নিয়েছিল পাখি। স্থান, কাল, পাত্র সব ভুলে আনন্দে ডগমগ হয়ে প্রিয় বইটিকে গালে ঠেকিয়ে আলতো আদর করল পাখি। তারপর লাইব্রেরি হলের পিছন দিকে একটা নির্জন কোণ বেছে নিয়ে মাটিতেই বসে পড়ল পাখি। তারপর ধীরে-ধীরে বইটার পাতাগুলোর মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকল।

পড়তে-পড়তে চোখ দু'টো কখন লেগে এসেছিল পাখি নিজেও জানে না। ভাঙাচোরা শিব মন্দির, চিংড়ির মালাইকারি, কুমড়োপটাশ, পাগলাজগাই সব মিলেমিশে একটা বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল পাখি। হঠাৎ ঘুমের চটকাটা ভেঙে গেল একটা চড়া সুরের তর্কাতর্কির আওয়াজে।

চোখ বুজে-বুজেই পাখি শুনল মিহিরকাকার উত্তেজিত গলা, "আপনি কী বলতে চাইছেন বাবা? টাকাটা আমি বা সুধীর যে-কোনও একজন নিয়েছি?"

"দ্যাখো মিহির, ডোন্ট ট্রাই টু বি স্মার্ট। আমি একবারও বলিনি টাকাটা কে নিয়েছে! কিন্তু আমার নামে আশি হাজার টাকার চেক কেউ একজন আমারই সই জাল করে ভাঙিয়ে নিয়েছে এ কথাটা কি অস্বীকার করতে পার?"

"হ্যাঁ, মানে ব্যাঙ্ক তো তাই বলছে," আমতা-আমতা করলেন মিহির।

"ওয়েল, ইফ দ্যাট ইজ ট্রু, তা হলে এটাও অস্বীকার করা যায় না যে, যেহেতু আমার চেক জমা, এন্‌ক্যাশ করা ইত্যাদি কাজগুলো তুমি, সুধীর বা নিবারণ করে থাকো, তাই তোমাদের তিনজনের উপর আমার সন্দেহ হওয়াটা খুব অসঙ্গত নয়। তোমরা তিনজনে একসঙ্গে অথবা তিনজনের যে-কোনও একজন মাথা খাটিয়ে এই অপকম্মোটি করে এখন সাধু সাজার চেষ্টা করছ আমার চোখকে ধুলো দেওয়ার জন্য। আমাকে বোকা ভেবে থাকলে ভুল ভেবেছ।" জ্বলন্ত লাভা ওগরাতে থাকলেন ব্রজেন দত্ত।

"এসব অন্যায় অপবাদ দেওয়ার আগে একটু কষ্ট করে ভেবে দেখবেন বাবা, বিক্রমগড়ে আপনার সঙ্গে থাকব বলে আই এস-এর যে লোভনীয় চাকরিটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এসেছিলাম, সেটা থাকলে আজ লাখ টাকার চেয়ে বেশিই রোজগার করতাম, আর গোদের উপর বিষফোড়ার মতো 'চোর' অপবাদটাও পেতাম না।" অভিমানে গলা বুজে এল মিহিরকাকার।

মেজোকাকাকে থামিয়ে দিয়ে একটা গা-জ্বালানো ঔদ্ধত্য আর ডোন্টকেয়ার ভাবে ছোটকাকা বললেন, "দ্যাখো বাবা, আমি শুধু একটা কথাই সাফ জানিয়ে দিতে চাই, তোমার সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টের ব্যাপারে আমাকে কোনও দিনই নাক গলাতে দাওনি। কারণ, ওটা নাকি তোমার আর মেজদার ব্যাপার। ছোট ছেলের হাতের চুষিকাঠির মতো আমার নামে যে 'দত্ত পোলট্রি' খুলে রেখেছ, তাতে তো পাঁচ হাজারই হাতে পাওয়া যায় না, তো লাখ টাকা! উলটে পিছনে যেভাবে মিলিটারি বুড়োটাকে ফিট করে রেখেছ, তাতে তো আমার কোনও সিনই নেই।"

"শাটআপ। চড় মেরে তোমার বিষদাঁত ভেঙে দেব আমি। বাবা-কাকার প্রাপ্য সম্মানটুকু দিয়ে ভদ্রভাবে কথা পর্যন্ত বলতে শেখোনি হতভাগা।" উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকলেন ব্রজেন দত্ত, "তোমার নিজের মুরোদ তো আমার জানা আছে। তিনবারের চেষ্টায় সামান্য গ্র্যাজুয়েশনটাও করতে পারনি। আজ ট্রান্সপোর্ট, কাল পাবলিশিং হাউজ়, পরশু বিউটি পার্লার, এভাবে আমার রক্ত জল করা পয়সা নষ্ট করে আবার লম্বা-লম্বা কথা!"

"আঃ বাবা, ছাড়ুন না এসব পুরনো কাসুন্দি।" মিহিরবাবু ব্রজেন দত্তকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন।

"তুমি থামো মিহির, আমাকে বলতে দাও।" ব্রজেন দত্ত শান্ত হওয়ার কোনও লক্ষ্মণ দেখালেন না, "আজ রণবীর না থাকলে, ও দাঁড়াত কোথায়? এই বৃদ্ধ বয়সে রণবীর শুধু আমার অনুরোধে বিনা পয়সায় পোলট্রির ব্যবসাটা জান দিয়ে দেখাশোনা করে বলেই হতভাগাটা এখনও পর্যন্ত খেতে-পরতে পারছে। আর সে-ই কিনা বলছে, তুমি লোক লাগিয়েছ আমার পিছনে। ওরে তোর কপাল ভাল যে, এসব কথা শোনার পরও তোকে এই মুহূর্তে এ বাড়ি থেকে বের করে দিইনি।"

"বের করে দিলে আমি বেঁচে যাই।" উত্তর দিলেন ছোটকাকা, "দিনমজুর খেটে খাব তাও ঠিক আছে, তবু এ বাড়ির ছায়া মাড়াব না। তবে আমিও বলে দিচ্ছি, টাকা কী করে করতে হয় আমি দেখিয়ে দেব।"

"চুপ করুন ছোটবাবু, চুপ করুন। অশান্তি আর বাড়াবেন না।" ফ্যাঁসফেসে গলায় কে যেন বলল।

"ওকে বলতে দাও নিবারণ। শত গর্জালেও শিয়াল কখনও বাঘ হয় না।" বললেন ব্রজেন দত্ত। "তুমি বরং এক কাজ করো নিবারণ। হিসাবের খাতাপত্তরগুলো সব হাতের কাছে রেডি করে রাখো। কাল থেকেই আমি সব চেক করতে বসব। হ্যাঁ, ভাল কথা নিবারণ, তোমার হাত দিয়েও যেসব চেক এন্‌ক্যাশ হয়েছে সেগুলোর ডিটেল্‌স চাই আমি। অত টাকা স্রেফ পাখা মেলে উড়ে গেল কী করে না জানা অবধি আমি কাউকে রেহাই দেব না, সে আমার যতই কাছের লোক হোক।" বলতে-বলতে ঘর থেকে

AGNIMITRA PAUL

HABIBS

monapali

SWEETY ARORA

WHEELS CAR DECOR

C3

HOTEL LINDSAY

Suttons Seeds

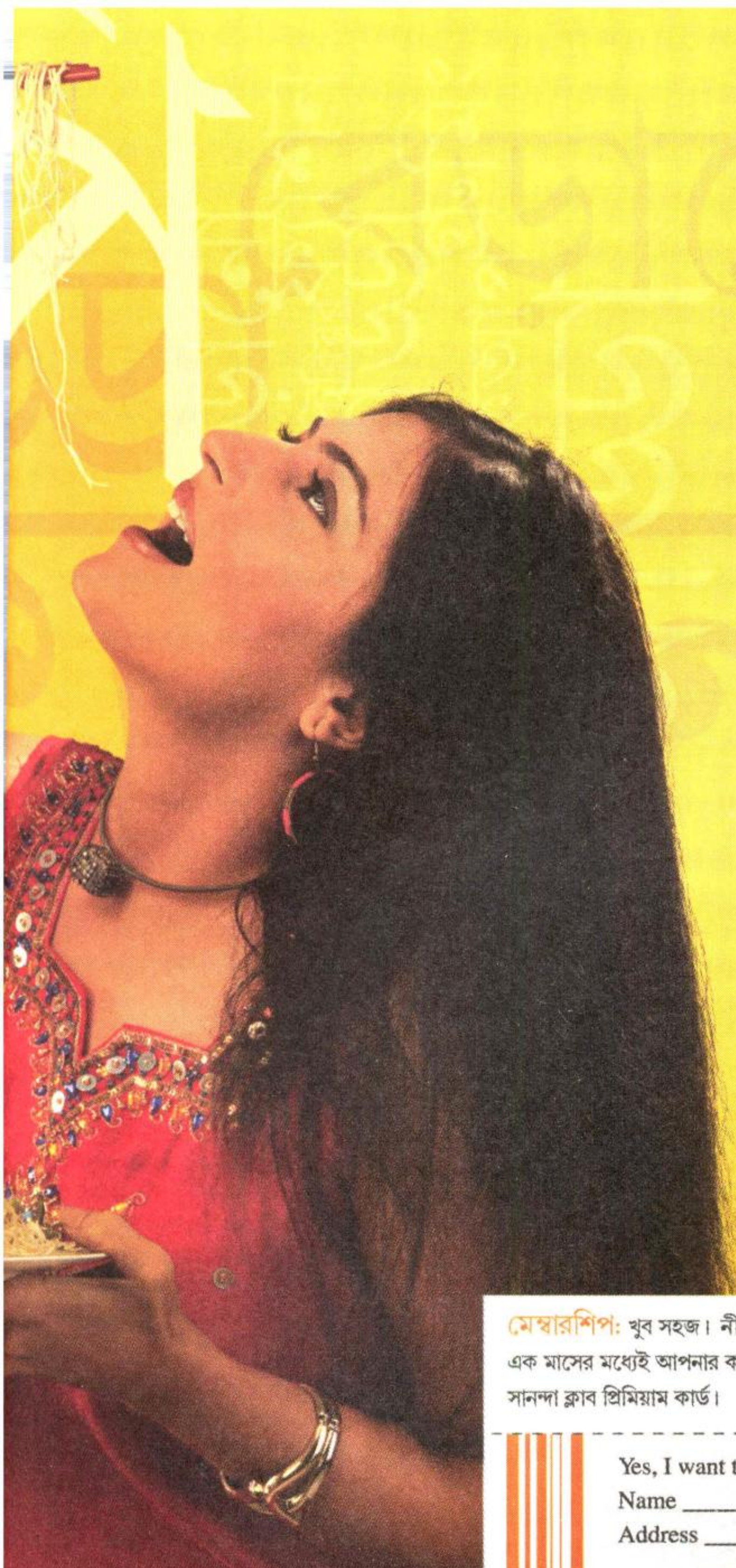

আজ কাল পরশু...

দেশ-বিদেশের রেসিপি, ফুড ফেস্টিভাল, নতুন মকটেল...শুধু সানন্দার পাতায় নয়। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং পছন্দের সেলিব্রিটিদের সঙ্গে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ইন্টার‍্যাকশন এখন সারা শহরজুড়ে।

এছাড়া কার্নিভ্যাল, ফ্যাশন শো-এর মত আকর্ষক ইভেন্টগুলোতে ইনভিটেশন আর নামীদামি আউটলেটে প্রচুর ডিসকাউন্ট। হাজারো ব্যস্ততার ফাঁকে রঙিন স্বপ্নপূরণের একমাত্র প্ল্যাটফর্ম...সানন্দা ক্লাব।

sananda সানন্দা club

Medinova

LEATHER WORLD
LADIES BAGS • WALLETS • BELTS • PORTFOLIOS

BL BEAUTIFUL LIVING

MOULIN ROUGE

Waldorf Restaurant

মেম্বারশিপ: খুব সহজ। নীচের ফর্মটা ভর্তি করে পাঠিয়ে দিন অথবা ফোন করুন 98310 42298-এ। এক মাসের মধ্যেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে বিভিন্ন আউটলেটে ডিসকাউন্ট-এর জন্য সানন্দা ক্লাব প্রিমিয়াম কার্ড।

Yes, I want to be a member of Sananda Club.

Name ______________________ Age ________

Address ______________________

____

____

Phone ______________________

Married/Unmarried ______________________

Profession ______________________

sananda সানন্দা club

Fill in the form and send it along with a DD or A/C payee cheque of Rs 400/- in favour of ABP Private Limited to:

বেরিয়ে গেলেন ব্রজেন দত্ত। পিছন-পিছন মিলিয়ে যাওয়া আরও দু'-তিন জোড়া জুতোর শব্দ শুনে বোঝা গেল পুরো দলটাই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লাইব্রেরি ঘরটা আবার আগের নীরবতা ফিরে পেল। পা টিপে-টিপে পাখি নিজের জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে হাতের বইটা কোনও মতে ঠিক জায়গায় রেখে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক দৌড়ে সোজা নিজের ঘরে।

॥ ৫ ॥

তিরতিরে নদীটাকে দেখেই ভাল লেগে গেল পাখির। হয়তো এক সময় ভরা নদী ছিল। কিন্তু এখন তার ছায়াটুকুও খুঁজতে যাওয়া বৃথা। মাঝারি নদীখাতের অধিকাংশটাই বালিতে ঢাকা। তারই ফাঁকফোকর দিয়ে বয়ে চলেছে সরু এক জলের ধারা।

পাখির মুখচোখ দেখে আহত জিনিয়া বলল, "শুধু-শুধু হেলাফেলা করিস না। বর্ষাকালে এই নদীই যখন ভয়ংকর হয়ে সব ভাসিয়ে দেবে, তখন দেখলে তোর চোখ কপালে উঠবে।"

জিনিয়ার ছেলেমানুষি রাগ দেখে হেসে উঠে পাখি বলল, "না রে, তোদের কাজলি নদীর উপর আমার পুরোদস্তুর ভক্তিশ্রদ্ধা আছে। তবে কিনা নামটা 'কাজলি'র বদলে 'ফল্গু' হলে পুরোপুরি খোলতাই হত।"

কাজলি নদী দেখে দুপুর একটা দেড়টার মধ্যে বাড়ি ফিরতে পারবে না বুঝেই কাকিমা দু' বন্ধুর লাঞ্চ আজ প্যাক করে দিয়েছেন। চিকেন মেয়নিজ স্যান্ডুইচ, ফিশফ্রাই, প্লাম কেক আর কাজু বরফি, সব মিলিয়ে বেশ পেটভরা।

ফ্রিশফ্রাইতে একটা কামড় বসিয়ে পাখি বলল, "আচ্ছা জিনি, তোদের এই সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্ট ব্যাপারটা ঠিক কী? একটু খোলসা করে বল তো।"

"কী আর বলব! বিক্রমগড়ে সেট্‌ল করার পর দাদু আর মেজোকাকা মিলে শুরু করেছিলেন ফ্লাওয়ার এক্সপোর্টের ব্যবসা 'সানফ্লাওয়ার এক্সপোর্টস'। ধীরে-ধীরে নাম হল। মার্কেট বাড়ল। এখন তো এত ভাল মার্কেট যে, আরও বিশাল জমি নিয়ে আরও বড় স্কেলে ফুল চাষ হচ্ছে। তবে মুশকিল হল লোকবল। বয়সের জন্য দাদু আর তেমন ছুটোছুটি করতে পারেন না। যা কিছু দৌড়োদৌড়ি সব ওই মেজোকাকা আর নিবারণকাকাকেই করতে হয়।"

"কেন, তোর ছোটকাকা? উনি তো যথেষ্ট শক্তসমর্থ মানুষ।"

অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে চুপ করে থেকে জিনিয়া বলল, "ছোটকার কথা ছাড়। ওর উপর ডিপেন্ড করা যায় নাকি?"

"ডিপেন্ড না করার কী আছে? এটা আবার তোদের বাড়াবাড়ি।"

"ডিপেন্ড না করার কারণ তো ছোটকা নিজেই।" কিছুটা ইতস্তত করে বলল জিনিয়া, "আসলে ছোটকার একটাই দোষ, টাকা নষ্ট করা। রেস খেলে নয়তো আজেবাজে ব্যবসার পিছনে সমস্ত টাকাকড়ি উড়িয়ে দেয়। ওর এই স্বভাবের জন্য দাদু ওকে দু' চক্ষে দেখতে পারেন না।"

"তা হলে ছোটকাকার চলে কী করে?"

"চলে মানে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে। কিছু টাকাপয়সা দিয়ে দাদু ছোটকার নামে একটা পোলট্রি ফার্ম করে দিয়েছেন, এই পর্যন্ত। তবে চাবিকাঠি, সবই দাদু আর রণবীরদাদুর হাতে। ছোটকা মাস গেলে তিন-চার হাজার টাকা হাতে পায়, এই যা।"

"এই অবস্থায় তোর দাদা তো একটুআধটু দেখলে পারেন ব্যবসাটা। শুধু-শুধু নিজের ঘরে গুম হয়ে বসে থেকে আর কী-ই বা হবে!"

"না রে পাখি, ব্যাপারটা অত সোজা নয়।" গম্ভীর মুখে বলল জিনিয়া, "বেঙ্গালুরুর ওই ঘটনাটার পর থেকে দাদার কেমন যেন একটা নার্ভাস ব্রেকডাউন মতো হয়েছে। অ্যাকিউট ডিপ্রেশনও দেখা দেয়। ওষুধপত্র খেয়ে এখন একটু ভাল। বুঝতেই পারছিস, এই অবস্থায় দাদার দ্বারা...।"

কিছুক্ষণ এক অস্বস্তিকর নীরবতায় কাটল। বালির বুকে কাঠি দিয়ে এক মনে আঁকিবুকি কাটতে থাকল পাখি। তারপর হঠাৎই মুখ তুলে জিনিয়াকে বলল, "হ্যাঁ রে জিনি, তোদের বাড়িতে টাকাপয়সা সংক্রান্ত কোনও গোলমাল চলছে?"

নদীর কোলে একটা বড় চ্যাপটা পাথরে চিতপাত হয়ে শুয়ে উপরে, অনেক উপরে আকাশে প্রায় বিন্দুর মতো ঘুরতে থাকা চিলটাকে একদৃষ্টে লক্ষ করছিল জিনিয়া। পাখির কথাটা কানে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল। তারপর কপালে ঢেউ তুলে সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করল, "তুই কী করে জানলি?"

অপরাধী মুখে সাফাই গাইল পাখি, "ঠিক ইচ্ছে করে জানিনি। লাইব্রেরিতে বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর ওখানেই তোর দাদু আর কাকাদের তর্কাতর্কিতে জেগে গিয়ে সবটা শুনলাম।"

খানিক গুম মেরে থেকে শেষে জিনিয়াই বলল, "নেহাত কম টাকা যায়নি। আশি হাজার, মানে প্রায় লাখখানেক। সানফ্লাওয়ারের এক ক্লায়েন্ট দাদুর নামে পাঠিয়েছিল।"

"চেকটা রিসিভ করেছিল কে?"

"কেন নিবারণকাকা। দাদুকে চেকটা দেখিয়ে তারপর বাকি সব কাগজপত্রের সঙ্গে আলমারিতে রেখে দিয়েছিল।"

"তা হলে সেটা গেল কোথায়? চেকটার তো আর হাত-পা গজায়নি!"

"সেটাই তো রহস্য। চেক রিসিভ করার ক'দিন পর চেক জমা করতে গিয়ে দেখা গেল সেটা উধাও। লোকাল ব্যাঙ্ককে জানাতে গিয়ে শোনা গেল ইতিমধ্যে দাদুর সই জাল করে টাকাটা তুলেও নেওয়া হয়েছে।"

"সে কী রে! এ তো রীতিমতো দিনে ডাকাতি," চোখ বড়-বড় করে বলল পাখি।

"তবে আর বলছি কী! দাদু তো একেবারে ফায়ার হয়ে একবার মেজোকাকাকে, একবার ছোটকাকে শাসাচ্ছেন। কখনও বা নিবারণকাকাকে পুলিশে দেবেন বলে তড়পাচ্ছেন।"

"তোর নিজের কী মনে হয় জিনিয়া? এই তিনজনের কেউ কি এই কাজ...।"

"জানি না, কিচ্ছু জানি না আমি," দ্বিধাগ্রস্ত দেখায় জিনিয়াকে। "এঁরা তিনজনই আমার খুব কাছের, বাড়িতে এসব নিয়ে এত অশান্তি সারাক্ষণ যে, আমার আর বাড়িতে থাকতেই ইচ্ছে করে না আজকাল। এদিকে দাদার ওই অবস্থা। ওদিকে টাকা চুরির কাণ্ড, সব মিলিয়ে এত ডিসগাস্টিং লাগছে আমার," বলতে-

বলতে দু' চোখ ছলছল করে উঠল জিনিয়ার।

বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে সহানুভূতির গলায় বলল পাখি, "শুধু-শুধু মন খারাপ করিস না জিনিয়া। ধৈর্য ধর, দেখবি সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। এখন চল, চারপাশটা আর-একটু এক্সপ্লোর করে দেখি।"

এক্সপ্লোরেশন সেরে বেলা প্রায় তিনটে নাগাদ আধমরা হয়ে ধুঁকতে-ধুঁকতে দু' বন্ধু বাড়ি ফিরল। মুখচোখে কোনও মতে একটু জল দিয়ে সেই যে বিছানায় পড়ল দু' বন্ধু, তারপর চোখ মেলল একেবারে সেই রাত দশটায়। অবস্থা দেখে দু' বন্ধুর রাতের খাবার ঘরেই দিয়ে গেল তরুদি। কোনও মতে একটা রুটি দিয়ে একটু ডিমের ডালনা পেটে চালান করে আবার বিছানায় ডাইভ মারল দু'জন।

সকালবেলা চা দিতে এসে তরুদি বলল, "আজ আর কোথাও বেরিয়ে যেও না যেন! দাদুর অর্ডার। দাদু বলেছেন, রোদে-রোদে বাঁদরের মতো টইটই না করে আজকের দিনটা রেস্ট নিতে।"

চায়ের কাপটা ঠিক করে টেবিলে নামিয়ে বেজার মুখে জিনিয়া বলল, "নাও, হাইকমান্ডের অর্ডার। ট্যাঁফো করা চলবে না। সারাদিন এখন শুধু মাছি মেরে সময় কাটাও, যত্ত সব!"

নেহাত ভুল বলেনি জিনিয়া। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত যে কী বোর কাটল, কহতব্য নয়। কাকিমা, তরুদি সকাল থেকে সংসার নিয়ে মত্ত। ব্রজদাদু, নিবারণকাকা আর মিহিরকাকা সকাল থেকে মোটা-মোটা লেজার নিয়ে কী যে হিসেবনিকেশ করতে লাগলেন গোমড়া মুখে, তা ওঁরাই জানেন। জিনিয়ার দাদা তো থেকেও নেই। শেষ পর্যন্ত ঝুম্পা লাহিড়ীর 'নেমসেক' উপন্যাসটা হাত থেকে ছুড়ে ফেলে রাগ দেখিয়ে জিনিয়া বলল, "মুখে কুলুপ এঁটে আর কত থাকা যায় বল তো? একটু মজা নেই, হইচই নেই, বাড়িসুদ্ধ লোক পাঁচন গেলা মুখে ঘুরছে, এর নাম ছুটি কাটানো? এর চেয়ে জেলখানাও ঢের ভাল। আজই আমি এর একটা বিহিত করব।"

সত্যিই বিহিত করে ছাড়ল জিনিয়া। বিকেলে চায়ের আড্ডায় সোজা পাকড়াও করল রণবীর সান্যালকে, "আচ্ছা দাদু, এটা কী ভাল হচ্ছে, তুমিই বলো?"

আচমকা এরকম একটা অভিযোগ শুনে চা খেতে-খেতে মোক্ষম একটা বিষম খেলেন রণবীর সান্যাল।

কোনও মতে সামলে উঠে বললেন, " কী হয়েছে জিনিবেটি, কী ভাল হচ্ছে না? একটু খুলে না বললে তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

খুলে বলতে বিন্দুমাত্র দেরি করল না জিনিয়া। তড়বড় করে হাত-পা নেড়ে শুরু করল, "আচ্ছা তুমিই বলো দাদু, এই যে আমি আর পাখি পরীক্ষার পর বাড়ি এলাম একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে, তা কোথায় কী। সকলে যে যার তালে ব্যস্ত। আর আমরা দু'জন জেলখানার কয়েদির মতো ঘরে আটকে আছি। এর চেয়ে তো হস্টেলে থাকাই ভাল ছিল দেখছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে রণবীরদাদু, তুমিই বলো? বিশেষ করে আমার বন্ধুই বা কী ভাবছে?"

একেবারে টেবিল চাপড়ে জিনিয়াকে সমর্থন করলেন রণবীর সান্যাল, "ঠিক, ঠিক। বিলকুল ঠিক বলেছ তুমি জিনিবেটি। হাজার হলেও তোমাদের এখন হইচইয়ের বয়স। কোথায় খাবেদাবে, এনজয় করবে, তা না, একেবারে ঘরে বন্দি। কিছু চিন্তা কোরো না বেটি, যা করার আমি করছি।" তারপরেই ব্রজেন দত্তর দিকে ভুরু কুঁচকে, "কী ব্যাপার ব্রজেন, মেয়ে দু'টো এসেছে, কোথায় একটু হইচই করবে, তা না, পুরো বাড়িটাকে একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্প বানিয়ে রেখেছ?"

ব্রজেন দত্ত ঠোঁট ফাঁক করার আগেই এক দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন মিহিরকাকা, "দ্যাখ জিনি, সাতসতেরো ঝামেলায় মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এখন কোনও জিগির তুলো না।"

"এটা কোনও কথা নয় মিহির," বাধা দিয়ে উঠলেন রণবীর সান্যাল। "মেয়ে দু'টো আজ এসেছে, কাল চলে যাবে। এখন দু' দিনের জন্য তোমাদের ঝামেলাগুলো তাকে তুলে রেখে ওদের দিকে একটু নজর দাও। আরে বাবা, সারাবছর তো কাজের জন্য পড়ে আছে। হাজার হলেও মেহমান এসেছে বাড়িতে, এটা ভুলে যেও না।"

তারপর জিনিয়ার দিকে তাকিয়ে রণবীর সান্যাল বললেন, "তুমি ঘাবড়িয়ো না জিনিবেটি, যা করার আমিই করব। আমাদের লোকাল ক্লাবের কিছু ইয়াং ছেলেমেয়ে প্রায়ই গানবাজনা, নাটকটাটক করে। খুব একটা মন্দ করে না। ওদেরই বলব, পরশু এ বাড়িতে এসে যা হোক কিছু একটা করতে। তারপর সকলে মিলে একটু খাওয়াদাওয়া, গল্পগাছা। কী, ভাল হবে না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল হবে। খুব ভাল হবে," লাফ দিয়ে উঠে বলল জিনিয়া।

"কী ব্রজেন, কিছু বলছ না যে?" বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রণবীর সান্যাল।

নিজের চেয়ারটিতে বসে আনমনে কী যেন ভাবছিলেন ব্রজেন দত্ত। রণবীর সান্যালের কথায় কেমন যেন আলগা সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মন্দ কী! তা ছাড়া জিনিদিদি যখন চাইছে। তবে যা করার তুমিই করবে, এর মধ্যে আমাকে টেনো না। আমার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।" তারপর তরুদির দিকে ফিরে বললেন, "মাথাটা কেমন যেন ভার-ভার লাগছে। প্রেশারের ওষুধটা ঠিকমতো দিচ্ছ তো তরু?"

"হ্যাঁ মেসোমশাই, রোজই তো ব্রেকফাস্টের সময় একটা করে দিই, যেমনটি ডাক্তারবাবু বলেছেন।"

"ডক্টর সামন্তকে একটা খবর দিও তো একবার। কাল-পরশু এসে একবার যেন প্রেশারটা চেক করে যায়।" বলতে-বলতে আবার চিন্তামগ্ন হয়ে পড়লেন ব্রজেন দত্ত।

।। ৬ ।।

বিকেলবেলা সেজেগুজে ড্রয়িংরুমে পা দিয়ে পাখি একেবারে অবাক। সকালের ঘুমন্ত, নিষ্প্রাণ ড্রয়িংরুমটাকে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। আলো ভরা খুদে-খুদে চিনে লণ্ঠন, উজ্জ্বল রঙিন ফুলের স্তবক, ঘন সবুজ পাম, সাইকাস আর ফার্ন গাছের টব দিয়ে সাজানো ঘরটাকে মায়াবী প্রাণোচ্ছল লাগছে। চারপাশে ছড়ানোছিটিনো অনেক গদি দেওয়া চেয়ার থেকে দু'টো টেনে নিয়ে পছন্দসই একটা কোনা বেছে আরাম করে গুছিয়ে বসল পাখি আর জিনিয়া। কোথা থেকে তরুদি এসে হাতে কফির কাপ আর রেশমি কাবাবের প্লেট তুলে দিয়ে বলল, "ঠিক সময় এসে গিয়েছ, গান শুরু হল বলে। জগঝম্প বাজনাগুলো নিয়ে তখন থেকে কী যে কাণ্ড শুরু করেছে ছেলেগুলো। ভাগ্যিস জিনিদিদি জেদ ধরল, তাই এসব কাণ্ডকারখানা দেখতে পেলুম। নইলে

সকাল থেকে তো খালি খেটেই গেলাম।"

তরুদির বকবকানি থামিয়ে দিয়ে ঝ্যাং ঝ্যাং করে বেজে উঠল গিটার। তার সঙ্গে জুড়ল সিন্থেসাইজারের চড়া সুর। সচকিত হয়ে পাখি দেখল, শ্রোতাদের বসার জায়গার বিপরীতে দু'-তিনটে শুঁটকো ছোকরা আর মাঝখানে একটা লিকলিকে মেয়ে। গায়ক-গায়িকাদের পিছনে একটা ছোট টেবিলে বঙ্গ আর ঝুমঝুমি নিয়ে রেডি এক দাড়িওয়ালা ছোকরা।

কোনও রকম ভূমিকা ছাড়াই শুরু হয়ে গেল গান। কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করল পাখির। কলকাতা থেকে দু'শো মাইল দূরে পালিয়ে এসেও এই সব গান থেকে রেহাই নেই। জিনিয়া অবশ্য পাখির মতো অতটা সিনিক নয়। গানের তালে-তালে মাথা দোলাতে-দোলাতে পাখির দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ গাইছে না রে? ছেলেগুলোর এলেম আছে বলতে হবে।"

এই গানে জিনিয়ার মতো মজে যাওয়া সম্ভব নয় বুঝে পাখি উসখুস করতে শুরু করল। একটু গলা ভেজাবার তাগিদে তরুদির খোঁজে এদিক-ওদিক তাকাতেই পাখির চোখে পড়ল, মেজোকাকা আর কাকিমার পাশে বসে তরুদি এক মনে গান শুনছে। মেজোকাকার পিছনে জিনিয়ার দাদা সুকল্যাণ চোখে-মুখে গোমড়া ভাব ঝুলিয়ে রেখে সটান সামনের দিকে তাকিয়ে। সুকল্যাণের পাশেই সুধীরকাকা। দু'-তিন সারি চেয়ার তফাতে নিবারণকাকা মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে গান শুনছেন না ঘুমোচ্ছেন ঠিক বোঝা গেল না। এঁরা ছাড়াও আশপাশের বাড়ি থেকে জনাকুড়ি মহিলা-পুরুষ রয়েছেন শ্রোতা হিসেবে। এঁদের অতিক্রম করে পাখির চোখ চলে গেল ঘরের সামনে রাখা সোফাগুলোর দিকে। সোফার একটিতে ব্রজেন দত্ত, অন্যটায় রণবীর সান্যাল বসে। ব্রজেন দত্তর মুখটা কেমন যেন মেঘাচ্ছন্ন। এসব গানবাজনায় তাঁর আদৌ কোনও মন আছে বলে মনে হল না। পাশেই বসে থাকা রণবীর সান্যালের অবশ্য একেবারে বিপরীত ছবি। হাতের ওয়াকিং স্টিক মাটিতে ঠুকে-ঠুকে দিব্যি তাল দিয়ে, মাথা নাড়িয়ে এনজয় করছেন সব কিছু। সত্যি, এই বয়সেও মিলিটারিদাদুর এনার্জি আছে! অথচ তাঁর বন্ধুকে দ্যাখো!

"অ্যাই পাখি, তখন থেকে ওরকম উসখুস করছিস কেন রে? এবার মাইম শুরু হবে। চুপ করে বোস।" জিনিয়ার বকুনি খেয়ে বাধ্য মেয়ের মতো ভবিসব্যি হয়ে বসল পাখি।

গান, মাইম, একাঙ্ক নাটক শেষ হতে-হতে প্রায় ন'টা। তারপর অতিথিদের বিদায় নিতে-নিতে সাড়ে ন'টা। এর পর বাড়ির সকলে মিলে আরও একচোট আড্ডায় বসার তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু নাছোড়বান্দা তরুদি খাবার টেবিলে নিয়ে গেল সকলকে। চোখজুড়নো আয়োজন খাবার টেবিলে। ধোঁয়া-ওঠা ফ্রায়েডরাইস, হাতের পাতার মতো চওড়া ফিশফ্রাই, মাটন রেজালা আর পুডিং। ব্রজেনদাদু আর রণবীরদাদু অবশ্য এসবের ধারপাশ দিয়েও হাঁটলেন না। হাতে তৈরি দু'টো করে রুটি আর এক পিস মাছ সহ ভেজিটেবল সুপ দিয়ে রাতের ডিনার সারলেন দুই বৃদ্ধ। তখনও খাওয়া শেষ হয়নি অন্যদের, কিন্তু ব্রজেনদাদু উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। তরুদি এসে তাড়াতাড়ি ধরতে যেতেই হাত নেড়ে বারণ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "দশ মিনিট পরে দু' কাপ কফি দিয়ে যেও তো দোতলায় আমার ঘরে। এসো রণবীর।" দোতলার সিঁড়ির দিকে যেতে-যেতে গলা ছেড়ে কিছুটা যেন সকলকে শুনিয়েই বললেন ব্রজেন দত্ত, "রণবীরের সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার। কেউ যেন আমাদের ডিসটার্ব না করে, দেখো বউমা।"

মিনিট দু'-তিন চুপ করে থাকলেন সকলে। তারপর আবার আগের মতো গালগল্পের স্রোত বইতে থাকল। শুধু কাকিমা কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই স্বগতোক্তি করলেন, "এত রাতে কফি হজম হবে তো? মাঝে-মাঝে বাবার মাথায় কী যে ভূত চাপে!"

ট্রে-তে কফির কাপ রেডি করতে-করতে তরুদি ফোড়ন কাটল, "কত্তাবাবু চেয়েছেন যখন দিতে তো হবেই। নইলে কী লঙ্কাকাণ্ডটা বাধবে তুমি যেন জানো না!"

কাকিমাও একবাক্যে সায় দিলেন, "তা আর জানি না, হাড়ে-হাড়ে জানি।"

টেবিল থেকে এক-এক করে উঠতে-উঠতে ঘড়ির কাঁটা সাড়ে এগারোটা ছুঁইছুঁই। সব শেষে উঠল পাখি আর জিনিয়া। হাত-মুখ ধুয়ে নিজেদের ঘরের দিকে যেতে-যেতে দু'জনে দেখল, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন মিলিটারিদাদু। দু' বন্ধুকে দেখে মুচকি হেসে ভুরু নাচিয়ে বললেন, "কী ইয়াং লেডি, কেমন জমল পুরো ব্যাপারটা?"

সঙ্গে-সঙ্গে কলকলিয়ে উঠল জিনিয়া, "মিলিয়ন, মিলিয়ন থ্যাঙ্কস দাদু। তুমি ছিলে বলেই এরকম একটা জমাটি সন্ধে, ইয়েস দ্য ক্রেডিট গোজ এনটায়ারলি টু ইউ, আই মাস্ট সে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে-হয়েছে।" জিনিয়ার উচ্ছ্বাসের আতিশয্য চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন রণবীরদাদু, "এখন ভাল করে একটা লম্বা ঘুম দাও দিকি। কাল আবার নেক্সট প্রোগ্রামের জন্য তিনজন মিলে বসা যাবে।" এর পর তরুদির দিকে ফিরে রণবীর সান্যাল বললেন, "শোওয়ার আগে সদর দরজাটা বন্ধ করতে ভুলো না তরু!"

নিজের মনেই বিড়বিড় করল তরুদি, "লোকে তো শুধু শুতেই দ্যাখে আমায়। আমার এখনও ছিষ্টির কাজ পড়ে আছে। এর ঘরে জল, তার ঘরে মশারি, ফ্রিজে ভাগেভাগে খাবার তোলা, এসব সেরে সদর দরজা বন্ধ করে তবে আমার ছুটি। তাও সকলে বলে, তরুর আর কী কাজ?"

তরুদির বকবকানিতে কান না দিয়েই দু' বন্ধু চলে গেল নিজেদের ঘরে। সত্যি, জিনিয়াটার ক্ষমতা আছে। গেল জন্মে কুম্ভকর্ণের বোনঝিটোনঝি ছিল বোধ হয়। ঘরে ঢুকে বিছানায় চিত হওয়ার পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ফুল ভলিউমে নাকের সাইরেন বাজিয়ে ঘুমের দেশে পৌঁছে গেল মেয়েটা। অথচ পাখির দু' চোখ খাঁ-খাঁ মরুভূমির মতো ঘুমশূন্য। নির্ঘাত অতিরিক্ত কফি খাওয়ার ফল। উপায়ান্তর না দেখে বেডসাইড ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে অনেকবার পড়া সত্যজিৎ রায়ের 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' বইটি আবার ওলটাতে শুরু করল পাখি।

॥ ৭ ॥

শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়েই পড়েছিল পাখি। ঘুম জড়ানো অবস্থায় দূর থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনল। কে যেন জোরে-জোরে ঘণ্টা বাজাচ্ছে, একবার, দু'বার, তিনবার। ধীরে-ধীরে ঘুমের ঘোর কেটে গেল পাখির। দু' চোখ খুলে বিছানার উপর ধড়মড় করে উঠে বসল।

একটু ভাল করে কান পেতে শুনে বুঝল, ঘণ্টা নয়, ডোরবেল। কে যেন অস্থির হাতে ডোরবেল বাজিয়েই চলেছে, এ বাড়িরই ডোরবেল। কেমন যেন বুক গুড়গুড় করল পাখির। বেডসাইড টেবিলে রাখা হাতঘড়িটা তুলে পাখি সময় দেখল, রাত একটা। হাত বাড়িয়ে পাশেই ঘুমন্ত জিনিয়াকে ধাক্কা দিল, "জিনি, অ্যাই জিনি, ওঠ। দ্যাখ, কে যেন বেল দিচ্ছে দরজায়।"

ঘুমে নিথর জিনি ওঠার সামান্যতম চেষ্টাও করল না, বরং আরও দ্রুত নাক ডেকে চলল।

এবার মোক্ষম এক ধাক্কা দিল পাখি। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়মুড় করে উঠে বসল জিনিয়া। ঘুম জড়ানো চোখে পাখির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, অ্যাঁ? হয়েছেটা কী, অ্যাঁ?"

"হয়েছে আমার মাথা আর মুন্ডু। বোকা কোথাকার," এক দাবড়ানি দিল পাখি, "কান পেতে শোন, কে ডোরবেল বাজাচ্ছে?"

"বেল বাজাচ্ছে বলে তুই আমায় ঘুম থেকে তুললি কোন আক্কেলে? তোর দরকার থাকে তুই গিয়ে দ্যাখ না, কে বেল দিল?" এবার পালটা চোটপাট করে জিনিয়া আবার গুটিসুটি মেরে শোওয়ার উপক্রম করতেই ফের দাবড়ানি দিল পাখি, "বলি বাড়িটা তোর না আমার? এই অসময়ে কে বেল বাজাচ্ছে তুই দেখবি, না আমি?"

গজগজ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত বিছানা থেকে নামল জিনিয়া, "রাতদুপুরে যত্ত সব ফালতু ঝামেলা। একতলায় শোয়াই ভুল হয়েছে আমার। আর তরুদিটাও হয়েছে তেমনই, কাজের সময় যদি টিকিটা দেখা যায়! সেই আমাকেই এখন মরতে-মরতে...।"

জিনিয়ার অবস্থা দেখে পাখির মায়াই হল। বলল, "থাক, তরুদিকে ডেকে আর কাজ নেই। চল, আমিই যাচ্ছি তোর সঙ্গে।"

ঘুমে ভারী শরীর দু'টো কোনওমতে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়ে সদর দরজার ছিটকিনি খুলে দু' বন্ধুই একদম হতবাক। দরজার ওপারে দাঁড়িয়ে আর কেউ নন, স্বয়ং রণবীরদাদু। বোধ হয় খুব তাড়াহুড়ো করে এসেছেন। কারণ, পরনে এখনও স্লিপিং সুট, পায়ে ঘরে পরার হাওয়াই চপ্পল।

পাখি আর জিনিয়াকে দেখা মাত্রই উদ্বিগ্ন মুখে রণবীর সান্যাল জিজ্ঞেস করলেন, "এখন কেমন আছে ব্রজেন? আই হোপ নাথিং সিরিয়াস।"

"কে, দাদু? কেন, কী হয়েছে দাদুর!" অকপট বিস্ময়ে জিনিয়া বলল।

"সে কী, তোমরা জানো না কিছু?" জিনিয়ার চেয়েও বেশি বিস্মিত রণবীর সান্যাল কিছুটা বোকা বনে যাওয়া গলায় আমতা-আমতা করে বললেন, "তবে যে নিবারণ ছুটতে-ছুটতে গিয়ে বলল, 'শিগ্‌গির আসুন বাবু, কত্তাবাবুকে বোধ হয় এ যাত্রায় আর রাখা গেল না!' "

কথাগুলো শোনামাত্র হাউমাউ করে কেঁদে উঠল জিনিয়া। পাখি অনেক কষ্টে সামলাল বন্ধুকে, "দাঁড়া জিনিয়া, আগেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসিস না। আগে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝ, পরে কাঁদার সময় অনেক পাবি।"

ইতিমধ্যে রণবীর সান্যাল ব্যস্ত হয়ে বললেন, "বাড়ির সকলে কোথায়? এই রকম একটা ক্রাইসিসে কোথায় সকলে মিলে..."

"মনে হয় বাড়ির সকলে এখনও যে-যার ঘরে ঘুমোচ্ছেন।"

"মাই গড, ঘুমোচ্ছে! এরকম একটা বিপদের সময় সকলে এখনও নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে!"

"তা হলে সকলকে চট করে ডেকে তুলে নিয়ে আসি?" কান্না থামিয়ে জিনিয়া বলল।

"হ্যাঁ, তা যাও। না, না, দাঁড়াও দাঁড়াও। সকলকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে অনেক সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে চলো আগে ব্রজেনের ঘরে গিয়ে দেখি অবস্থাটা কী? তোমরা দু'জনও চলো

আমার সঙ্গে।" অস্থির চঞ্চল গলায় বললেন রণবীর সান্যাল।

তিনজন দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে শুরু করলেন। হঠাৎই জিনিয়া থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "নিবারণকাকা কোথায়? আচ্ছা দাদু, তোমাকে খবরটা দিয়ে নিবারণকাকা গেল কোথায়?"

"নিবারণ তো বলল, আমি ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসছি, আপনি ততক্ষণ এগোন।" ব্রজেন দত্তর ঘরের দিকে এগোতে-এগোতে রণবীর সান্যাল বললেন।

"তা হলে জিনিয়া, তুই বরং নীচে থাক। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে একেবারে উপরে আসিস। আমি বরং দাদুর সঙ্গে উপরে গিয়ে...।"

"না, না, জিনিয়া যা নার্ভাস মেয়ে, একলা দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে শেষে অজ্ঞানটজ্ঞান হয়ে গিয়ে একটা কেলেঙ্কারি হবে। তার চেয়ে পাখি তুমি নীচে থাকো, জিনিয়া বরং আমার সঙ্গে চলুক উপরে।" পাখিকে থামিয়ে দিয়ে রণবীর সান্যাল বললেন।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে উড়ন্ত পাখির গতিতে লম্বা করিডর পেরিয়ে ব্রজেন দত্তর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন রণবীর সান্যাল আর জিনিয়া । ব্রজেন দত্তর ঘরের দরজা আধভেজা। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখা গেল, দরজার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে বসে আছেন ব্রজেন দত্ত। তাঁর দু' চোখ আধবোজা। ঘাড় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। দৃশ্যটা দেখেই দু' হাতে মুখ ঢেকে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল জিনিয়া।

জিনিয়ার অবস্থা দেখে বিব্রত রণবীর সান্যাল বললেন, "তোমার আর এগিয়ে কাজ নেই দিদি, তুমি বরং এখানেই দাঁড়াও। আমি ততক্ষণ ব্রজেনকে দেখি।" জিনিয়ার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ত্বরিৎ গতিতে ইজিচেয়ারে বসা ব্রজেন দত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন রণবীর সান্যাল। হাঁটু মুড়ে বসে ইজিচেয়ারের হাতলে ঝুলে থাকা ব্রজেন দত্তর শিথিল হাতখানি তুলে নিজের হাত দিয়ে শক্ত করে চেপে রেখে কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে নাড়ির গতি বোঝার চেষ্টা করলেন রণবীর সান্যাল। তারপর গভীর একটা শ্বাস ফেলে হাতটা নামিয়ে রেখে বুজেআসা গলায় বললেন, "আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, ইট ইজ অল ওভার।"

এতক্ষণে জমা কান্নাটা বাঁধভাঙা বন্যার মতো ভাসিয়ে নিয়ে গেল জিনিয়াকে। দরজায় মাথা রেখে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগল সে। কাঁদতে-কাঁদতেই শুনল রণবীরদাদুর কথাগুলো, "কাঁদার সময় অনেক পাবে দিদি। এখন যাও, শিগ্‌গির ডাকো সকলকে। ডাক্তারবদ্যি, হাসপাতাল কিছুই তো করা হল না। তার আগেই সকলকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল মানুষটা!"

চোখের জল মুছতে-মুছতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে করিডর ধরে কিছু দূর এগোতে না-এগোতেই হঠাৎই শুনল জিনিয়া রণবীরদাদুর চিৎকার। থমকে দাঁড়াল জিনিয়া। চোখ-মুখ কুঁচকে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই দ্রুত ফিরে গেল সে। ব্রজেন দত্তর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল জিনিয়া, কেমন একটা অদ্ভুত হতভম্ব মুখে ব্রজেন দত্তর দিকে তাকিয়ে আছেন রণবীর সান্যাল।

"কী হয়েছে মিলিটারিদাদু?" উত্তেজনায় জিনিয়ার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, "কী হয়েছে আমায় খুলে বলো।"

ব্রজেন দত্তর নিথর শরীরটার দিকে আঙুল তুলে ফিসফিস করে বললেন রণবীর সান্যাল, "মাই গড। দ্য ওল্ড ম্যান ইজ মার্ডারড।"

রণবীর দাদুর কথার কোনও উত্তর দিল না জিনিয়া। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল তার। চোখের সামনে নেমে আসা অন্ধকার পরদাটাকে দূরে ঠেলে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে টলমল পায়ে মাটির উপর অচেতন হয়ে পড়ে গেল জিনিয়া।

॥ ৮ ॥

মাথার টুপি আর হাতের রুলটা টেবিলে নামিয়ে সবেমাত্র সামনের সোফায় বসলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার। অমনই একেবারে বোমার মতো ফেটে পড়লেন রণবীর সান্যাল, "আচ্ছা, আপনাদের কাণ্ডজ্ঞানটা কী ধরনের? রাত দু'টোয় থানায় খবর পাঠানো হয়েছে, আর এখন সকাল সাতটা, এতক্ষণে সময় হল আপনাদের? ডিসাপয়েন্টিং, রিয়েলি ডিসাপয়েন্টিং আই মাস্ট সে।"

সামান্যতম প্রতিক্রিয়া দেখালেন না দারোগা শিবপ্রসাদ সমাদ্দার। তাঁর আটাশ বছরের দারোগাজীবনে তিনি দু'টো শিক্ষা আয়ত্ত করেছেন। এক, সব প্রশ্ন, সব কথার উত্তর দেওয়া বাতুলতা মাত্র। দুই, ভাল-মন্দ সব পরিস্থিতিতেই অবিচল থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। এক্ষেত্রেও তিনি তাই করলেন। তাঁর মুখে কোনও ভাবান্তরই দেখা গেল না। বস্তুত এই মুহূর্তে পুলিশি ইউনিফর্মটি পরে না থাকলে দিব্যি এক অবাঙালি শেয়ার ব্রোকার বা অর্ডার সাপ্লায়ার বলে অনায়াসে চালানো যেত শিবপ্রসাদ সমাদ্দারকে।

অবশ্য দারোগার ভাবান্তর দেখা না গেলেও তাঁর সহকারী কনস্টেবল বিমল মৃধার যথেষ্ট ভাবান্তর দেখা গেল। কপালের ঘাম মুছতে-মুছতে বললেন, "রাখেন-রাখেন। ঘরে বসে ফ্যানের হাওয়া খেতে-খেতে পুলিশকে গালমন্দ করার মতো আরামের কাজ আর কী আছে? আরে মশাই, আসব বললেই কি আসা যায় নাকি? ওদিকে অপচয় বন্ধ করার জন্য মাসে সাত লিটারের বেশি পেট্রোল দেয় না সরকার, অথচ আমলার নাতির পার্কে খেলতে যাওয়ার গাড়ির পেট্রোলের কোনও ঘাটতি নেই। আর আমাদের সাইকেলে করে চোর-ছ্যাঁচোড় ধরে বেড়াতে হচ্ছে। কাল সন্ধের পর থেকে সাইকেল ঠেঙিয়ে পঁচিশ মাইল আপ-ডাউন করে একটা পয়জন কেস আর-একটা কিডন্যাপিং কেস করে এই তো সবে আসছি। অতই যদি তাড়া তবে সরকারকে বলুন ফ্রি-তে দু'খানা ডানা লাগিয়ে দিতে। ব্যস, চোখের পলকে আসা-যাওয়া করব। তখন আপনাদেরও আর...।"

"আঃ বিমল! অনেক হয়েছে, এবার থামো।" গম্ভীর গলায় নির্দেশ দিয়ে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার এবার প্রশ্ন করলেন, "মিহির দত্ত কে?"

সমাদ্দারদারোগার বাঁ দিকের চেয়ারে খড়ির মতো সাদা মুখ নিয়ে বসে থাকা মিহির দত্ত দারোগাবাবুর মুখে নিজের নামটা শুনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, "এই যে আমি, আমিই মিহির দত্ত।"

"কে খুন হয়েছে বললেন?"

"আজ্ঞে আমার বাবা, ব্রজেন দত্ত।"

"হুম। তা বডি কোথায়?"

"আজ্ঞে দোতলায়। মানে বাবার শোওয়ার ঘরে।"

সোফা থেকে মোচড় দিয়ে মোটা শরীরটা অনেক কষ্টে বের করে উঠে দাঁড়িয়ে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার মেজোকাকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "চলুন, দেখে আসি বডিটা। বিমল, কোথায় তুমি?"

"এই যে স্যার, রেডি আছি আমি।"

মিহির দত্ত আর শিবপ্রসাদদারোগাকে সামনে রেখে ছোটখাটো একটা দল সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ব্রজেন দত্তর ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। ঘরের ভিতর ঢুকে ইজিচেয়ারে এলানো ব্রজেন দত্তর শরীর সামান্য স্পর্শ করে নাক কুঁচকে দারোগাবাবু বললেন, "এঃ, শক্ত হয়ে গিয়েছে!"

এর পর মিহির দত্তর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন শিবপ্রসাদ সমাদ্দার, "বাবা যে একেবারে খুনই হয়েছেন, সেটা বুঝলেন কী করে? আফটার অল বডিতে তো সেরকম কোনও অ্যাপারেন্ট সাইন নেই।"

দারোগাবাবুর প্রশ্নের উত্তরে মাথা চুলকে মিহির দত্ত বললেন, "সত্যি বলতে কী, আমি তো কিছুই জানতাম না। নিজের ঘরে অঘোরে ঘুমোচ্ছিলাম। রণবীরকাকাই হাঁকডাক করে খবরটা দিলেন যে, বাবা খুন...।"

"রণবীরকাকা? কে তিনি?"

"আজ্ঞে, এই যে আমি," বলতে-বলতে ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এসে রণবীর সান্যাল কথাটি শেষ করলেন, "আমি, আমিই জিনিয়ার সঙ্গে ব্রজেনের বডিটা ওর ঘরে প্রথম ডিসকভার করেছিলাম। ইজিচেয়ারে কেমন যেন গা এলিয়ে অস্বাভাবিক একটা ভঙ্গিতে বসে ছিল ব্রজেন। ঘাড়টা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কোলে একটা আধখোলা বই। হাত তুলে পাল্স পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি, পাল্স নেই। কাণ্ড দেখে জিনিয়াকে বললাম সকলকে খবর দিতে। তারপর সাতপাঁচ না ভেবেই ব্রজেনকে সোজা করে বসাতে গিয়েই চোখে পড়ল ব্যাপারটা।"

"কী ব্যাপার? রাখঢাক না করে স্পষ্ট করে বলুন।"

"না মানে, ব্রজেনের মাথাটা সোজা করার জন্য ঘাড়ে হাত দিতেই..." ঢোক গিললেন রণবীর সান্যাল।

"ঘাড়ে হাত দিতেই কী হল?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে তাড়া দিলেন সমাদ্দারদারোগা।

"না মানে, ঘাড়ে হাত দিতেই কী যেন একটা শক্ত মতো হাতে ঠেকল।" আবেগকে যথাসম্ভব আয়ত্তে রেখে থেমে-থেমে রণবীর সান্যাল বললেন, "ব্রজেনের লম্বা বাবরি চুলগুলো একপাশে সরাতেই দেখি, মাথা আর ঘাড়ের মাঝখানে একটা ছুরির মতো কী যেন ঢোকানো।"

"দাঁড়ান দাঁড়ান," বাধা দিয়ে উঠলেন শিবপ্রসাদদারোগা। তারপর দূরে দাঁড়ানো কনস্টেবলটিকে নির্দেশ দিলেন, "বিমল, মার্ডার ওয়েপন, সাবধানে কালেক্ট করবে।"

একটা পরিষ্কার সাদা কাপড় আর স্বচ্ছ পলিথিনের প্যাকেট হাতে বিমল এগিয়ে গেলেন। সাবধানে মৃতের শরীর থেকে ছুরিটা কাপড় জড়ানো হাতে খুলে নিয়ে শিবপ্রসাদদারোগার হাতে তুলে দিলেন। সাদা কাপড়ে শোয়ানো ছোট ছুরিটা দেখে ভিড়ের মধ্যে থেকেও পাখির বুকটা শিরশির করে উঠল।

শ্রী দেবাশীষ মৌলিক
সম্পাদিত
(by a Group of 20 paper setters)

মাধ্যমিকের সেরা সহায়ক বই

মাধ্যমিক ইতিহাস সহায়িকা

Madhyamik English Sahayika

মাধ্যমিক বাংলা সহায়িকা

মাধ্যমিক গণিত সহায়িকা

মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান সহায়িকা

মাধ্যমিক ভূগোল সহায়িকা

মাধ্যমিক জীবন-বিজ্ঞান সহায়িকা

মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক জীববিদ্যা সহায়িকা

মাধ্যমিকের ঐচ্ছিক মৎস্যচাষ সহায়িকা

রায়-হালদার-সাঁতরা প্রণীত কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষা পরিচয়

গৃহশিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই মাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেতে হলে এই বইগুলির সাহায্য চাই-ই চাই

প্রান্তিক

স্কুল বই-এর জগতে নতুন পথের দিশারী

১৮, ডাঃ কার্তিক বসু স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০-৯৩৫১, ২৩৫২-৬৭১২,
টেলিফ্যাক্স্ ঃ ২৩৫০-৯৩৫১

PRASA-02

দেশ

রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি, রাজ্য কিংবা দেশ, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য, সমাজ অথবা সংস্কৃতির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতির মননশীল বিশ্লেষণে ঋদ্ধ **এই সময়**। আর আছে–
প্রবন্ধ • কবিতা • ছোটগল্প • ভ্রমণ • ধারাবাহিক রচনা • ধারাবাহিক উপন্যাস
চিঠিপত্র • গ্রন্থলোক • শিল্পসংস্কৃতি

বইয়ের দেশ

সম্পাদকীয় • চিঠিপত্র • বইয়ের আলোচনা • সাক্ষাৎকার
পুস্তক পরিচয় • বইয়ের তালিকা • কেতাবি খবর

সানন্দা

চিঠিপত্তর • প্রচ্ছদকাহিনি • রূপ • সওয়াল জবাব • ফিটনেস • শপিং গাইড
অন্দরমহল • রান্নাবান্না • ফ্যাশন • হাতের কাজ • বাগান • পারিবারিক
বেড়ানো • ম্যানার্স • গল্প • কবিতা • ধারাবাহিক • শব্দভেদ • স্বাস্থ্য • ডক্টরস
চেম্বার • আপনার শিশু • রকমারি রোজগার • অসাধারণ • হেডলাইন
গসিপ • মনে মনে • সম্পর্ক • আইনকানুন • কানে কানে • পার্শ্বরচনা
সাত সতেরো • নগরদর্পণে • শুনতে পেলাম

আনন্দলোক

প্রচ্ছদকাহিনি • বলিউড এক্সক্লুসিভ • শুটিং ফ্লোর থেকে • সেলিব্রিটির অন্তরঙ্গ
সাক্ষাৎকার • তারকাদের অন্দরমহল • টলিউডের হাঁড়ির খবর • হলিউডের খবর
খেলার দুনিয়া • রাজনীতির অলিন্দে • টিভি দুনিয়ার হালহকিকৎ • স্মরণ • গুঞ্জন

উনিশ কুড়ি

মেকআপ • বিউটি টিপ্‌স • ফ্যাশন • মনের খবর • সিনেমা
পোস্টার • কম্পিউটার • মিউজ়িক • মেসেজ বোর্ড

উনিশ কুড়ি কেরিয়ার

লেখাপড়া • কেরিয়ার কাউন্সেলিং • চাকরির খবর • পরীক্ষা • জেনারেল স্টাডিজ়
কোর্স কড়চা • কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স • বইটই

আনন্দমেলা

রহস্য উপন্যাস • কমিক্‌স • খেলাধুলো • গল্প • ডাকবাক্স
পাঠকের পাতা • ক্যাম্পাস • কুইজ় • বিচিত্র পৃথিবী • বিজ্ঞানের টুকিটাকি
শব্দসন্ধান • হাসছি দ্যাখো • অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

আনন্দ সংবাদ

ABP

Subscription Order

আমরা সানন্দে ঘোষনা করছি **পশ্চিমবঙ্গের বাইরের** সমস্ত পাঠকের জন্য গ্রাহক-চাঁদা প্রকল্প। নিচের পছন্দসই বক্সে (√) চিহ্ন দিন।

ম্যাগাজিন	এক বছরের মূল্য (টাকায়)	দুই বছরের মূল্য (টাকায়)
সানন্দা	☐ ৩৫০	☐ ৬২০
দেশ	☐ ১৭০	☐ ৩৪০
আনন্দলোক	☐ ৩২০	☐ ৫৭৫
উনিশ কুড়ি	☐ ২২০	☐ ৩৭৫
আনন্দমেলা (মাসিক)	☐ ১২০	☐ ২২০
বইয়ের দেশ (ত্রৈমাসিক)	☐ ১০০	☐ ১৯০
সানন্দা + দেশ	☐ ৫০০	☐ ৯২৫
দেশ + আনন্দলোক	☐ ৪৭৫	☐ ৮৭৫
আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৫০০	☐ ৮৭৫
সানন্দা + আনন্দলোক	☐ ৬৫০	☐ ১১২৫
দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৩৫০	☐ ৬৭৫
সানন্দা + উনিশ কুড়ি	☐ ৫৫০	☐ ৯৫০
সানন্দা + আনন্দমেলা	☐ ৪৫০	☐ ৭৭৫
দেশ + আনন্দমেলা	☐ ২৭৫	☐ ৫২৫
উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৩০০	☐ ৫৫০
দেশ + বইয়ের দেশ	☐ ২৬০	☐ ৫০০
সানন্দা + দেশ + আনন্দমেলা	☐ ৫৮০	☐ ১০৫০
সানন্দা + আনন্দলোক + আনন্দমেলা	☐ ৬৮০	☐ ১২০০
সানন্দা + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৬০০	☐ ১১০০
আনন্দমেলা + দেশ + আনন্দলোক	☐ ৫৫০	☐ ১০০০
আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৫৮০	☐ ১১০০
দেশ + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৪৫০	☐ ৮৫০
সানন্দা + দেশ + আনন্দলোক	☐ ৭৭৫	☐ ১৪০০
দেশ + আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৬৫০	☐ ১১৭৫
সানন্দা + আনন্দলোক + উনিশ কুড়ি	☐ ৮০০	☐ ১৪০০
সানন্দা + দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৬৭৫	☐ ১২২৫
সানন্দা + আনন্দলোক + দেশ + উনিশ কুড়ি	☐ ৯২৫	☐ ১৬৫০
সানন্দা + আনন্দলোক + দেশ + উনিশ কুড়ি + আনন্দমেলা	☐ ৯৭৫	☐ ১৭০০

I am enclosing my Cheque/DD no__________ dated________ for Rs__________ on bank__________

branch__________ drawn in favour of **ABP Private Limited.**

Or please charge the total amount of Rs__________ to my credit card [ ] VISA [ ] MasterCard

Card No__________ Cardmember's Name__________

City ________ PIN________ Phone (STD) ________ Email__________

Card expiry date____/____/____ CVV No ________ (last 3 digits on the signature panel of the card)

Personal details (in bock letters)

Name __________

Address __________

District ________ City ________ PIN (Mandatory) ________

Phone ________ Email ________

Age : ☐ 11-15 ☐ 16-25 ☐ 26-35 ☐ 36-50 ☐ 50+

Education: ☐ Graduate ☐ MBA ☐ CA/CFA ☐ Other________

Occupation: ☐ Student ☐ Self employed ☐ Business ☐ Service ☐ Other________

Current Subscription Code (if applicable)__________

Signature of Subscriber

শর্তাবলি

(১) বিশেষ মূল্য ও সুযোগ কেবল ভারতেই বৈধ। (২) আপনার গ্রাহক-চাঁদা প্রসেসিং-এর জন্য আমাদের ৪-৬ সপ্তাহ সময় দিন। এর পরে আপনি আপনার কপি পেতে থাকবেন। (৩) নগদ টাকা পাঠাবেন না। (৪) আপনার চেক বা ডিডি-র উল্টোদিকে আপনার নাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন। (৫) এই সুযোগ ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যবসায়িক চ্যানেলের মাধ্যমেও পৃথকভাবে ম্যাগাজিন পাওয়া যাবে। (৬) এবিপি প্রাঃ লিঃ নিজস্ব সিদ্ধান্তে যে কোনও সময়ে এই সুযোগ প্রত্যাহার করতে বা তার মেয়াদ বাড়াতে পারে। (৭) এবিপি প্রাঃ লিঃ নিজ সিদ্ধান্তে কোনও গ্রাহক-চাঁদা না নেওয়ার অধিকারও রাখেন। (৮) কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে তা কলকাতা অধিক্ষেত্র সাপেক্ষ হবে। (৯) একই ব্যক্তির একাধিক গ্রাহক-চাঁদা অনুমোদিত হবে না। (১০) শর্ত প্রযোজ্য হবে। (১১) গ্রাহক-কপি বুক পোস্টে পাঠানো হবে।

Kolkata : Ashis Dasgupta, 6 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 001, Phone 22600745, 22600748, Email subscription@abpmail.com • Chennai : M. Anantha Krishnan : 74, Royapettah High Road, Chennai-600014, Phone (044) 28131278/79/86, Email anantha@abpmail.com • Delhi : Anirban Bagchi, Express Building, 3rd Floor, 9/10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002, Phone (011) 23702170-79, Email abagchi@abpmail.com • Mumbai : Utpal Chakraborty, B2 Paragon Condominium, Opp. Century Mills, P.B. Marg, Worli, Mumbai 400013, Phone (022) 24962601-08, Fax (022) 24962597, Email uchakraborty@abpmail.com • Bangalore : Shiv Kumar D, 14 Madras Bank Road, 4th Floor, Bangalore 560001, Phone (080) 25588127/5637/8886, Email : shiva@abpmail.com • Hyderabad : Mockbul Hoque, PTI Building, 3rd Floor, A.C. Guards, Hyderabad 500004, Phone (040) 23317147 • Ranchi : Union Club & Library Complex, Hazaribagh Road, Ranchi 834001, Phone (0651) 2315941/42/43, 2309285/2200510 • Jamshedpur : Sudip Basu Shantiniketan Building, 2nd Floor, Bistupur Main Road, Jamshedpur 831001, Phone (0657) 2425128/129/134 Fax (0657) 2425132 Email sudipbasu@abpmail.com • Bhubaneswar : Janapath Tower, Ashoke Nagar, Unit-II, 4th Floor, Room No. 409, Bhubaneswar 751009, Phone (0674) 2532737/741, Fax (0674) 2532739 • Guwahati : Sourav Mohanta, Godrej Building, 3rd Floor, G.S. Road, Ulubari, Guwahati 781007 Phone (0361) 2636848/49, 2636624, 2630327, Fax (0361) 2630327, Email smahanta@abpmail.com

ইতিমধ্যে ছুরিটা দেখিয়ে শিবপ্রসাদদারোগা মিহির দত্তকে বললেন, "চেনা-চেনা লাগছে?"

ঢোক গিলে আমতা-আমতা করে মিহিরবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমাদেরই বাড়ির ছুরি। রান্নাঘরের ফলমূল, সব্‌জিপাতি কাটাকাটি করতে...।"

"বুঝলাম। বিমল ওয়েপনটা এবার সিল করে দাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে কাপড়ে জড়ানো ছুরিটা পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেললেন বিমল।

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার এবার খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন, "কোনও ধস্তাধস্তিও হয়নি বোঝা যাচ্ছে।" কোলে পড়ে থাকা আধখোলা শ্রীঅরবিন্দের জীবন সাধনা বইটা টেনে নিয়ে দু'-চার পাতা উলটে বললেন, "বইটা আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে থাকবে।" তারপর ব্রজেন দত্তর মাথার পিছনের ক্ষতটা দেখে মন্তব্য করলেন, "পাকা হাতের কাজ।" তারপর মুখ তুলে বললেন, "বিমল, বডি পাঠানোর ব্যবস্থা করো।"

এবার ঘর নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সমাদ্দারদারোগা। আধঘণ্টা ধরে প্রথমে ঘরের সব ক'টা জানলা-দরজা পরীক্ষা করলেন। ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে ঘরের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি, জানলা-দরজার পরদা, বিছানাটিছানা ভাল করে পরীক্ষা করে মিহিরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "জানলাগুলো কি সব সময় বন্ধ থাকত?"

"হ্যাঁ, বাবার বরাবরই সর্দিকাশির ধাত। একটুতেই ঠান্ডা লেগে যেত বলে বাবা জানলা বন্ধ করে পাখা চালিয়ে শুতেন।"

"বুঝলাম। ঘরে আসা-যাওয়ার তো দেখছি একটাই দরজা। তার মানে, খুনি এই দরজা দিয়েই ঢুকেছে, আবার এই দরজা দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছে। সব কিছু দেখেশুনে একনজরে মনে হচ্ছে, খুনি খুব সম্ভবত ভিকটিমের পরিচিত ছিল।"

সমাদ্দারদারোগার এই মন্তব্য দাঁড়িয়ে থাকা দলটার মধ্যে মৃদু গুঞ্জনের ঢেউ তুলল। তাতে অবশ্য সমাদ্দারদারোগার বিন্দুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। নির্বিকার গলায় তিনি বললেন, "যা দেখার সব দেখে নিয়েছি, এবার নীচে যাওয়া যাক। ভাল কথা বিমল, ঘর সিল করে একেবারে চাবি দিয়ে দেবে।"

শিবপ্রসাদদারোগার সঙ্গে পুরো দলটাই সিঁড়ি বেয়ে নীচে এসে ড্রয়িংরুমের ভিতর গোল হয়ে দাঁড়ালেন। জড়ো হওয়া মানুষগুলোর দিশেহারা মুখগুলোই বলে দিচ্ছিল, কেউই বুঝতে পারছেন না এবার কী হবে। ততক্ষণে শিবপ্রসাদ সমাদ্দার সোফায় জুত হয়ে বসে এক টিপ নস্যি নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "ব্রজেন দত্ত যে খুন হয়েছেন, এটা কখন জানা গেল?"

সকলে রণবীর সান্যালের দিকে তাকালেন। রণবীর সান্যাল সমাদ্দারদারোগার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "আপনাকে তো আগেই বলেছি আমি ব্রজেনের বেডরুমে গিয়ে ইজিচেয়ারে ব্রজেনকে অস্বাভাবিক অবস্থায় বসে থাকতে দেখি, হ্যাঁ আমার সঙ্গে জিনিয়াও ছিল। ব্রজেনকে সোজা করে বসাতে গিয়েই তো বোঝা গেল যে, এটা ন্যাচারাল ডেথ নয়।"

"ক'টা হবে তখন?"

"ধরুন, এই রাত একটা।"

"আপনি কে? ভিকটিমের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?" কপালে ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

"আজ্ঞে, আমি ব্রজেনের প্রতিবেশী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুও বটে।"

"আর জিনিয়া? সে কি আপনার মেয়ে?"

"মেয়ে নয় নাতনি। ব্রজেনের নাতনি, সেই সুবাদে আমারও নাতনি।"

"তা দাদু-নাতনিতে মিলে রাত একটার সময় ভিকটিমের ঘরে গিয়ে কী করছিলেন জানতে পারি কি? নাতনিটিই বা কোথায়? ডাকুন তাকে।" চড়া গলায় আদেশ করলেন দারোগা।

কাকিমা আর তরুদির আড়াল থেকে ফ্যাকাসে চোখ-মুখ নিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে এল জিনিয়া। তাকে দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায়, পুরো ঘটনাটা যেন একটা প্রচণ্ড ঝড় হয়ে তার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে।

জিনিয়ার এই অবস্থা দেখে শিবপ্রসাদের মতো জবরদস্ত লোকও বেশ নরম হয়ে পড়লেন। শান্ত গলায় বললেন, "অকারণে ভয় পেও না মা, ভয়ের কিছু নেই। তুমি শুধু আমায় বলো, রাত একটার সময় হঠাৎ কেন দাদুর ঘরে গিয়েছিলে তোমরা? তুমি কি চিৎকার-টিৎকার...?"

"না না, চিৎকার-টিৎকার শুনিনি। আর শুনবই বা কী করে? আমি তো তখন অঘোর ঘুমে। মিলিটারিদাদুই তো আমাকে ঘুম থেকে তুলে দাদুর ঘরে নিয়ে গেলেন।" ভিতু-ভিতু গলায় থেমে-থেমে জিনিয়া বলল।

"মিলিটারিদাদু? তিনি আবার কে? এরকম অদ্ভুত নামই বা কেন তাঁর?" বেশ একটু অবাকই হলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

"কেন আবার? ছেলেবেলা থেকে শুনেছি, মিলিটারিতে কাজ করতেন বলে মিলিটারিদের মতো হাঁকডাক, চলাফেরা। তাই রণবীরদাদুকে 'মিলিটারিদাদু' বলেই ডাকি আমি।" চাঁছাছোলা উত্তর দিল জিনিয়া।

"আচ্ছা, বেশ! শেষ পর্যন্ত তোমরা কে কে দোতলায় ভিকটিমের ঘরে গিয়েছিলে?"

"ওই তো, মিলিটারিদাদু, আমি আর আমার বন্ধু পাখি।" পর মুহূর্তেই ভুল শুধরে নেওয়ার ভঙ্গিতে জিভ কেটে বলল, "না না, শেষ পর্যন্ত পাখি উপরে যায়নি। ডাক্তারজেঠু আর নিবারণকাকাকে দরজা খুলে দিতে হবে বলে পাখি নীচে ছিল।"

"বেশ! তারপর দাদুর ঘরে গিয়ে কী দেখলে?" জানতে চাইলেন শিবপ্রসাদদারোগা।

"দেখলাম, দাদু ইজিচেয়ারে কেমন গা ছেড়ে দিয়ে অদ্ভুতভাবে বসে আছেন। কোলের উপর একটা বই আধখোলা। হাত দু'টো এলিয়ে পড়ে আছে। পাল্‌স আছে কি না দেখার জন্য একটা হাত তুলেই ছেড়ে দিয়ে মিলিটারিদাদু বললেন, 'ও মাই গড, ইটস ওভার। শিগ্‌গির সকলকে ডেকে আনো জিনিয়া।' " কথাগুলো বলতে-বলতে কাঁপতে লাগল জিনিয়া। তারপর আর কিছুতেই নিজেকে বেঁধে রাখতে পারল না সে। দু' হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাউহাউ করে কাঁদতে থাকল জিনিয়া।

জিনিয়ার অবস্থা দেখে কোনার চেয়ারটায় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকা রণবীর সান্যাল উঠে এসে দারোগাবাবুকে বললেন, "আমিই জিনিয়ার মিলিটারিদাদু। ওই ছোট মেয়েটাকে রেহাই দিন, ও কিছু জানে না। যা কাটাছেঁড়া করার আমাকে করুন।"

(ক্রমশ...)

রিম্বোর আশ্চর্য পুতুল

রাজেশ বসু

রিম্বোর মন খারাপ। মায়ের খুব অসুখ। এমন রোদ ঝলমল দিনে ওবুচি, বিংগোদের সঙ্গে বল খেলায় না মেতে হাটে এসে বসতে হয়েছে তাকে। কী-ই বা করবে, উপায় কী আর? মায়ের এমন অসুখ, বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেই শরীর টলমল করছে। মাথা ভনভন করছে। নজর ঝাপসা হয়ে আসছে। মা কাজেই বেরোতে পারেননি তিন দিন ধরে। ঘরে যা কিছু সঞ্চয় ছিল, সবই শেষের মুখে।

এদিকে বাবাও বাড়ি নেই, গিয়েছেন সেই দূর জালিংগো শহরে পুতুল বিক্রি করতে। যেমন-তেমন পুতুল নয়, নিজের হাতে তৈরি করা পুতুল। খুব সুন্দর পুতুল বানান ওর বাবা। শুকনো নিষ্প্রাণ কাঠ, প্রাণ পায় বাবার হাতের ছোঁয়ায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে হয় তখন। শহরের মানুষরাও তারিফ করে বাবার তৈরি পুতুলের। তাই তো বছরে অন্তত দু'বার শহরে যান বাবা পুতুল বিক্রি করতে। এখন যেমন গিয়েছেন। এমনিতে কোনও অসুবিধে ছিল না। জোয়ার চাষের মরশুম ছিল, হুদিনকাকার জমিতে ক'দিন কাজ করলে পয়সাকড়ির একটা উপায় হত। এমন সময় মায়ের এই শরীর খারাপ।

রিম্বো চেয়েছিল মায়ের হয়ে সে নিজেই জোয়ারের খেতে যাবে। সেই ছোট্টটি তো নেই আর সে, দশ পুরে এগারোয় পা দিয়েছে এই বর্ষায়। কিন্তু মা রাজিই হলেন না, "না বাবা, ওখানে তোমার গিয়ে কাজ নেই। সুবিধের মানুষ নন হুদিনবুড়ো।"

তা সত্যিই। সুবিধের মানুষ নন হুদিনকাকা। আড়ালে-আবডালে গ্রামের সকলেই বলে এটা। এত বড়লোক, কত উঁচু বাড়িতে থাকেন, কত জমিজমার মালিক, তবুও মুখে হাসি নেই কখনও। তা ছাড়া কীসব তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্রও জানেন নাকি তিনি। মরা মানুষের আত্মা নাকি ওঁর সঙ্গে কথা বলে। ছোট-ছোট লাল চোখে তাকিয়ে সাদা লম্বা দাড়ি নেড়ে তিনি যখন কথা বলেন, বুকের ভিতরটা কেমন ধকধকিয়ে ওঠে। রিম্বোর তো ওঁকে মানুষ বলেই মনে হয় না। প্রেতটেত কিনা কে জানে! তবুও এই বিপদের দিনে ওঁর খেতের কাজে শরীরটা খাটালে কিছু পয়সা তো আসত হাতে। তাই সাহসে ভর করে কথাটা মাকে বলেছিল রিম্বো । মা তখন বললেন, "ঘরের পিছনের জমিটুকুতে অনেক ওকরা হয়ে আছে, হাটেবাজারে বেচতে পারলে আপাতত একটা কিছু উপায় হয়। তরতাজা কচি ওকরার চাহিদা আছে গ্রামে।"

সেই ওকরা নিয়েই হাটে এসেছে রিম্বো। ঢ্যাঁড়সকে রিম্বোরা চেনে ওকরা নামে। এই দ্যাখো, রিম্বো কোন দেশে থাকে সেটাই বলা হয়নি।

আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারত মহাসাগর। সেটা পেরোলে মস্ত এক মহাদেশ, আফ্রিকা। এই আফ্রিকা মহাদেশের একটা দেশ হল নাইজিরিয়া। এই দেশেই থাকে রিম্বো । দেশের দক্ষিণ-পুবে বইছে ব্যেনু নদী, তার তীরে ছোট্ট

ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের আরও একটি
মূল্যবান, প্রেরণামূলক, অভিনব সংযোজন—
ড. রাধা নাগ-এর
প্রতিবন্ধীদের আত্মসম্মানের
সঙ্গে বাঁচতে হলে ৫০টাকা
প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা নিশ্চিত উপকৃত হবেন
ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস • ২২৪৪-৫৯২৪, ২২২৭২৩৩৬
বইপাড়ায় পাবেন : কম্পিউট্রনিক্স, দে বুক স্টোর, বুক ফ্রেন্ড-এ

অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তীর চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি
রেনকোজির ভস্ম-রহস্য - ২৫ টাকা
(মুখার্জী কমিশন এই গ্রন্থের জন্যই লেখককে ডেকেছিল। বিমান দুর্ঘটনা হয়নি। নেতাজির মৃত্যু হয়নি। তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো হয়েছে। আসলে কী হয়েছিল?)
সুভাষ ও এমিলি (বিবাহ রহস্য) - ৩০ টাকা
(নেতাজির বিয়ে হয়নি। সবটাই ধাপ্পা। টাকায় কী না হয়। নেহরু - কৃষ্ণা বসুদের চক্রান্ত। কীভাবে চক্রান্ত হয়েছিল? টিভি মিডিয়া এই গ্রন্থের সাহায্য নিচ্ছে। রহস্যেভরা গ্রন্থ।
প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর ও আদিনাথ ব্রাদার্স

ছোটদের বিজ্ঞানবিষয়ক বই
অনিল ভূঁইয়া — পৃথিবীর পরিবেশ কি সংকটে? ৬০
দেবব্রত চন্দ্র — বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিকথা ৩০
কমল বিকাশ ব্যানার্জী — রহস্যে ঘেরা মহাবিশ্ব ২৫
বিনয় কৃষ্ণ পট্টনায়ক — তারায় তারায় আকাশ ভরা ২৫
ড. সমীর কুমার ঘোষ — কেন এমন হয় ২৫
দীপক কুমার দাঁ — বিজ্ঞানের মাপজোক ২৫
অজিত চৌধুরী — বিজ্ঞানের মডেল ২৫
মানস প্রতীম দাশ — তরঙ্গ ২৫
জ্যোতির্ভূষণ চাকী — আচার ব্যবহার ২৫
ড. রমেন মজুমদার — শোয়া বসা দাঁড়ানো ২৫
ঐ — শিশু কিশোর-কিশোরী যুবক-যুবতী ২৫
ঐ — আহার নিদ্রা ব্যায়াম ২৫
কমল বিকাশ ব্যানার্জী — সংস্কার, কুসংস্কার ও বিশ্বাস ২৫
আবীর গুপ্ত — বায়ু মেঘ ও বৃষ্টি ২৫
শ্রীজিৎ ভট্টাচার্য — শরীর নিয়ে প্রশ্ন ২৫
অনুপরতন ভট্টাচার্য—নিউটন গেলেন আইনস্টাইন এলেন ২৫
অমল কে. ভৌমিক — অঙ্ক যখন কেবল খেলা ২৫
ঐ — সংখ্যার সাজঘরে ২৫
ঐ — অঙ্কে অঙ্কে আই কিউ ২৫
গুরুদাস বাজানী — অঙ্কের খুটিনাটি ২৫
বেস্টবুকস্ ১এ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ ☎ ২২৫৭ ১০৯৬

কুইজ অ্যান্ড জিকে
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, প্রাইমারি টিচার, SSC, PSC, পরীক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যপাঠ্য বই। সংকলন খান্না, ঘোষ, দত্ত। দাম ৭০
বেস্ট অফ আগাথা ক্রিস্টি
৩টি জনপ্রিয় উপন্যাস—মার্ডার ইন দ্য ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস, হিকোরি ডিকোরি ডক, মার্ডার ইন মেসোপটেমিয়া। দাম ৬০
ছোটদের সেরা সঞ্চয়ন
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের পথের পাঁচালী এবং আরো একগুচ্ছ গল্প। ৫০
কিং কং
কিং কং-এর গল্প। চলচ্চিত্রের রঙিন ছবিসহ লিখেছেন উত্তম ঘোষ। দাম ৩০
৫০০১ কুইজ ৫০
ঘরে বসেই বিজ্ঞানী ৩০
Dial 2241 5903 for FREE Home Delivery in Kolkata
সাহিত্য তীর্থ: ৮/১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলি-৭৩

একটা গ্রাম কুম্বা, এখানেই রিম্বোদের মাটির বাড়ি। গ্রামের মাঝখানে বিশাল মাঠ। প্রত্যেক রোববার হাট বসে এই মাঠে, আর অন্য দিন বসে ইশকুল।

যা হোক, সেই বিশাল মাঠের পশ্চিম দিকে যে মস্ত তেঁতুলগাছটা দূর ডিমল্যাং পাহাড়ের অনেকটা ঢেকে রেখেছে, সেই গাছের ছায়াতেই ওকরার ঝুড়ি নিয়ে বসেছে রিম্বো।

ভাগ্যও ভাল, ঝুড়ির সব্জি বিকিয়েও গিয়েছে অনেকটা, বেলা এখন শেষের দিকে। উঠে পড়ল রিম্বো। সামনে কার বাছুর বাঁধা। বাকি ওকরা ক'টা বাছুরের মুখে তুলে দিল সে। তারপর খালি ঝুড়ি মাথায় করে দৌড়। মাম্বাজেঠুর দোকান থেকে মায়ের জন্য কিছু খাবার নিয়ে নেবে।

সবে মাঠ পেরিয়েছে, এমন সময় একটা হইচই শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল রিম্বো। বেশ কিছু মানুষ জটলা পাকিয়ে উৎসুক হয়ে দেখছে কী একটা। কাছে গিয়ে রিম্বো দেখল, সাদা পাগড়ি মাথায় একটি লোক কাঠের একটা খাঁচা নিয়ে বসেছে। খাঁচার মধ্যে এক হাত লম্বা কী সুন্দর একটা নীল রঙের পাখি। লেজটা আবার টকটকে লাল। লোকটি খুব চেঁচাচ্ছে, "এমন পাখি জলের দরে ছেড়ে দিচ্ছি। একদম সস্তা, নিয়ে যান।"

রিম্বো লক্ষ করল কেনার কথা বলছে না কেউ। শুধু এটা সেটা নিয়ে খাঁচার মধ্যে পাখিটাকে খোঁচা দিচ্ছে। পাখিটা ভয়ে যেন দমবন্ধ করে বসে আছে। একটুও নড়ছে না। একবার-দু'বার চোখটা যা পিটপিট করল।

যার পাখি সেও তেমনই, পাখিটার দিকে কোনও নজর নেই। 'একদম সস্তা, একদম সস্তা,' করে একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। রিম্বো ঠেলাঠেলি করে একদম কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "আমি পাখি নেব, কত দিতে হবে?"

সাদা পাগড়িওলা লোকটি খুব চালাক। রিম্বোর মুখ দেখেই বুঝেছে, এ ছেলে পাখির মায়ায় পড়েছে। বলল, "সাড়ে সাতশো কোবো।"

বাপ রে, বলে কী! সাড়ে সাতশো! একশো কোবোতে এক নায়রা। তার মানে সাড়ে সাত নায়রা। নায়রা কী বুঝতে পারছ তো, নায়রা হল এই দেশের টাকা আর কোবো হল পয়সা। ওকরা বিক্রি করে মোটে চারশো পঁচিশ কোবো আছে ওর কাছে। কী বলবে ভেবে পেল না।

"তুই কত দিতে পারবি?" লোকটি জিজ্ঞেস করল। "জলের দামেই ছেড়ে দিই।"

"একশো কোবো দিতে পারব।" রিম্বো বলল।

"খাঁচার দামই তো দু'শো কোবো। পাখিটা কি এমনি নিবি?"

"তবে শুধু পাখিটাই দাও।"

"বুদ্ধুরাম। খাঁচা ছাড়া পাখি রাখবি কোথায়? বাড়িতে খাঁচা আছে?" বলল লোকটি, "তা ছাড়া পাখিটা নিয়ে যাবিই বা কী করে?"

"আমি ঠিক নিয়ে যাব," বলল রিম্বো। ওর উদ্দেশ্য অন্যরকম। একবার লোকটির হাত থেকে পাখিটা নিতে পারলে হয়। নীল পাখি নীল আকাশে উড়িয়ে দেবে।

মা বলেন, 'কাউকে বেঁধে রাখতে নেই। ঠাকুর রাগ করেন।'

লোকটি আর কথা বাড়াল না। খাঁচাটা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে চেঁচাতে লাগল, "সোনার পাখি, স্বপ্নের পাখি মাত্র সাতশো কোবোতে, মাত্র সাতশো...।"

খাঁচার ঝাঁকুনিতে পাখিটার কষ্ট হচ্ছে। ডানা ঝাপটে, নখ আঁকড়ে ঠিক থাকার চেষ্টা করছে। রিম্বো মরিয়া হয়ে বলল, "চারশো পঁচিশ কোবোতে দেবে?"

মুখ ভেটকে, কপাল কুঁচকে লোকটি তাকাল ওর দিকে। তারপর হঠাৎ যেন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল, "যা, নিয়ে যা। ছেলেমানুষ বলে ছেড়ে দিলাম। দাম দে আগে।"

চারশো পঁচিশ কোবো তিনবার করে গুনল লোকটি। তারপর খাঁচার দরজা খুলে বের করে আনল পাখিটিকে। দু' হাতে পাখি নিয়ে ছুট দিল রিম্বো। আনন্দের চোটে ভুলেই গেল মাটিতে নামানো ঝুড়িটার কথা, মাম্বাজেঠুর দোকান থেকে খাবার আনার কথা। পাখিওলাকে ঘিরে থাকা লোকগুলোর দৃষ্টির নাগাল না পেরনো অবধি ছুট, ছুট, টানা ছুট।

আর কেমন আশ্চর্য, পাখিটিও দিব্যি ওর দু' হাতের মধ্যে চুপটি করে বসে থাকল। ডানা ঝাপটাতেও ভুলে গেল। ছুটতে-ছুটতে গ্রামের শেষটায় মস্ত

ইরোকো গাছটির নীচে যখন থামল রিম্বো, তখন লাল লেজটা নাড়িয়ে টুইটি-টুইটি করে ডেকে উঠল পাখিটি।

"দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি," রিম্বো বলল। দু' হাত উঁচু করে উড়িয়ে দিল পাখিটিকে, "যা উড়ে যা, উড়ে যা যেখানে খুশি।"

নীল পাখির তখন কী আনন্দ। শিস দিয়ে গান গেয়ে উঠল, উড়তে লাগল রিম্বোর মাথার ঠিক উপরে। তারপর পাড়ি দিল ব্যেনু নদীর দিকে। সবুজ বন আছে নদীর ওপারে।

রিম্বো তাকিয়ে রইল হাঁ করে। যতক্ষণ না নীল আকাশে নীল পাখি ছোট হতে-হতে একেবারে মিলিয়ে গেল, যতক্ষণ পর্যন্ত পাখির গান ওর মনকে আচ্ছন্ন করে রাখল, ততক্ষণ অবধি তাকিয়ে থাকল ও। তারপর যখন ডিমল্যাং পাহাড়ের বেখেয়ালি একটি মেঘ শেষবেলার লাল আলোয় লাগাম টেনে ধরল, ঠান্ডা দমকা বাতাসে ইরোকো গাছটার ডালপালা ঝটপটিয়ে উঠল, তখন ওর খেয়াল হল, তাই তো, এ কী কাণ্ড করে বসল সে। নীল পাখিকে নীল আকাশে ওড়াতে গিয়ে সব কিছু খুইয়ে বসেছে যে! কী হবে এখন? খালি হাতে বাড়ি ফিরবে? মা বসে আছেন পথ চেয়ে, কী করবে এখন?

মনের দুঃখে ধপ করে বসে পড়ল গাছের নীচে, মাটির উপর। সামনে একটা আগাছার ঝোপ। সব্জে-হলদে ফুল ফুটেছে অনেক। অন্যমনস্ক চোখেই খেয়াল হল, আরে এ তো আগাছা নয়, মিষ্টি আলুর গাছ। এ গাছ ও চেনে। মা চিনিয়ে দিয়েছেন।

এক লাফে উঠে পড়ল রিম্বো। মিষ্টি আলু খেতে মা ভালবাসেন খুব। দেখা যাক, পাওয়া যায় কি না! ঝুড়ি ভর্তি করে এইই নিয়ে যাবে। ঝুড়ির কথা মনে হতেই খেয়াল হল, যাঃ, ঝুড়িটিও তো সে ফেলে এসেছে কোথায়! যাকগে, দু'টো হাত আছে, হাফপ্যান্টের দু'টো পকেট আছে, সব মিষ্টি আলুতে বোঝাই করে নিয়ে যাবে।

যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। কিন্তু সেটা হল কই? ঝোপঝাড় খুঁজে-খুঁড়ে একটিও আলু মিলল না। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। মেঘের পর মেঘ এসে জমছে কোত্থেকে। ঠান্ডা বাতাসে মেঘবরন আদুড় গা কেঁপে-কেঁপে উঠছে, আকাশের জল নামার আগেই চোখের জলে বান আসবে-আসবে করছে। এমন সময় পায়ের কাছে কী একটা ঠেকল। ছোট্ট একটা কাঠের পুতুল। কাদামাটি জমে নোংরা হয়ে আছে। ছোটই বেশ, মুঠোয় ভরলে দেখা যায় না। হাতের চেটো দিয়ে মাটি ঝরাতে কিছুটা পরিষ্কার হল পুতুলটি। ভাল করে দেখবে বলে মাথাটা ঝুঁকিয়েছে, হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে বলে উঠল, "ওশে, ওশে।" মানে হল 'ধন্যবাদ'।

চমকে পিছন ঘুরতে যত না ভয় পেল, তার চেয়ে অবাক হল বেশি। একটি লোক, লোকই বটে। কারণ, অত গম্ভীর আওয়াজ বাবা-কাকাদের গলাতেই হয়। যদিও লম্বায় রিম্বোর চেয়ে অন্তত এক বিঘত ছোট। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, লোকটি দেখতে অবিকল রিম্বোর হাতের পুতুলটির মতো। মাথায় পালকের মুকুট। কানে কাঠের লম্বা দুল। হাতে একটি ছোট বল্লমও রয়েছে। পুতুলটি ওকে দেখেই তৈরি করা হয়েছিল বোধ হয়। পরিষ্কার করাতে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

লোকটি এক হাত এগিয়ে এল, "ঠিক আন্দাজ। আমারই সাজ।"

আশ্চর্য, লোকটি মনের কথা টের পায় যে! খিকখিক করে অনেক হাসল লোকটি। কালো মুখে দুধের মতো বত্রিশ পাটি সাদা দাঁত ঝকমকিয়ে উঠল, "ওইটে দাও। খুশি মনে ফিরে যাও," বলল লোকটি। বাঁ হাতে বল্লম, ডান হাতটি পেতে ধরেছে রিম্বোর সামনে।

খুশি মনে ফিরে যাও! বললেই হল আরকি। রিম্বোর যে কী অবস্থা, লোকটি যদি জানত। পুতুলটি লোকটির হাতে দিয়ে দিল ও। মন খারাপটা আবার ফিরে আসছে। গুড়গুড়িয়ে ঢেউ উঠছে গলার কাছটিতে। লোকটি কে, জানতে ইচ্ছে করলেও মুখে বলল না কিছু।

"ওশে, ওশে।" আবার ধন্যবাদ দিচ্ছে।

"আমার কথা মা জানেন।
তিনি আমায় দেবতা মানেন।
তুমি এখন এইটে রাখো,
মনের দুঃখ ভুলে থাকো।"

বেশ কথা বলে তো! আর মনটাও দেখতে পাচ্ছে ঠিক-ঠিক। আপনাতেই রিম্বোর ডান হাতটা এগিয়ে গেল লোকটির দিকে। লাল-সাদা একটা জামা পরেছে লোকটি। পুতুলটি তারই ভিতর কোথাও একটা পুরে দিয়েছে আগেই। এবার কালোমতো একটা চ্যাপটা বাক্স বাড়িয়ে দিল রিম্বোর দিকে। হাতে নিয়ে বুঝল, জিনিসটি একটি তার-ছাড়া টেলিফোন। হুদিনকাকার হাতে এই জিনিসটি দেখেছে ও। ছোট-ছোট বোতামগুলো টিপলে কথা ভেসে আসে দূর থেকে। জিনিসটি কানের কাছে নিয়ে শুনতে হয়। কিন্তু এ জিনিস নিয়ে রিম্বো কী করবে? বাবা বলেন, "এ জিনিস ঘরে রাখা মানে হাতি পোষা। তা ছাড়া..."

"তা ছাড়া আর কিছু না। অতশত ভেবো না।"

আশ্চর্যভাবে রিম্বোর মনের কথা শুনতে পাচ্ছে লোকটি। মুখে কিছু বলতে হচ্ছে না।

" 'এশু' লিখে দিলে ডাক,
হাজির হবই কাজ যত থাক।
মনের সাধ মিটিয়ে নেবে,
একবার, দু'বার, তিনবার হবে।
দুঃখের মেঘ কেটে যাবে,
খুশির সানাই শুনতে পাবে।
এবার আমায় বিদায় দাও,
খুশির ভেলায় মন ভাসাও।"

বলেই লোকটি পিছন ঘুরল। তারপর তিড়িং করে এক লাফে সোজা ইকোরো গাছের পিছনে।

রিম্বো এতক্ষণ পুরো নট-নড়নচড়ন ছিল। আসলে ঘটনাটা এমন, এতে অবাক হওয়া চলে, ভয় পাওয়াও চলে, আবার মজা পাওয়াও চলে। সত্যি বলতে কী, অনুভূতির এই তিন রকম স্পর্শে রিম্বোর মাথাই ঠিক কাজ করছিল না। লোকটি চলে যেতেই সম্বিৎ এল যেন। দৌড়ে গেল ইরোকো গাছটার পিছনে।

না। কেউ কোথাও নেই। দু'টো কাঠবিড়ালি গাছ থেকে নেমে আসছিল, রিম্বোকে দেখে দিক পালটে আবার গাছেই উঠে পড়ল। আশ্চর্য, জাদু নাকি! লোকটি গেল কোথায়? এসেছিল! নাকি স্বপ্ন দেখছিল। না, তাই বা কী করে হয়! দিব্যি কালো রঙের ফোনটা রয়েছে হাতে।

জাদু জানে নাকি লোকটি? রিম্বো এবার একটু ভয়ই পেল। ঘর-ফেরতা এত পাখির ডাকের মধ্যেও হঠাৎ করে চারপাশ কেমন নিঝুম মনে হতে লাগল। আকাশ জুড়ে কখন যে বিদ্যুৎ চমকানি শুরু হয়েছে, সেটাও যেন এখনই খেয়াল হল। ডান হাতে লোকটির দেওয়া, না

বাংলায় কম্পিউটারের বই
কৌশিক দত্ত ও সোমা রায়চৌধুরীর
প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা ১২৫
ওয়ার্ড ১২৫ এক্সেল ১২৫
পাওয়ারপয়েন্ট ৮০ ইন্টারনেট ৭৫
কোরেল ড্র ১২৫ পেজমেকার ৭৫
অ্যাডোব ফটোশপ ১৫০
স্কুলের পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য অবশ্যপাঠ্য বই
সহজে শেখো কম্পিউটার
(১, ২, ৩, ৪)
অঞ্জলি প্রকাশনী
বিদ্যাসাগর টাওয়ার, শপ ১৬ (দোতলা)
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
ফোন : ০৯৪৩৩৪২৮০৯১/০৯৪৩৩৪২৮০১৩
E-mail: anjaliprokashani@hotmail.com / @yahoo.co.in

প্রথম ১০০ বাঙালি ৫০
রোমাঞ্চকর রহস্য গোয়েন্দা গল্প ৮০
আগাথা ক্রিস্টি ৫০ ১৪০
বরণীয় বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক ৫০
সেভেন ইন্ডিয়ান ক্লাসিকস্ ৭০
সচিত্র ছোটদের টারজন সমগ্র ১২৫
এ্যাডভেঞ্চার অমনিবাস ৬০
শার্লক হোমস অমনিবাস ১৬০
এইচ জি ওয়েলস্ অমনিবাস ৮০
প্রফেসর চ্যালেঞ্জার সমগ্র ৫০
Dial 2241 5903 for FREE Home Delivery in Kolkata
তুলি-কলম : ১এ, কলেজ রো, কল-৯ Phone 2219 8161

অভিধান সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন
সুভাষ ভট্টাচার্যের
বিবিধ বিদ্যার অভিধান
(দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ) মূল্য : ১২০
A Dictionary of English
PHRASES and IDIOMS
প্রতিটির অর্থ ইংরেজি ও বাংলায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
মূল্য : ১৫০
দে বুক কনসার্ন
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

এশুর দেওয়া জিনিসটি নিয়ে দৌড় দিল বাড়ির দিকে।

মাথায় ঝুড়ি নেই, পকেটে পয়সা নেই, হাতে মায়ের জন্য খাবারও নেই। তবুও রিম্বোর মনে হচ্ছে, ওর অনেক কিছু আছে। সব কিছু আছে। একের পর এক বিজলিরেখা আকাশ শানিয়ে ঝিলিক দিচ্ছে, আর রিম্বো ভাবছে, এর পরের ঝলকানিটা ফুটে ওঠার আগেই পৌঁছে যাবে মায়ের কাছে। মনের মধ্যে কেবলই খেলছে লোকটির কথাগুলো—

'এশু' লিখে দিলে ডাক,
হাজির হবই কাজ যত থাক।
মনের সাধ মিটিয়ে নেবে,
একবার, দু'বার, তিনবার হবে।
দুঃখের মেঘ কেটে যাবে,
খুশির সানাই শুনতে পাবে।
এবার আমায় বিদায় দাও,
খুশির ভেলায় মন ভাসাও।

বাড়ি যখন ফিরল রিম্বো, তখন ঝুপঝুপ অন্ধকার চার দিকে। টুপটুপ বড়-বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে কালো আকাশটা থেকে। খোলা দরজায় মা বসে আছেন রিম্বোর পথের দিকে তাকিয়ে। দূর থেকে ওকে আসতে দেখে দরজা ধরে উঠে দাঁড়িয়েছেন। টলমল করে কাঁপছে তাঁর শরীর। রিম্বো ছুটে মাকে ধরে ফেলল।

"কোথায় ছিলি এতক্ষণ? আর এ কী চেহারা করেছিস বাবা?"

"বলছি মা, সব বলছি। ভিতরে এসো, মজার কাণ্ড।" রিম্বো বলল। হাতের মুঠোয় রয়েছে একটু আগের বিচিত্র ঘটনার সাক্ষী সেই তার-ছাড়া ফোন।

কোথায় আবার কী কাণ্ড করে এসেছে ছেলে, কে জানে! বললেন, "সব্জি সব বিক্রি হয়েছে তো? ঝুড়িটাও আনিসনি দেখছি।"

"ও সব বাদ দাও মা।" রিম্বোর তর সইছে না। লোকটি বলেছে সে দেবতা, মা জানেন তার কথা। সারাদিনে যা যা ঘটেছে আদ্যোপান্ত সব গড়গড় করে বলে চলল।

মা কখনও রাগ করলেন, কখনও দুঃখ করলেন, আর সব শেষে চরম বিস্ময়ে, পরম শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালেন। কী বলছে রিম্বো? কাকে দেখে এল বনে? বর্ণনা শুনে মনে হচ্ছে, দেবতা এশু নিজে এসে দেখা দিয়েছেন রিম্বোকে।

কী ভাগ্য! কী ভাগ্য!

এশু ইয়োরুবা জনজাতির বার্তার দেবতা, যোগাযোগের দেবতা। রিম্বোরাও তো ইয়োরুবা জাতির মানুষ। সেই কবে, কোন কালে নাইজার নদীর পার ছেড়ে এ অঞ্চলে চলে এসেছিলেন রিম্বোর পূর্বপুরুষরা। কত বড়, কত মহান ওয়ো সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাঁরা।

রিম্বোরা কী করে যে এত গরিব হয়ে গেল, কে জানে! এত দিনে কি দেবতা এবার মুখ তুলে চাইলেন! তাড়াতাড়ি ঘরে আলো জ্বালালেন মা। ফোনটা ধরলেন সেই আলোয়। পাঁচ-ছ' আঙুলের মতো লম্বা বাক্স। উপরটায় কাচ লাগানো, নীচে পাঁচ সারি বোতাম। সেগুলোর নীচে-নীচে খুদে-খুদে অক্ষর।

"কী বলেছিলেন তিনি?" মা জিজ্ঞেস করলেন। পরম বিশ্বাসে, চরম উত্তেজনায়, গলা কাঁপছে মায়ের। রিম্বো এক দমে বলে গেল, একটা শব্দও ভোলেনি সে।

" 'এশু' লিখে দিলে ডাক,
হাজির হবই কাজ যত থাক।
মনের সাধ মিটিয়ে নেবে,
একবার, দু'বার, তিনবার হবে..."

"দাঁড়া, দাঁড়া।" মা থামালেন ওকে, "দেবতা এশুর নাম লিখতে হবে আগে। তবেই তিনি আসবেন, মনের সাধ মেটাবেন। আর একবার, দু'বার, তিনবার হবে। মানে উনি তিনবারের বেশি সাধপূরণ করবেন না। কিন্তু এতে কীভাবে দেবতার নাম লিখব রে?"

রিম্বোর মাথা পরিষ্কার। বোতামগুলোর নীচে সব অক্ষরমালা আছে। সেগুলো টিপেই 'এশু' লিখতে হবে মনে হচ্ছে। "আমি বুঝেছি," বলে মায়ের কাছ থেকে ফোনটা হাতে নিল রিম্বো। আর কী কাণ্ড, বোতামে চাপ দিতেই নরম সাদা আলো জ্বলে উঠল কাচের জায়গাটিতে। সঙ্গে যে অক্ষরটা

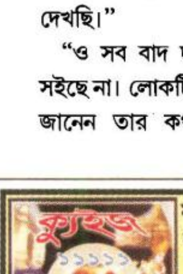

সব ধরনের প্রতিযোগিতায় একান্ত অপরিহার্য
বাংলা ভাষায় একখণ্ডে বৃহত্তম ক্যুইজের বই
ক্যুইজ ১১১১১
বিভিন্ন বিষয়ে ১১১১১ টি
আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তরের বিপুল সম্ভার,
অজস্র রঙিন ও সাদা-কালো ছবিসহ
চমৎকার বোর্ড বাঁধাই।
দাম ১৬০ টাকা
অক্ষয় মালঞ্চ
বি-৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা- ৭, ☎ ৬৫১০-৭৩৩০
KoroK

টিপেছে, সেটাও ফুটে উঠেছে দিব্যি। সাংঘাতিক উত্তেজনায় ধুকপুক করছে দু' জনের বুক।

এবার 'এশু' নামটা পুরো লিখতেই তাজ্জব কাণ্ড। কাচের খোপে সেই লোকটির মুখ। সেই মাথায় পালকের মুকুট। সেই কানে কাঠের লম্বা দুল। সেই ঝকঝকে দাঁতের চকচকে হাসি।

দেবতা এশু! কী বিস্ময়, কী বিস্ময়!

মায়ের মুখে কথা আসছে না। তন্ময় হয়ে তাকিয়েই আছেন। কী বর চাইতে হবে মনেই আসছে না কিছু। রিম্বোরও একই অবস্থা। একটা ভয়-ভয়, একটা অবাক-অবাক ঘোরে মুখে কথা আসছে না। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল কাছেই। আর সেই শব্দে সম্বিৎ ফিরল দু' জনের। মনের এখন একটাই সাধ, এমন হতদরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন ঘটুক, সেটাই চাইলেন মায়ে-পোয়ে। "তাই হবে," বলে বিদায় নিলেন দেবতা এশু। সাদা আলো মিলিয়ে গেল। হাতের ফোনে আঁধার নেমে এল।

আর কী আশ্চর্য, পরের দিন সকালবেলাই রিম্বোর বাবা নাচতে-নাচতে শহর থেকে ফিরে এলেন। তাও আবার মোটরগাড়ি ভাড়া করে, সাতশো রকম জিনিস নিয়ে। কবে কোন সময়ে একটা লটারির টিকিট কিনেছিলেন। ঠাকুরের এমন কৃপা, এক্কেবারে প্রথম পুরস্কার পেয়ে গিয়েছেন। পুরো বিশ লাখ নায়রা। একশো নায়রায় এক ডলার। আর এক ডলারে প্রায় পঞ্চাশ টাকা। বুঝতে পারছ কত টাকা উনি লটারি পেলেন!

॥ ২ ॥

এর মধ্যে কেটে গেল তিনটে মাস। শীতকাল এখন। হিম বাতাস বইছে কুম্বা গ্রামের উপর দিয়ে। ঠান্ডা পড়েছে জব্বর। এমন শীত পড়ে না এ অঞ্চলে তেমন। তবে শীত থাকলেও, শীতের কামড় নেই। শীতের কনকনানি নেই। শীতের ঠকঠকানি নেই। কেউই কাবু নয় এই শীতে। হিমেল বাতাস ঠেকানোর সব উপায়ই যে আছে সকলের কাছে। ঘরের চালে ফাঁক নেই। মাটির দেওয়ালে ফোকর নেই। যেটুকু আলটপ্‌কা হাড়কাঁপুনি হাওয়া এদিক-ওদিক থেকে উপচে পড়ে ঘরে ঢুকছে, সেও থমকে গিয়েছে লেপ-কম্বল, কাঁথা-সোয়েটারের পুরুষ্টু দেওয়ালে। হিম হাওয়ার ছোঁয়ায় ওম দিচ্ছে শীতের পশম।

আরামে আপ্লুত সকলে। উপভোগ করছে শীতের মজা। আর কত যে ধন্যবাদ, কত যে আশীর্বাদ দিচ্ছে রিম্বোদের, তার কোনও হিসেব নেই। দেবে না-ই বা কেন, ওদের জন্যই তো আজ কুম্বা গ্রামে এত সুখ, এত মজা, এত আনন্দ। কত লোকই তো লটারি পায়, কিন্তু রিম্বোর বাবা দোসানমুর যেমন করেছেন, তেমন কি কেউ করেন? খালি নিজের শখ-আহ্লাদ মিটিয়েই গুটিয়ে যাননি মানুষটি। সব সময় বলেন, "আরে বাবা, এ লটারির টাকা। এ টাকা সকলের জন্যে।"

তা সকলের জন্যেই বটে। এই তিন মাসে গ্রামের ভোলটাই প্রায় বদলে দিয়েছেন দোসানমু। মরা জমি উদ্ধার করেছেন। মান্ধাতার আমলের লাঙলের বদলে কত রকম সব আধুনিক যন্ত্রপাতি এনেছেন চাষের জন্য। কাঁচা রাস্তাগুলো পাকা করেছেন। জলের কল বসিয়েছেন। দূর শহর থেকে হপ্তায় দু' দিন পয়সা খরচ করে ডাক্তার আনছেন। এমনকী আস্ত একটা হাসপাতাল বানানোরও ভাবনা আছে নাকি মনে। তবে সবচেয়ে বড় কাজটি হল, সিমেন্টের দু' তলা ইশকুল বাড়িটা বানানো। তুমুল বর্ষাই নামুক, কি দূর সহারা মরুভূমি থেকে দলছুট গা-জ্বালানো হারমাট্টান বাতাস আসুক, ছোটরা এখন নিশ্চিন্তে লেখাপড়াটা করতে পারবে। তা ছাড়া ব্যেনু নদীতে বান এলে ইশকুল বাড়িতে ক' দিনের জন্য মাথাটুকু তো অন্তত গোঁজা যাবে। অনেক দিন পর স্বস্তির নিশ্বাস, আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভাসছে কুম্বা গ্রামের সকলে। শুধু একজনই খুব অসুখী। তিনি হলেন হুদিনকাকা।

গ্রামের এই সমৃদ্ধি, তাঁর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে চলেছে ক্রমশ। তাঁর মনে শান্তি নেই, সুখ নেই। লোকে যত রিম্বোদের সুনাম গায়, তত তাঁর মনের ভিতর আগুন জ্বলে, হিংসার আগুন। সেই আগুনে ছারখার করে দিতে ইচ্ছে করে রিম্বোদের। ধূর্ত শিয়ালের মতো সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছেন তিনি। চল্লিশ বছরের জাদু-অভিজ্ঞতা বলছে, দোসানমুরের লটারি পাওয়ার পিছনে কিছু একটা অলৌকিক শক্তি আছে, একটা অপার্থিব হাত আছে। কিন্তু কী সেই শক্তি, কী সেই হাত, বুঝতে পারছেন না হুদিনকাকা। শুধু জানেন, কোনও দৈব অনুগ্রহে এক জাদুযন্ত্র আছে তাঁদের ঘরে। তার জোরেই এত রমরমা। সেটি হাতাতে পারলে হুদিনকাকার ইচ্ছে মেটে।

আজ রাতে তাই তন্ত্রসাধনায় বসবেন তিনি। কত বছর আগে, কত কষ্টে মায়াবী ভুডু বিদ্যা শিখেছিলেন। আজ তা কাজে লাগাবেন। কঠিন ধ্যানে মৃতলোকের দেবতা বনদিউকে জাগিয়ে তুলবেন। বনদিউ প্রসন্ন হলে তাঁর অনুচর প্রেত লোয়ার সাহায্য পাবেন তিনি। লোয়াই এনে দেবে সেই জাদুযন্ত্র। এর পর শুরু হবে আসল খেলা। গ্রামের মানুষকে উচিত শিক্ষা দেবেন হুদিনকাকা। আজন্মের মতো ডাকিনী মায়ার জালে আটকে থাকবে এই কুম্বা গ্রাম।

প্রেতলোকের অশুভ শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে ধ্যানে বসলেন হুদিনকাকা, অমাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে প্রকৃতি রুষ্ট হল। প্রাণীকুল ভয় পেল। একটানা তিন দিন তিন রাত ধ্যান শেষে হুদিনকাকা যখন উঠে দাঁড়ালেন, ভীষণদর্শন প্রেতাত্মা লোয়া তাঁর পদতলে। হুকুম পালনের প্রতীক্ষায়।

হুদিনকাকা হুকুম দিলেন, "দোসানমুরের আশ্চর্য জিনিস অবিলম্বে যেন তাঁর হাতে চলে আসে।"

"যে আজ্ঞা।" বলে প্রেতাত্মা লোয়া ঝড়ের বেগে অদৃশ্য হল। কয়েক মুহূর্ত পরেই রিম্বোর সেই জাদুযন্ত্র এসে গেল হুদিনকাকার কঙ্কালসার হাতে।

কিন্তু এ কী জিনিস? এ তো একটা মোবাইল ফোন। এইই সেই জাদুযন্ত্র? কেমন করে জাদু হয় এতে? হুদিনকাকা বিস্ময়ে হতবাক। বিস্তর টেপাটেপি করলেন মোবাইল ফোনের বোতাম।

না। কোনও স্পন্দন নেই। কোন জাদু একে জীবন্ত করে, হাজার চেষ্টাতেও বুঝতে পারলেন না। প্রেত লোয়াও বলতে পারল না কিছু। ব্যাটারি ভরে যে চালু করবেন, এমন উপায়ও নেই। ব্যাটারি লাগানোর কোনও জায়গাই যে নজরে আসছে না। উন্মাদের মতো একটানা বোতাম টিপে চললেন হুদিনকাকা।

এদিকে রিম্বোর ভীষণ মন খারাপ। তার সাধের ফোন, তার স্বপ্নের ফোন হারিয়ে গিয়েছে কোথায়! কত যত্নে, কত

সাবধানে, নতুন কেনা কাঠের আলমারিতে রেখেছিল সেটা। রোজ একবার করে বের করে দেখত। তিন দিন হল ওটা নেই। বাবা-মা সকলেই তন্নতন্ন করে খুঁজেছেন, তা-ও পাওয়া যায়নি। যেমন এসেছিল, তেমনই উধাও হয়ে গিয়েছে। কেঁদে ভাসাচ্ছে রিম্বো। বাবা চিন্তায় আকুল, ভেবেও পাচ্ছেন না, ঘরের ভিতর থেকে জিনিসটা কেমন করে উধাও হতে পারে। মা বলছেন, "এ নিশ্চয়ই কোনও অশুভ শক্তির কাজ। দেবতা এমন করে বর ফিরিয়ে নেন না। সন্দেহ হচ্ছে, জাদুকর হুদিনকাকাই মায়ামন্ত্রে হাতিয়েছেন ওটা।

বিপদের উপর বিপদ আবার। ব্যেনু নদীতে বান ডাকছে। কুচকুচে কালো মেঘ ধেয়ে আসছে ডিমল্যাং পাহাড়ের ওপার থেকে। সূর্য তো ঢেকে গিয়েছে কবেই। কনকনে বাতাস বইছে শনশন শব্দে। সে বাতাসে ভেসে আসছে পোড়া গন্ধ। উড়ে আসছে রাশি-রাশি পোড়া, আধপোড়া পাতা। উত্তরের বনে দাবানল লেগেছে কেমন করে। এরই মধ্যে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি। চরম কোনও বিপর্যয় বুঝি নেমে আসছে কুম্বা গ্রামে। দারুণ আতঙ্কে গ্রামের সকলে নেমে এসেছে রাস্তায়। পশুপাখি সব চিৎকার শুরু করেছে।

চিৎকার করছেন হুদিনকাকাও। গলা ফাটিয়ে ডাকছেন রিম্বোকে, "বলে যা রে, কেমন করে প্রাণ আসে এ ফোনে, কোন মন্ত্রে চালু হয় এ যন্ত্র? তবেই বাঁচবি তুই। বাঁচবে তোর বাবা-মা। বাঁচবে এ গাঁয়ের সব লোক, সব জন্তু-জানোয়ার।"

জাদুফোনের ব্যবহার জানতে পারেননি হুদিনকাকা। আর তাতেই বুঝি এত রোষ তাঁর। নিজের দু' তলা মাটির বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে ছটফট করছেন তিনি। বিড়বিড় করছেন যত সব অপমন্ত্র। সাত রাজ্যের যত অনাসৃষ্টি ধেয়ে আসছে কুম্বা গ্রামে।

তবে তো ঠিকই অনুমান। হুদিনকাকারই কাণ্ড এসব। মায়াবিদ্যায় তিনি চুরি করেছেন রিম্বোর জাদুফোন। গ্রামের সকলে চলে এসেছে রিম্বোদের বাড়ি।

"বলে দে বাবা, হুদিনকাকা যা চান। বাঁচা আমাদের।"

রিম্বো কী বলবে? ভেবেও পাচ্ছে না কিছু। এক মনে ডেকে চলেছে দেবতা এশুকে, "এ বিপদ থেকে উদ্ধার করো আমায়।"

কিন্তু রিম্বোর ব্যাকুল ডাক পৌঁছচ্ছে না বুঝি এশুর কানে। প্রকৃতি ক্রমেই উত্তাল হয়ে উঠছে। অমোঘ অমঙ্গলের সময় ঘনিয়ে আসছে অতি দ্রুত। এমন সময় কালো আকাশের গায়ে এক ঝলক নীল রং ঝলসে উঠল। নীল তারার মতো নেমে এল সেই নীল পাখি। রিম্বোর জন্যেই আজ সে নীল আকাশে মুক্ত পক্ষে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখি এসে বসল সটান রিম্বোর কাঁধে। সাত সুরের মূর্ছনা তুলে রিম্বোর কানে-কানে কী বলল যেন। তারপরেই উড়ে গেল হুদিনকাকার বাড়ির দিকে।

হুদিনকাকা তখনও ছাদে। মুখে কুমন্ত্র, আর হাতে রিম্বোর জাদুযন্ত্র। সাগরের নীল জলের মতো সুনীল পাখি উড়ে আসতে দেখে তাঁর মনে হল, এতক্ষণে তবে বুঝি যন্ত্রে প্রাণ এল। অপরূপ সুন্দর এই পাখিই তবে এই যন্ত্রের প্রাণ। দেখা যাক। হুদিনকাকা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন নীল পাখির দিকে।

আর এই সুযোগে যা হওয়ার তাই হল। নিমেষে চোখের পলকে হুদিনকাকার হাতের ফোন ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিল নীল পাখি। হুদিনকাকা কিছু বোঝার আগেই পাখি উধাও।

হা হা করে উঠলেন হুদিনকাকা। লোয়াও হার মানল পাখির কাছে। আবার হুদিনকাকা ছুটলেন তন্ত্রসাধনায় বসতে। আর নয়, এবার গোটা গ্রামকে সর্বনাশের অতলে পাঠিয়ে তবেই শান্ত হবেন তিনি।

আর নীল পাখি এসে বসল রিম্বোর ছোট্ট কাঁধটিতে। বন্ধুর হাতে তুলে দিল তার জিনিস।

রিম্বোর তখন কী আনন্দ। চটপট বোতাম টিপে 'এশু' লিখে ফেলল ফোনে। সঙ্গে-সঙ্গে কাচের খোপে সেই পরিচিত মুখ। সেই মাথায় পালকের মুকুট। সেই কানে কাঠের লম্বা দুল। সেই ঝকঝকে দাঁতের চকচকে হাসি। সেই মিষ্টি সাত সুরের রিমঝিম ছড়া—

"'এশু' লিখে দিলে ডাক,
হাজির হবই কাজ যত থাক।
মনের সাধ মিটিয়ে নেবে,
আর মাত্র দু'-বার হবে-"

"ঠাকুর এশু," বলল রিম্বো। "দ্বিতীয় বরে আমাদের গ্রামকে আবার আগের মতো করে দাও। যার যা ক্ষতি হয়েছে সব মিলিয়ে যাক, যেখানে যে মারা গিয়েছে জীবন ফিরে পাক।"

মোবাইল ফোনের কাচের খোপে দেবতা উপরে-নীচে মাথা দোলালেন। সকলে ঝুঁকে পড়েছে রিম্বোর উপর। এমন অবাক, এমন আশ্চর্য কখনও হয়নি তারা। কালো মাথার ভিড়ে রিম্বোর উপর রাতের অন্ধকার নেমে এল যেন। আর ঠিক তখনই যেই না ফোনের সাদা আলো নিভে গেল, অমনি কালো মেঘের আঁচল ফাঁক করে সূর্যের সোনালি আলো ঝলমলিয়ে উঠল। বাতাসের শনশনানি থেমে গেল। পায়ের নীচে মাটির কাঁপুনি স্থির হল। ফুঁসে ওঠা ব্যেনু নদীর জল দূরে সরে গেল। বনের আগুনে যারা পুড়ে গিয়েছিল, নদীর জলে যারা ডুবে গিয়েছিল, সকলেই আবার প্রাণ ফিরে পেল। প্রজাপতি উড়ে এল, পাখি গান গেয়ে উঠল। শীত ফুরিয়ে বসন্তই বুঝি নেমে এল হঠাৎ। বিপদ কেটে গিয়েছে। আর ভয় নেই। আনন্দের জোয়ারে মেতে উঠল সকলে।

ওদিকে হুদিনকাকা ধ্যানে বসেই টের পেলেন সব। ভীষণ রাগে বিকট হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। মাথায় তাঁর আগুন জ্বলে উঠল। প্রেতাত্মা লোয়ার সঙ্গে আরও একশো অপদেবতা জুটিয়ে ছুটলেন রিম্বোর বাড়ির দিকে। আজ এস্‌পার কী ওস্‌পার।

নদীর জল আবার উথলে উঠল। ভীষণ অন্ধকারে ঢেকে গেল গোটা গ্রাম। শুরু হল উথালপাথাল ঝোড়ো হাওয়া। বিষম মেঘ গর্জনে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল আনন্দের সুর।

প্রেতসিদ্ধ হুদিনকাকা আসছেন প্রতিশোধের আগুন নিয়ে। গ্রামের মানুষ প্রমাদ গনল। কী হবে কে জানে! দেবতাকে সন্তুষ্ট করার উপায় জানে তারা। কিন্তু অপদেবতার অপরিমেয় চাহিদা কীসে মেটে জানা নেই তাদের।

রিম্বোর উপরেই রেগে উঠল একদল, "কী দরকার ছিল, হুদিনকাকার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার? যা চাইছে, দিয়ে দিলেই তো ঝামেলা চুকে যায়।"

আর-একদল বলল, "না। অনেক অন্যায় মেনেছি আমরা, আর না। হুদিনকাকার সঙ্গে লড়ব আমরা। দেখব, আজ কে জেতে, শুভ না অশুভ?"

ছুটল তারা রিম্বোর বাড়ির দিকে। অন্য

দল পালাল গ্রামের বাইরে। মাঝ পথে থমকে রইল আরও একটা দল। তাদের মনে অর্ধেক ভয়, অর্ধেক সাহস। দূরেই রইল তারা।

এসবের মধ্যেই হুদিনকাকা এসে পড়লেন রিম্বোদের বাড়ির দরজায়। হাড্ডিসার হাতে নরকঙ্কালের অস্থি। সেই অস্থি নিয়ে আঘাত করলেন রিম্বোদের কাঠের দরজায়। সঙ্গের একশো প্রেত সাতশো বিকট সুরে অট্টহাসি হেসে উঠল।

ঘরের মধ্যে রিম্বো স্থির। বাবা-মা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রিম্বো জানে এখন ওকে কী করতে হবে। চোয়াল শক্ত ওর, নিষ্কম্প হাতে নিমেষে 'এশু' লিখল জাদুফোনের বোতাম টিপে। সঙ্গে-সঙ্গে দেবতা এশু হাজির।

" 'এশু' লিখে দিলে ডাক,
হাজির হবই কাজ যত থাক।
মনের সাধ মিটিয়ে নেবে,
আর মাত্র একবার হবে..."

হ্যাঁ, রিম্বো জানে। আর একটিই বর বাকি আছে। সেটাই চাইবে এক্ষুনি। দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করছে, যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়বে। দরজা-জানলার ফাঁক-ফোকর থেকে বরফের মতো শীতল হাওয়া এসে ঢুকছে। কী ভয়ংকর, কী ভয়ংকর সব মূর্তি ধারণ করছে, সেই শীতল হাওয়া। প্রেতাত্মায় ঘর ভরে উঠছে।

ধপ-ধপ দু'টো শব্দ হল। মা-বাবা মূর্ছা গেলেন। নেহাত রিম্বোর অপাপবিদ্ধ হাতে ফোনটা আছে, তাই কাড়তে পারছে না কেউ। এবার দুড়ুম করে হুড়মুড়িয়ে একটা ভীষণ শব্দ। সদর দরজা ভেঙে পড়ল। জ্যান্ত নরকঙ্কালের মতো সেখানে দাঁড়িয়ে হুদিনকাকা। লাল চোখে আগুন ঝরে পড়ছে। অস্থিসার মুখে সাদা ফেনা। বাঁ হাতের লম্বা হাড় রিম্বোর দিকে উঁচিয়ে তীব্র হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন হুদিনকাকা।

ঠিক কী বলতে হবে রিম্বোর মুখে আসছে না। শুধু বলল, "হুদিনকাকাকে ভাল মানুষ করে দাও ঠাকুর।"

ফোনের দু' আঙুল জায়গায় এশু হেসে উঠলেন। বড়ই শান্ত, বড়ই ভরসাময় সেই হাসি। সব ভুলে রিম্বো তাকিয়ে রইল এশুর চোখে। এশু চোখ বন্ধ করলেন। চোখ বন্ধ করল রিম্বোও। এশু চলে যাচ্ছেন। কানের কাছে রিনঝিনে আওয়াজ। কে যেন বলছেন, "ওদ্যাব্‌বো, ওদ্যাব্‌বো, ওদ্যাব্‌বো।" মানে বিদায়, বিদায়, বিদায়।

ধীরে-ধীরে আওয়াজ মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জাদুফোনের আলো। রিম্বো চোখ মেলল। কী আশ্চর্য! ফোন কোথায়? ওর হাতে সেই কাঠের পুতুলটি। ব্যেনু নদীর ধারে, ইরোকো গাছের ছায়ায় যে সুন্দর পুতুলটি খুঁজে পেয়েছিল, সেটাই আবার ফিরে এসেছে ওর ছোট্ট হাতে। আনন্দে নেচে উঠল রিম্বো। পিছন ঘুরতেই বাবা-মা এসে জড়িয়ে ধরলেন ওকে।

রিম্বো অবাক হয়ে দেখল, সব আবার আগের মতো। ভাঙা দরজা জুড়ে গিয়েছে। আকাশের মেঘ কেটে গিয়েছে। সূর্যের সাতরঙা সোনা আলোয় ভেসে যাচ্ছে সব কিছু। টুইটি-টুইটি করে শিস দিয়ে উঠল কে। রিম্বো ছুটে ঘরের বাইরে এল। কী আনন্দ, নীল পাখি এসেছে আবার। বাবলা গাছে বসে লাল লেজ দুলিয়ে খুশির গান গাইছে সে। খুশির গান গাইছে সকলে। দলে-দলে আনন্দের তাল দিতে-দিতে সকলে নেমে পড়েছে রাস্তায়।

যারা পালিয়ে গিয়েছিল, নতমুখে তারা ফিরে এসেছে। এমন কাজ কখনও করবে না আর। যারা মাঝপথে থমকে গিয়েছিল, তারাও এবার লাজুক মুখে দল বেঁধেছে সাহসীদের সঙ্গে। সকলে খুশি আবার। আনন্দের মাদল বাজছে ঘরে-ঘরে।

কিন্তু হুদিনকাকা? তিনি কোথায়?

এমন সময় বাড়ির পিছন থেকে ভেসে এল মিষ্টি বাঁশির সুর। হাসতে-হাসতে ফোকলা দাঁতে বেরিয়ে এলেন হুদিনকাকা। চোখে আগুন নেই। মনে হিংসা নেই। হাতে মানুষের অস্থি নেই। চারপাশে প্রেতলোকের এতটুকু ছায়াও নেই। হাতের সেই অস্থি বাঁশি হয়ে গিয়েছে কখন। কুমন্ত্র ভুলে মাঙ্গলিক তানে ভাসছে তাঁর মন। সেই মঙ্গল তানে, সেই আনন্দের সুরে সাত রাজ্যের খুশি উপচে পড়ছে। অনাবিল আহ্লাদে মন মেতে উঠছে। সত্যিই কী ভালমানুষ হয়ে গিয়েছেন হুদিনকাকা!

রিম্বো কপালে ঠেকাল কাঠের পুতুলটিকে। চুমু খেল দু' ঠোঁট দিয়ে। মনে-মনে বলল, "ওশে, ওশে!"

ছবি: অনুপ রায়

অমিল খোঁজো তফাত বোঝো

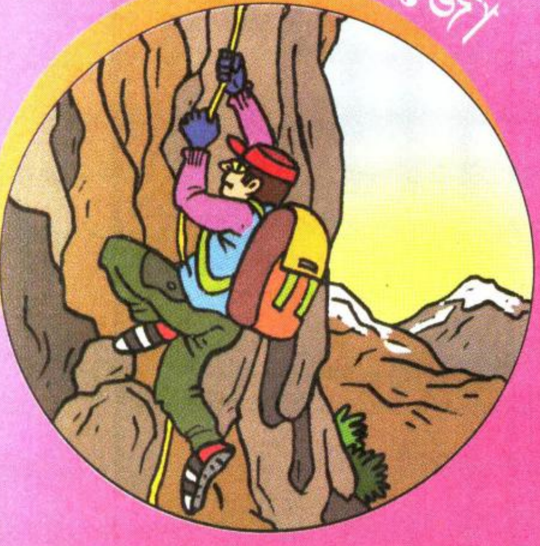

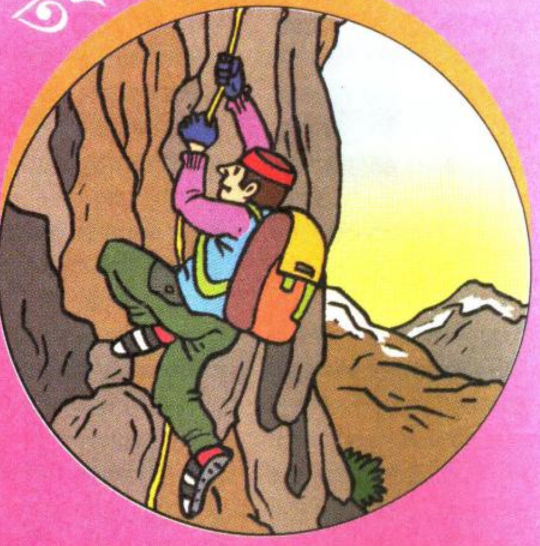

উপরের এই ছবি দু'টি দেখতে একই রকম। কিন্তু ঠিকমতো খুঁজলে পাওয়া যাবে অন্তত আটটি অমিল। খুঁজে বের করতে পারাটাই মজা। আড়চোখে আগেভাগে উত্তর দেখো না কিন্তু! উত্তর ডান দিকের পাতায়। *ছবি: সৌরভ মুখোপাধ্যায়*

হাসছি দ্যাখো

শুভদের স্কুলে চোখের ডাক্তার এসেছেন। প্রথম শ্রেণির সকলের চোখ পরীক্ষা করার পর এবার দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের দেখতে শুরু করেছেন। একে-একে শুভর পালা এল।
ডাক্তারবাবু বললেন, "তোমার একটা চশমা দরকার, তা হলেই তুমি ঠিকমতো পড়তে পারবে।"
শুভ খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করল, "চশমা পরলেই আমি ঠিক মতো পড়তে পারব?" ডাক্তারবাবু বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে।"
শুভ উৎসাহিত হয়ে বলল, "আমাকে তাড়াতাড়ি একটা চশমা দিন ডাক্তারবাবু। স্কুলে, বাড়িতে সকলে বলে, আমার দ্বারা আর পড়াশোনা হবে না। চশমা নিয়ে আমি ওঁদের দেখিয়ে দেব, আমিও সব পড়তে পারি।"

সায়নীর শিক্ষিকা পড়া ধরছিলেন। যে পড়া পারছিল না তাকে সোজা ক্লাসের বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। সায়নীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইলেকট্রিক মোটর কীভাবে চলে।
সায়নী উত্তর দিল, "ধাধাধাররররর..."
প্রচণ্ড রেগে শিক্ষিকা বললেন, "থাম!!"
সায়নী বলল, "ধাররররর... ধাপ... ধাপ... ধাপ..."

কমলেশবাবু মালিক হিসেবে বেশ ভাল। নিজের অফিসের সকলের দিকে নজর রাখেন। কিন্তু মুশকিল হয় তখনই, যখন তাঁর অফিসে কোনও নতুন লোক নেওয়ার কথা হয়। লোকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে প্রার্থীবাছাইয়ের প্রাথমিক পর্ব অবধি খুব ভাল চলে। ঝামেলা হয় মূলপর্বের বাছাইয়ের দিন। কমলেশবাবু নিজে ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজির থাকেন, আর নানা উদ্ভট প্রশ্ন করেন, যার উত্তর খুব কম প্রার্থীই দিতে পারে। ফলে বাছাইপর্ব চলে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে। অফিসের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু তাঁকে কেউ কিছু বলতেও পারে না। এরকমই একদিন মূলপর্বের বাছাই চলছে। সুপ্রতীক রায় বলে একটি ছেলেকে ইন্টারভিউ বোর্ডের সকলের খুবই পছন্দ হয়েছে। এখন সে কমলেশবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেই নির্বাচিত হতে পারে। কমলেশবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "একটি ইংরেজি শব্দ বলো যাতে কমপক্ষে ১০০টি ইংরেজি লেটার আছে।"
ছেলেটি উত্তর দিল, "P-O-S-T-B-O-X।"

তপনবাবুর ইলেকট্রনিক জিনিসের দোকান বেশ পুরনো। দোকানটির সুনামও আছে।
এক ভদ্রলোক তাঁর দোকানে এসে বলল, "আমাকে বিদেশে তৈরি একটি রেডিও দিন।" তপনবাবু তাকে জাপানের তৈরি একটি রেডিও দিলেন। কিন্তু পরের দিনই লোকটি রেডিওটি নিয়ে ফিরে এসে বলল, "আপনি আমায় ঠকিয়েছেন। রেডিওর গায়ে লেখা আছে 'জাপান মেড'। আর চালালে বলছে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'।"

অর্থ শেখো

বাংলা ভাষায় বহু শব্দ আছে, যেগুলো আমরা কথোপকথনের সময় ব্যবহার করি না। কিন্তু সেগুলোর সঠিক অর্থ জানা উচিত। নীচের শব্দগুলোর পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে তাতে দাগ দেবে।

লাজাঞ্জলি: (১) পুষ্পাঞ্জলি। (২) মুঠো-ভরতি খই। (৩) লজ্জা বিসর্জন। (৪) জলাঞ্জলি।

হাওলাত: (১) কবুলিয়ত। (২) হেফাজত। (৩) ঋণ। (৪) দান।

শফরী: (১) হাঁস। (২) পানকৌড়ি। (৩) জলপিপি। (৪) পুঁটিমাছ।

অহরহ: (১) অনেক দিন। (২) বহুকাল। (৩) প্রতিদিন। (৪) বারবার।

পেলব: (১) চিত্তাকর্ষক। (২) সৌন্দর্যময়। (৩) যা মুগ্ধ করে রাখে। (৪) কোমল।

গত সংখ্যার উত্তর

ভণ্ডুল: (৩) পণ্ড। যেমন, 'কিছুদিনের মতো বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করতে চাই, তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে।' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভ্যাবাচাকা: (২) হতবুদ্ধি অবস্থা। যেমন, 'ঘেমে নেয়ে উঠছে ভিজে ভ্যাবাচাকা একলা নিজে।' (সুকুমার রায়)

বিজৃম্ভন: (১) হাই তোলা। যেমন, 'বিজৃম্ভন করিয়া বলিলাম, এটা ভারি খটমট লাগছে।' (বনফুল)

দাবদাহ: (২) বনের আগুন। 'যে আগুন জ্বলছিল আগে ধিকিধিকি করে, সুবোধ তাকে প্রায় একটা দাবদাহ করে তুলল।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত)

অভিসন্ধি: (৪) গোপন ইচ্ছা। যেমন, 'অতিথি সৎকার ছাড়াও অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে।' (শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়)

স্কন্দগুপ্ত

অমিল খোঁজো, তফাত বোঝোর উত্তর

(১) ছেলেটির টুপির সামনের অংশটা নেই। (২) হাতের দস্তানাটা ছোট। (৩) ছেলেটির চোখে চশমা নেই। (৪) ব্যাগের একটি লেস ছোট। (৫) ছেলেটির প্যান্টের পকেটটা ছোট। (৬) ছেলেটির ডান পায়ের নীচের পাথরটা ছোট। (৭) দূরে পাহাড়ের চুড়োয় বরফ নেই। (৮) পিছনে একটি ঝোপ নেই।

সংকেত: পাশাপাশি

(১) সৈনিকের পোশাক। (৪) এই সুদৃশ্য নৌকো নদীতে দ্রুত চলে। (৬) যে লোককে ঠকিয়ে জিনিসপত্র কেড়ে নেয়। (৮) করুণা, মমতা, বেদনা। (১০) পড়ার বা পতনের অবস্থা, অবনতি। (১১) হুঁশ। (১২) ঢেউ। (১৩) প্রভু, কোনও জিনিসের অধিকারী। (১৫) চঞ্চল, ছটফটে। (১৭) শ্রীকৃষ্ণ। (১৮) শুয়ে থাকা লোকের মাথার দিক। (১৯) মৃত পতির সঙ্গে তার বিধবাকে দাহ করার প্রথা। (২০) গণেশ। (২১) সর্বদা, সব সময়।

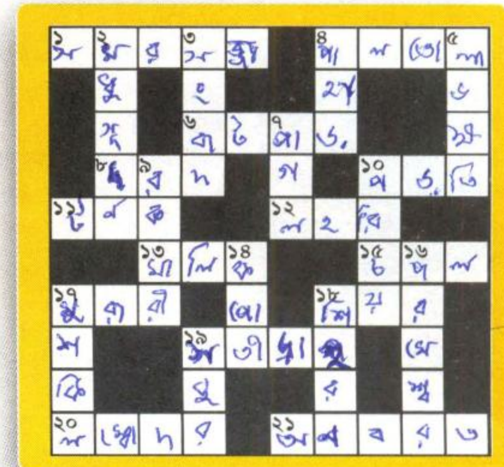

সংকেত: উপর-নীচ

(২) বিষ্ণু, 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর মহাকবি। (৩) খবর। (৪) এখানে শনৈঃ-শনৈঃ উঠতে হয়, দ্রুত ওঠা যায় না। (৫) ব্যবসায়ীরা এর দিকে সর্বদা নজর রাখেন। (৭) উন্মাদ,খ্যাপা। (৯) বিভিন্ন রকমের। (১০) আলাপ, জানাশোনা। (১৪) মেয়ে পায়রা। (১৬) ভগবান। (১৭) অসুবিধা, বিপদ। (১৮) মৃদু কম্পন। (১৯) বিলম্ব, দেরি।

দেবসেনাপতি

জ	গা	খি	চু	ড়ি		ত	ব	ল	চি
	ন		র			টি			ত্র
	বা		মা	তু	লা	নী			ক
	জ	ব	র		জু		ব	ন্দ	র
কা	না	ই			ক	ঠো	র		
		মে	ঘ	লা			বা	ম	ন
ম	য়	লা		লি		ম	দ	ত	
ন			উ	ত	রো	ল		বি	
ম			ম্ম			ম		রো	
রা	ত	কা	না		নী	ল	মা	ধ	ব

নানা রঙের রামধনু

বইমেলায় ছোটদের নতুন বই

আফ্রিকার গল্প ৩০.০০
আরতি সান্যাল
লেখিকা আফ্রিকার গ্রামে-গ্রামে ঘুরে লোকমুখে বলা গল্পগুলো সংগ্রহ করে এনেছেন। ইংরেজি এবং বাংলায় লেখা এই দ্বিভাষিক গল্পগুলো নতুন।
শিশুসাহিত্য সংসদ

বিজ্ঞানের গালগল্প
দেবীপ্রসাদ সেনগুপ্ত
বিজ্ঞানের নানারকম আবিষ্কারের গল্প ছোটদের মতো করে লেখা।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

কাকাদের কেরামতি ৪৫.০০
সম্পাদনা: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
বি এস এল এম পাবলিকেশান

আমার মা সব জানে (তৃতীয় খন্ড) ২০০.০০
অদ্রীশ বর্ধন
ছোটদের মনের নানারকম প্রশ্নের উত্তর।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

দাদাদের দাদাগিরি ৪৫.০০
সম্পাদনা: অনীশ ঘোষ
মডেল পাবলিশিং হাউস

নক্ষত্রের গান ১০০.০০
বিমান নাথ
মহাকাশের রহস্য এবং নক্ষত্র মণ্ডলী নিয়ে লেখা।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

কিশোর ঐতিহাসিক উপন্যাস ৩০.০০
প্রসিত রায়চৌধুরী
শিশুসাহিত্য সংসদ

ছোটদের বাছাই আবৃত্তির কবিতা ৭০.০০
সম্পাদনা: পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ
ছোটদের আবৃত্তি করার মতো কবিতার সংকলন।
মডেল পাবলিশিং হাউস

মুক্তোমালায় গল্পছড়া ২০.০০
সম্পাদনা: সুচিত্রা ভট্টাচার্য
নির্মল বুক এজেন্সি

দার্জিলিং জমজমাট ১০০.০০
কাহিনি: সত্যজিৎ রায়
ফেলুদাকে নিয়ে অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের আঁকা জমজমাট কমিক্স।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

রুপোর খাঁচা ১৫০.০০
প্রচেত গুপ্ত
ছোটদের মনকাড়া গল্পের সংকলন।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

গোবি মরুভূমির নীল পাহাড় পেরিয়ে
জি মেনদয়ো
অনুবাদ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ছোটদের জন্য লেখা মঙ্গোলিয়া উপকথার বাংলা অনুবাদ।
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ

সাদা ঠগি ৫০.০০
দীনেন্দ্রকুমার রায়
বুক ফ্রন্ট পাবলিকেশান ফোরাম

নেংটির পৃথিবী ৩০.০০
দীপ মুখোপাধ্যায়
শৈশব প্রকাশন

স্বজন সভায় পশুরাজ সিংহ ৬০.০০
রমা চক্রবর্তী
আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে বেড়ানোর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

নকল রাজার নাকাল ২৫.০০
সুপ্রিয়া সাহা
অণিমা প্রকাশনী

নতুন স্কুলে গঙ্গাপদ ৬০.০০
জয়দীপ চক্রবর্তী
ছোটদের জন্য লেখা ঘটনার ঘনঘটায় জমজমাট উপন্যাস।
আনন্দ পাবলির্শাস প্রাঃ লিঃ

প্রতিবন্ধীদের আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচতে হলে ৫০.০০
ডঃ রাধা নাগ
ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস

রহস্য ঘেরা মহাবিশ্ব ২৫.০০
কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
বেস্টবুক্‌স

লেজার-কার্টুনের আশ্চর্য আয়োজন নিক্কো পার্কে

প্রতি বছরই বড়দিন উপলক্ষে নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষ ছোটদের শিক্ষামূলক বিনোদনের দারুণ সব আয়োজন করেন। এবার তাঁরা এনেছেন লেজ়ার আলোর ঝলকানিতে ছোটদের মনের মতো চরিত্রদের থ্রি-ডাইমেশন কার্টুন। নাম দিয়েছেন 'লেজ়ার্টুন'। এই লেজ়ার্টুনের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং উপস্থাপনা মানিক সরকারের। ইনি পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। সরু আলোর ব্রাশ দিয়ে এঁকেছেন দারুণ সব কার্টুন।

দারুণ মজাদার কার্টুনে জমজমাট সব কাহিনি ফের ছোটদের মন জয় করবে। এই সঙ্গে আছে 'অ-এ অজগর আসছে তেড়ে' 'সান্টাক্লজ চলো না সাথে', 'যখন আমি বড় হব যাব ওই তারাতে' এবং 'ছুঁচোকত্তার বিয়ে' লেজ়ার আলোর সঙ্গে অ্যানিমেশন আর কার্টুনে জমজমাট। সঙ্গে আছে ছোটদের মনকাড়া সুরের গান। ছোটরা হাততালি দিয়ে উঠবে আনন্দে। এর সঙ্গে আছে মাথার উপর হঠাৎ-হঠাৎ ছড়িয়ে যাওয়া চোখধাঁধানো লেজ়ার আলোর শামিয়ানা। নানা রঙে আর নানা আকারে অবাক করবে ছোটদের। বড়দিন উপলক্ষে নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষ ২৩ ডিসেম্বর ২০০৬ থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০০৭, প্রতিদিন সন্ধ্যে ৩০ মিনিটের এই শো দেখাবেন। নিক্কো পার্কে বেড়াতে আসা সমস্ত দর্শকের জন্য একেবারে বিনে পয়সায় এই শোয়ের ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা।

প্রদর্শনী

কমলা গার্লস স্কুলের প্লাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে স্কুল কর্তৃপক্ষ এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। ২ জানুয়ারি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন মাননীয় রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী। ৩ জানুয়ারি থেকে ৫ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো ৩০ মিনিট পর্যন্ত এই প্রদর্শনী চলবে।

হাতের মুঠোয় বিজ্ঞান ৫০.০০
ভবানী মুখোপাধ্যায়
নির্মল বুক এজেন্সি

জগদীশচন্দ্রের ছেলেবেলা ২৫.০০
ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
এন ই পাবলিশার্স

চাঁদের ছেলে তারার মেয়ে ৩৮.০০
পুণ্ডরীক চক্রবর্তী
ভৈরব গ্রন্থালয়

ছোটদের ছন্দ শেখা ৩০.০০
হীরেন চট্টোপাধ্যায়
শিশু সাহিত্য সংসদ

ঘ্যাঁগাসুর ২৫.০০
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
বুক ফ্রন্ট পাবলিকেশান ফোরাম

জাপানি রূপকথা ৫০.০০
নির্মল দাস
সরাসরি মূল জার্মান ভাষা থেকে সহজ সরল ভাষায় অনূদিত রূপকথার বই।
শিশু সাহিত্য সংসদ

ছোটদের চিড়িয়াখানা ২৫.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
এফ আর কমেক্স

ভূতের গোয়েন্দাগিরি ৪০.০০
সম্পাদনা: পুণ্ডরীক চক্রবর্তী
নির্মল বুক এজেন্সি

বিজ্ঞানে বাঙালি ২০.০০
রতন ভট্টাচার্য
শৈশব প্রকাশন

পশুপাখির কথা ২৫.০০
যোগীন্দ্রনাথ সরকার
অণিমা প্রকাশনী

ছোটদের জমজমাট গল্প ৪০.০০
প্রশান্ত রায় বর্মন
আধুনিক পুস্তক প্রকাশন

রবিঠাকুরের স্কুল ২০.০০
গৌতম ভট্টাচার্য
এন ই পাবলিশার্স

ইন্দিরা গাঁধীর ছেলেবেলা ২৫.০০
ডঃ ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
এফ আর কমেক্স

হাসির হাটে হর্ষবর্ধন ৪৫.০০
সম্পাদনা: অনীশ ঘোষ
পারমিতা পাবলিকেশন

ছোটদের গল্পের কলকাতা ৪৫.০০
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী
শিশু সাহিত্য পরিষদ প্রকাশন

ইলিশ পাতুরির সঙ্গে সঙ্গেই
শিখে ফেলেছিলাম অফিসে কঠিন বসকে সামলাতে।
ওপেন হার্ট সার্জারি সম্বন্ধে প্রায় সবই যখন জেনে
ফেলেছি, তখন ছেলেমেয়েকে বোঝাতে বসলাম
থানকুনি পাতার গুণাগুণ। আর কী কী?
ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানের খুঁটিনাটি, আইনের মারপ্যাঁচ,
আর মেয়ের বেড়ে ওঠার সময়ের সব প্রশ্নের উত্তর।

বছর কুড়ি পরে আজও,

আমি সানন্দা
ঘরে বাইরে সমান তালে

ResponseIndia.Com

দোহায় ১০টি সোনা, ১৬টি রুপো, ২৮টি ব্রোঞ্জ, সব মিলিয়ে ৫৪টি পদক জিতেছি আমরা। গত বুসান এশিয়াডের চেয়ে ১৯টি পদক বেশি। লিখেছেন **সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়**

দোহা এশিয়াডে 'সোনা'র ভারত

মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে এসেছে সোনা

এই মহাদেশের খেলাধুলোয় গল্‌ফ থেকে শুটিং, বিলিয়ার্ডস থেকে স্কোয়াশ, এমন সব ইভেন্টে ভারতীয়রা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাজিমাত করেছেন, যা আগে ভাবাই যেত না। দশ-বারো বছর আগেও এশিয়াড মানেই গড়পড়তা ভারতীয়ের কাছে ছিল হকি, অ্যাথলেটিক্স আর একটুআধটু কুস্তি বা ভারত্তোলন। আর ১৯৯০ সালে বেজিং এশিয়াডে কবাডি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পদক সম্ভাবনা বেড়েছে। ২০০৬ সালের গোড়ার দিকে মেলবোর্নে কমনওয়েল্‌থ গেম্‌স আর শেষ পর্বের দোহা এশিয়াডে নতুন করে দিনের আলো দেখল আমাদের খেলাধুলো।

লংজাম্পে রুপো অঞ্জু ববি জর্জের

যশপাল রানা আদতে উত্তরাঞ্চলের, কিন্তু বড় হয়েছেন দিল্লিতে। ১২ বছর আগে হিরোশিমায় মাত্র ১৯ বছর বয়সে এশিয়াডে সোনা জিতে আর্কলাইটে এসেছিলেন। গত চার বছরে আন্তর্জাতিক সাফল্য ছিল না বললেই চলে। নিজেও বোধ হয় নিজের উপর বিশ্বাসটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এবার দোহায় একদিনের ব্যবধানে তিন-তিনটে সোনা জিতেছেন। ২৫ মিটার সেন্টার ফায়ার পিস্তল ওঁর প্রিয় ইভেন্ট। ১৯৯৪ সালে জাপ শহরে যশের প্রথম এশিয়াড-সোনাও এসেছিল এই ইভেন্টেই। এবার দোহাতেও তাই। তবে তার পাশাপাশি ২৫ মিটার স্ট্যান্ডার্ড পিস্তল ইভেন্টে ব্যক্তিগত ও দলগত মিলিয়ে জোড়া সোনা। মিলখা সিংহ আর পি টি উষা, দেশের সর্বকালের সেরা দুই অ্যাথলিটের নামের পাশেই এত দিন চার-চারটি এশিয়াড-সোনা জ্বলজ্বল করত। দোহায় উজ্জ্বল উদ্ভাসের পর যশপালও চিরকাল থাকবেন দুই কিংবদন্তির পাশাপাশি। এবারের এশিয়াডের যশপালকে ভোলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। এক প্রতিভাবান শুটারের পুনরুত্থানের মঞ্চ হয়ে রইল দোহা।

ভোলা সম্ভব নয় লিয়েন্ডার আদ্রিয়ান পেজকেও? এই এশিয়াডকে দ্বিখণ্ডিত করলে এক পর্বে যশপাল রানার উত্থান, অন্য পর্বে লি'র। টেনিসমহলের প্রবাদপুরুষ দেশের হয়ে যখন কোর্টে নামেন, ওঁর বুকে লুকনো থাকে ভারতের জাতীয় পতাকা। এ টি পি সার্কিটে মাঝে-মাঝেই বেপাত্তা হয়ে যান লি। অধারাবাহিক, প্রায়শই ছন্দহীন। কিন্তু জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে এমন পরিস্থিতিতে লিয়েন্ডার নিজেকে যে সীমাহীন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যেতে পারেন, বোঝা গেল। দলগত বিভাগে চিনা তাইপের কাছে বিশ্রী হারের পর 'হেশে'-র দায়বদ্ধতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন লিয়েন্ডার। কার্যত মুখ দেখাদেখি বন্ধ, কিন্তু দলীয় স্বার্থে কোর্টে ওঁরা পাশাপাশি। তাই-জুটিকে ফাইনালে উড়িয়ে সোনাও এল। কিন্তু তারপরেই সেই পুরনো গপ্পো। সেই বিবৃতি আর পালটা বিবৃতি। লি-হেশ আর কখনও একসঙ্গে খেলবেন কি না, তা নিয়ে যতই প্রশ্নচিহ্ন থাকুক, এই এশিয়াড নতুন করে বোঝাল, ছন্দে থাকলে ওঁরা কী না করতে পারেন। বিপক্ষের পয়েন্ট কেড়ে নেওয়ার পর সেই ট্রেডমার্ক 'হাই-ফাইভস' দোহাও দেখল। টেনিসে এবার অনেকেই ভেবেছিলেন কম করেও চারটি সোনা আসবে। আদতে এল দু'টো এবং দু'টোতেই জড়িয়ে রইলেন লিয়েন্ডার। পুরুষদের ডাবল্‌স ছাড়াও অন্যটা সানিয়াকে নিয়ে মিক্সড ডাবল্‌সে। অবাক করা হার টিম ইভেন্টে এবং মেয়েদের সিঙ্গল্‌সে। সকলকে ছাপিয়ে বিশেষজ্ঞরা গুরুত্ব দিচ্ছিলেন সানিয়াকে। ফাইনাল অবধি পৌঁছলেও শেষমেশ অবশ্য সানিয়াকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে রুপো জিতেই। মেয়েদের ডাবলসেও এসেছে রুপো। সেখানে সানিয়ার সঙ্গী ছিলেন শিখা উবেরয়। দোহার টেনিস কমপ্লেক্সে

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নজরকাড়া অনেক তারকার ভিড়ে সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিলেন লিয়েন্ডারই। দোহার জোড়া সোনা ওঁকে পৌঁছে দিল ইতিহাসে। হিরোশিমার ১, বুসানের ২ আর দোহার ২, সব মিলিয়ে এখন ওঁর ট্রোফি ক্যাবিনেটে পাঁচ-পাঁচটি এশিয়াড-সোনা। মোট পদকপ্রাপ্তির সংখ্যায় চার বছর আগের বুসানকে ছাপিয়ে গেল নবম দিনেই দোহা। এক সময় ভারত যে অ্যাথলেটিক্সে সবচেয়ে বেশি পদক পেত, সেই ইভেন্টে এবার চোখে পড়ার মতো ব্যর্থতা সত্ত্বেও পদকপ্রাপ্তিতে ভাটা পড়েনি। সোনার সংখ্যায় বুসানকে ছাপিয়ে যেতে না পারলেও সার্বিকভাবে পদকপ্রাপ্তিতে এশিয়াডে এই প্রথমবার হাফ-সেঞ্চুরি পেরিয়েছে ভারত। ১০টি সোনা, ১৬টি রুপো, ২৮টি ব্রোঞ্জ, সবমিলিয়ে ৫৪টি পদক, বুসানের চেয়ে ১৯টি পদক বেশি। কবাডিতে প্রত্যাশিতই ছিল, মিটার নয়, বরাবর ৮০০ মিটারেই বেশি স্বচ্ছন্দ তিনি। কিন্তু এশিয়াডে পিঙ্কিকে ৪০০ মিটারে নামতে হয়। প্রায় আড়াই দশক পর দোহা এশিয়াডে গল্‌ফ থেকে দলগত বিভাগে পদক এল। রুপো! তাই সই। গগনজিৎ ভুল্লার'রা সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতীয় গল্‌ফারদের উত্তরণের ধারাটা যে এশিয়াডেও বজায় রাখলেন, সেটাই অনেক। পদক এসেছে পুরুষদের সেইলিং, উশু, স্কোয়াশেও। সৌরভ ঘোষালের স্কোয়াশে ব্রোঞ্জ জেতাটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক যেমন দাবায় কোনেরু হাম্পির জোড়া সোনা। শশীকিরণ, হরিকৃষ্ণরা ব্যক্তিগত বিভাগে সোনা জিততে ব্যর্থ, কিন্তু হাম্পি বাজিমাত করেছেন। এবার দোহায় দেশকে প্রথম সোনাটিও এনে দিলেন বিজয়ওয়াড়ার এই মেয়েটিই।

অবশ্য দোহায় ভারতের ব্লেজার গায়ে অনেকেই লড়েছিলেন। প্রেমানন্দ, সানা সাই পিল্লে, গিরিশ অশোক। দোহায় এঁরা ছিলেন। কেউ সেপাক টাকরো খেলেন, কেউ রাগবি, কেউ আবার বোলিং। সেপাক টাকরোয় পুরুষ আর মেয়েদের বিভাগ মিলিয়ে দোহায় ভারত ১৪টি ম্যাচ খেলেছে। পরাজয় সবক'টিতেই। বোলিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে সেরা পারফরম্যান্স পুরুষ বিভাগে গিরিশ অশোকের, ৮১ জনের পরে শেষ করে। মেয়েদের

দাবায় টিম ইভেন্টে সোনা হরিকৃষ্ণ, হাম্পি এবং শশীকিরণের

শুটিংয়ে তিনটি সোনা যশপাল রানার

হেপ্টাথলনে সোমার রুপো ও জে জে শোভার ব্রোঞ্জ

সোনা এসেছেও। বাকি ৯টি সোনার মধ্যে দাবাড়ুরা আর লিয়েন্ডাররা দু'টি করে সোনা, যশপাল একাই তিনটি সোনা, বিলিয়ার্ডসে পঙ্কজ আডবাণী এবং মেয়েদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতেও এসেছে সোনা। হকিতে যথারীতি হতাশ করেছেন পুরুষরা, তুলনায় অনেক ভাল জ্যোতি কুল্লুরা। হেভিওয়েট দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে অন্তত ব্রোঞ্জ জিতে ভারতীয় হকির মুখরক্ষা করেছেন মেয়েরাই। তবে দোহায় সত্যি-সত্যিই লজ্জা বাড়িয়েছেন অ্যাথ্‌লিটরা। বেশ বিবর্ণ দেখাচ্ছিল ওঁদের খালিফা স্টেডিয়ামের ট্র্যাকে। শেষপর্বে মনজিৎ কৌর, পিঙ্কি প্রামাণিক, সাত্তি গীতারা মেয়েদের ৪×৪০০ মিটারের সোনাটা না জিততে দোহায় শেষ রক্ষাটাও হত না। সীমাহীন ব্যর্থতার মাঝেও এ রাজ্যের সোমা, পিঙ্কির জন্য গর্ব করতেই পারি আমরা। হেপ্টাথলনে কঠিন লড়াই সামলে সোনা না হোক, রুপোও তো পেয়েছেন সোমা। বিশেষ করে গেমস্ শুরুর আগে চাকদহের মেয়েটিকে তো হিসেবের মধ্যেই আনতে চাননি বিশেষজ্ঞরা। সেক্ষেত্রে সোমার রুপো জেতাটা একেবারে উপেক্ষা করার মতো নয়। বরং অপ্রত্যাশিত ছিল লংজাম্পে অঞ্জু ববি জর্জের সোনা না জিততে পারাটা। বুসানে সোনা পেয়েছিলেন বলেই নয়, আসলে এই মালয়ালি মেয়েটি গত দু'-তিন বছর ধরে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েল্‌থ গেমস্ বা এশিয়ান অলস্টার, পরপর সাফল্য পেয়ে আমাদের প্রত্যাশাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

পিঙ্কি প্রামাণিকের উপর বাজি ধরার কারণ ছিল, বছরের শুরুতে মেলবোর্ন কমনওয়েল্‌থে ওঁর জোড়া সোনা। পিঙ্কি দোহায় ওঁর প্রিয় ইভেন্টেই তো নামতে পারলেন না! ৪০০ মধ্যে সুমস্থি পেয়েছেন ৬৭তম স্থান। ওটাই অন্য দুই ভারতীয় মেয়ে-বোলারের চেয়ে ভাল। আর রাগবিতে আমাদের পারফরম্যান্স? চিন, শ্রীলঙ্কা আর তাইল্যান্ডের বিপক্ষে পরপর তিনটি ম্যাচে ভারতের স্কোর যথাক্রমে ০-৪১, ০-৪৮, ০-২৯!

দোহায় পদকের হাফ-সেঞ্চুরি হয়েছে, এটাও কি কম আনন্দের! খুব ভাল কথা। অনেক নতুন-নতুন ইভেন্টে দাগ কেটেছেন ভারতীয়রা।

৪০০ মিটার দৌড়ে মনজিতের রুপো

দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে এই প্রথম টেস্ট ক্রিকেট জিতল ভারত। শ্রীশান্ত, সৌরভ আর

ঝকঝকে চেহারায় টিম ইন্ডিয়া

হওয়ার কথা ছিল এক, হয়ে গেল আর-এক! শান্তাকুমারন শ্রীশান্তের হওয়ার কথা ছিল লেগ স্পিনার, দশ মাস আন্তর্জাতিক ম্যাচের বাইরে বসে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই সময় হওয়া উচিত ছিল ক্রিকেট ভাষ্যকার, নিদেনপক্ষে রঞ্জি ট্রোফির অধিনায়ক হয়ে গুয়াহাটি বা ইডেনের মাঠে খেলা। ডাক্তার পরিবারের ছেলে বেঙ্কট সাই লক্ষ্মণের দৌড়ও রঞ্জির বাইরে হওয়ার কথা নয়। আর ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে সাফল্য পেলেও জাহির খানের দক্ষতা দেখানোর কথা ছিল ঘরের টুর্নামেন্টগুলোতে। তা নয়, দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া আতঙ্কগ্রস্ত ভারতীয় দলে সৌরভ ফিরিয়ে আনলেন আত্মবিশ্বাস, শ্রীশান্ত দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারদের বিপর্যস্ত করা সুইংয়ের কারিকুরি, জাহির দেখালেন প্রথম স্পেলের জাদু আর লক্ষ্মণ ব্যাটিং-টেকনিকের দক্ষতা। সব মিলিয়ে এঁদের সৌজন্যে ভারতীয় ক্রিকেট দল আবার 'টিম ইন্ডিয়া'-র ঝকঝকে চেহারায় হাজির।

অনিল কুম্বলেকে আদর্শ করা ২৪ বছরের শ্রীশান্ত ছেলেবেলায় স্পিন বল করলেও ইয়র্কার দিতে ভালবাসতেন, আস্তে-আস্তে সেখান থেকেই ফাস্ট বোলিংয়ের দিকে ঝোঁকেন। প্রায় অখ্যাত কেরল থেকে উঠে এসেছেন তিনি। টিনু যোহানন ছাড়া কেরালা থেকে আর কোনও ফাস্ট বোলার আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেননি। ২০০০ সালে চেন্নাইয়ের এম আর এফ পেস ফাউন্ডেশনে নির্বাচিত হন শ্রীশান্ত। ২০০২-২০০৩ মরশুমে রঞ্জিতে সাত ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ২২টি উইকেট। ২০০৪-এর নভেম্বরে শ্রীশান্ত ভারতীয় ক্রিকেটের রেকর্ড-বইয়ে ঢুকে পড়েন রঞ্জিতে হ্যাটট্রিক করে। এরপর চ্যালেঞ্জার ট্রোফিতে সাফল্য এবং একদিনের ভারতীয় দলে সুযোগ পাওয়া। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নাগপুরে ভারতীয় দলে অভিষেক, পান দু'টো উইকেট। সেরা বোলিং করেন ঘরের মাঠে, এই বছরেই ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ১০ উইকেট তুলে নেন। তাঁর টেস্টের সেরা বোলিং সদ্য সমাপ্ত প্রথম টেস্টে, জোহানেসবার্গে, নিলেন আটটি উইকেট। এখন পর্যন্ত (প্রথম টেস্ট) পাঁচটি টেস্টে তাঁর উইকেট সংগ্রহ ১৯। আর ১৯টি ওয়ান ডে-তে ২৬টি। কিন্তু এই পরিসংখ্যান দিয়ে শ্রীশান্ত বা তাঁর বলের কোনও কিছুই বোঝা যায় না। প্রথম টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দু' ইনিংসে তিনি যেমন চমৎকার বল করেছেন, খেলোয়াড়দের উপর চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, তা অবশ্যই প্রশংসার।

গ্রেগ চ্যাপেলের জমানার সেরা আবিষ্কার শ্রীশান্ত। শুধু জয়লাভের জন্যই নয়, শ্রীশান্তের বোলিং বিশেষজ্ঞের প্রশংসা আদায় করেছে নানা কারণে। যেমন, সুনীল গাওস্কর টেলিভিশনে বলছিলেন, "অনভিজ্ঞ হলেও ভয় না পেয়ে বড়-বড় ব্যাটসম্যানকে বল করছে কৃতিত্বের সঙ্গে। গতি, সুইংয়ের ব্যবহার করছে দারুণভাবে।" ভারতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান দিলীপ বেঙ্গসরকর উচ্ছ্বসিত শ্রীশান্তের মানসিকতায়। বলেছেন, "দারুণ লড়াকু, আগুনে বোলিং করছে।" রবি শাস্ত্রীর মত, "কী বলটাই না করছে! ওর ভিতরে একটা স্ফুলিঙ্গ আছে। সেটা সব থেকে আকর্ষক।"

অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ফাস্ট বোলার ডেনিস লিলি যদিও শ্রীশান্তের 'আইডল', তিনি কিন্তু হতে চান দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার অ্যালান ডোনাল্ডের মতো। ডোনাল্ডের পরামর্শেই শ্রীশান্ত তাঁর বোলিংয়ের ধরন কিছুটা বদলে সেদেশের মাঠে সাফল্য পেয়েছেন। প্রথম টেস্টের 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' শ্রীশান্ত তৃপ্তি পেয়েছেন জ্যাক কালিসকে আউট করে, "টেলিভিশনে কতবার ওঁকে দেখেছি। ওঁর ব্যাটিংয়ের আমি বরাবরই মুগ্ধ ভক্ত। ওঁর ডিফেন্স ভাঙা আলাদা একটা আনন্দ বইকী।"

শ্রীশান্ত অবশ্য সবচেয়ে খুশি আন্দ্রে নেলকে একটা ছক্কা মেরে। ব্যাট ঘুরিয়ে যেভাবে তিনি নাচের ভঙ্গি করে গেলেন, তাতে তারুণ্যের বাঁধভাঙা আনন্দই প্রকাশিত। ব্রেক ডান্সার হিসেবে কেরলে নাম আছে কেরলবাসীর প্রিয় 'গোপু' বা শ্রীশান্তর। উইকেট নিয়ে আরও কত নাচতে হবে, সে কথা

লক্ষ্মণের ক্রিকেটজাদু আবার নতুন করে চিনিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়াকে। লিখেছেন তানাজী সেনগুপ্ত

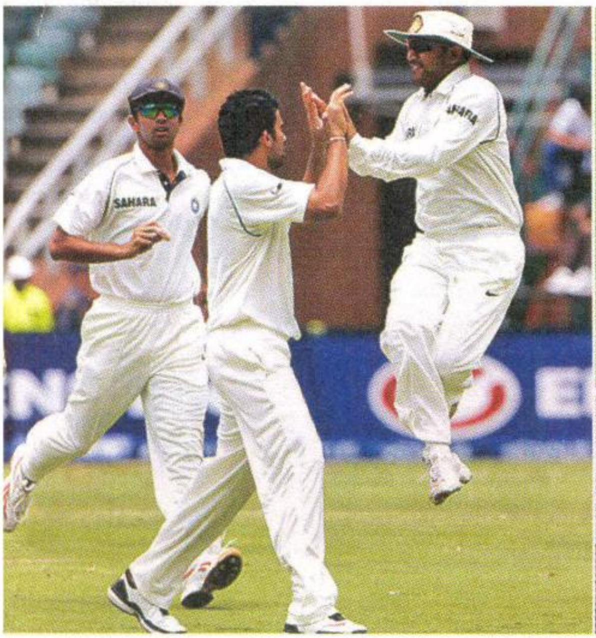

দক্ষিণ আফ্রিকায় টিম ইন্ডিয়ার প্রথম টেস্টে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের কয়েকটি মুহূর্ত

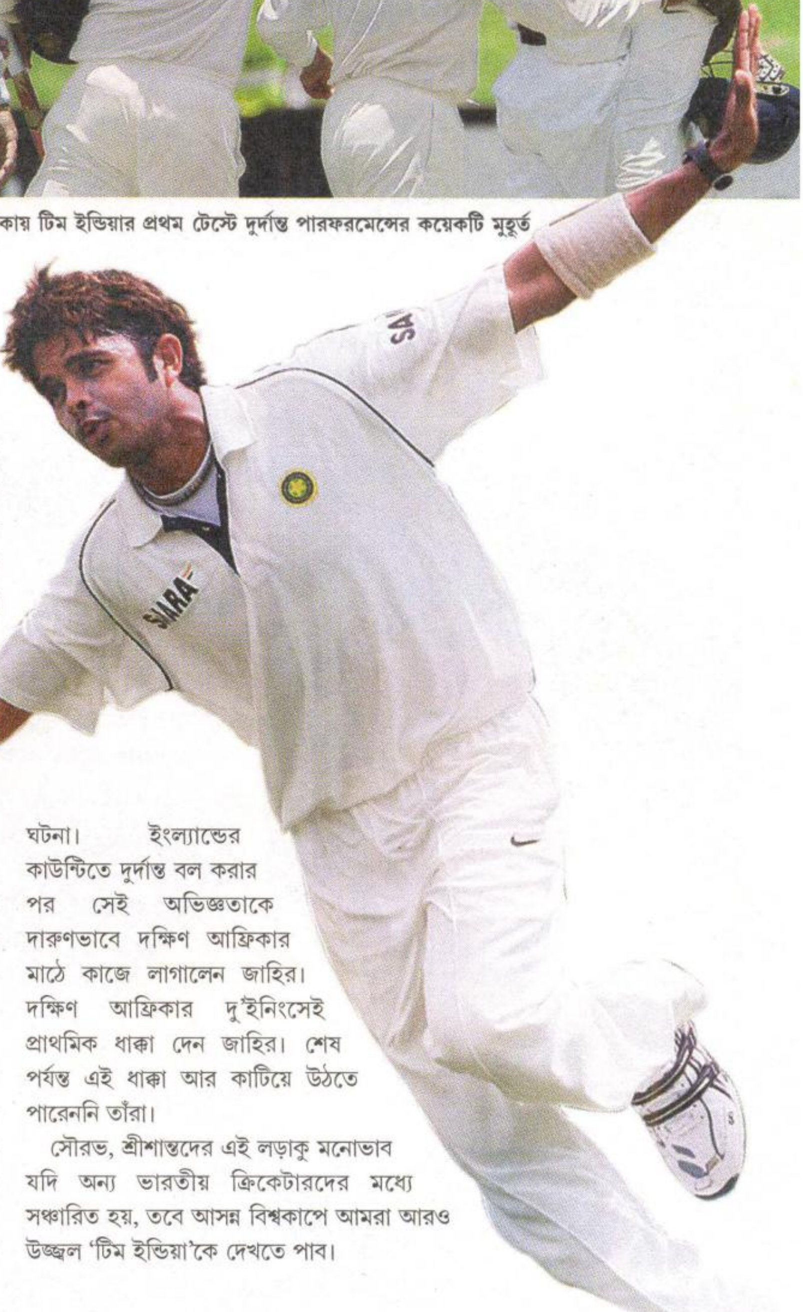

বোধ হয় আগেই বুঝেছিলেন তিনি।

দশ মাস পর আন্তর্জাতিক ম্যাচে ফিরে এসে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দেখালেন, পরিশ্রম বা ইচ্ছাশক্তির কোনও বিকল্প নেই। তিনি নিজের ক্রিকেট টেকনিক নিয়ে যে কতখানি খেটেছেন তা তাঁর প্রতিটি শট্ মারা বা বল ছাড়ায় দেখিয়েছেন। ফিটনেসও তাঁর এখন অনেক ভাল। তাঁর ফুটওয়ার্ক এখন যে অবস্থায়, অধিনায়ক থাকার শেষ দিকে মোটেও সেরকম ছিল না। সৌরভের প্রতিভা নিয়ে কোনও সময়েই কোনও সন্দেহ ছিল না। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে এনতিনিকে যেভাবে তিনি সপাটে পুল করে ছক্কা মেরেছেন, তা তাঁর প্রতিভারই ঝলক। সবচেয়ে বড় কথা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের অপরাজিত ৫১ রান ভারতীয় দলকে ফিরিয়ে দিয়েছে লড়াই করার সাহস, ভয়-কাটানো মানসিকতা এবং জয়ের খিদে। সেই জোরেই ভারত যে জয়ের রসদ তুলে নিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। সৌরভ যদি তাঁর ফর্ম এভাবে বজায় রাখতে পারেন, তা হলে বিশ্বকাপ দলেও তাঁকে বাদ দেওয়া অসম্ভব।

চমৎকার ব্যাটিং-দক্ষতা ও দায়িত্ববোধের নজির রেখেছেন আর এক অভিজ্ঞ বেঙ্কট সাই লক্ষ্মণও। হায়দরাবাদের এই কুশলী ব্যাটসম্যানের কব্জির জোরে মারা শটগুলো শুধু দৃষ্টিনন্দনই নয়, কার্যকরও হয়ে উঠেছে ওয়ান্ডার্সের মাঠে। ক্রিকেট থেকে যখন শিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে, তখন লক্ষ্মণ দেখালেন, যথার্থ জাতের কোনও বিকল্প নেই। এর আগেও বেশ কিছু অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন লক্ষ্মণ। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ইডেনে তাঁর দুর্দান্ত ব্যাটিং এখনও ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে তৃপ্তি দিয়ে যায়। ওয়ান্ডার্সের মাঠে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর লড়াকু ৭৩ রান ভারতের জয়ের রাস্তা মসৃণ করে দিয়েছে। টেস্টে এখনও যে লক্ষ্মণের মতো অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যাটসম্যানের দরকার, তা দেখিয়ে দিলেন তিনি।

জাহির খানের প্রত্যাবর্তনও এই সিরিজের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংল্যান্ডের কাউন্টিতে দুর্দান্ত বল করার পর সেই অভিজ্ঞতাকে দারুণভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার মাঠে কাজে লাগালেন জাহির। দক্ষিণ আফ্রিকার দু'ইনিংসেই প্রাথমিক ধাক্কা দেন জাহির। শেষ পর্যন্ত এই ধাক্কা আর কাটিয়ে উঠতে পারেননি তাঁরা।

সৌরভ, শ্রীশান্তদের এই লড়াকু মনোভাব যদি অন্য ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তবে আসন্ন বিশ্বকাপে আমরা আরও উজ্জ্বল 'টিম ইন্ডিয়া'কে দেখতে পাব।

মনোজ তিওয়ারির নতুন রেকর্ড

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট দলে না ঢুকলে হয়তো বাংলার প্রথম একাদশে হাওড়ার মনোজ তিওয়ারির ঠাঁই পাওয়া হত না। সেই মনোজই ইডেনে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে অপরাজিত ২১০ রানের একটি দুরন্ত ইনিংস খেলে বাংলাকে দু'টো মূল্যবান পয়েন্ট এনে দিতে বড় ভূমিকা নিলেন। সেই সঙ্গে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে বাংলার হয়ে অরুণলালের ১৮৯ নট আউট থাকা সর্বোচ্চ রানের রেকর্ডটিও ভেঙে দিলেন তিনি। গড়লেন নতুন রেকর্ড। অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করে আসা ক্রিকেটারটি প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এই প্রথম দ্বিশত রান পেলেন। ইনিংসটি দেখে জাতীয় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান বেঙ্গসরকর প্রশংসা করে বলেছেন, "ছেলেটি দারুণ ব্যাট করল। আমি অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে ওর খেলা দেখেছি। খুবই ট্যালেন্টেড।"

অভিমানী রোনাল্ডো

বিশ্বকাপ থেকেই সময়টা ভাল যাচ্ছে না ফুটবলার রোনাল্ডোর। জার্মানি বিশ্বকাপে ব্রাজিল ব্যর্থ হয়েছে। এর পর হাঁটুর অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে বেশ কিছু দিন মাঠের বাইরেও কাটাতে হয়েছে। সম্প্রতি চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেই দু'টো ম্যাচে তিনটি গোল করে আবার প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন তিনি। স্প্যানিশ মিডিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছে, 'দ্য কিং ইজ ব্যাক'। অবশ্য প্রশংসা পেলেও প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে অভিমান যায়নি রোনাল্ডোর। বলেছেন, "গোল করলেই আমি দুর্দান্ত, না করলেই আমি মোটা।" রিয়াল কোচ কিন্তু বলছেন, "এই ব্রাজিলিয়ানের আরও ওজন কমানো দরকার।"

সাতশো পেরোলেন শেন

শেন ওয়ার্ন বনাম সচিন তেন্ডুলকর ব্যাপারটা তা হলে ইতিহাসই হয়ে গেল। শেন জানিয়ে দিলেন অ্যাসেজ সিরিজ়ের শেষ টেস্ট ম্যাচ, তাঁর জীবনের শেষ টেস্ট ম্যাচ। আজ থেকে প্রায় সাত-আট বছর আগে কম্পিউটার জানিয়েছিল, শেন ৬৫০টি উইকেট পাবেন। শেনের উইকেট শিকার জাদু সংখ্যা ৭০০ ছুঁয়ে ফেলেল। যদিও শোনা যাচ্ছে বয়সের কারণে আচমকা বাদ পড়ে যাওয়ার ভয়েই তাঁর এই অবসরের ঘোষণা।

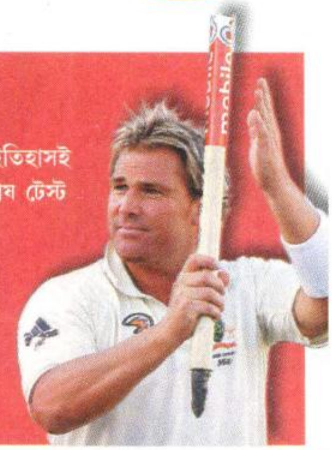

সূর্যশেখরের সঙ্গে দাবাযুদ্ধে ছোটরা

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন-এর আয়োজনে গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায় ১১২ জন খুদে দাবাড়ুর সঙ্গে দাবা খেললেন। এদেশে এর আগে সর্বাধিক ১০২ জনের বিপক্ষে দাবা খেলার নজির ছিল অভিজিৎ কুন্তের। কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে প্রতিযোগীদের বেছে নেওয়া হয়েছিল। সূর্যশেখরকে হারাতে পারলে ১০ হাজার টাকার পুরস্কারও ছিল। কেউ পারেনি। তবে ম্যাচ ড্র রেখে আট খুদে দাবাড়ু প্রত্যেকে আড়াই হাজার টাকা করে পুরস্কার জিতে নিল। প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা সূর্যর সঙ্গে সমানে লড়াই চালিয়ে পাঁচ হাজার টাকা পেল অভ্রতনু দত্ত।

পুসকাসের নামে চালু হল ওয়েবসাইট

কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন হাঙ্গারির বিশ্বখ্যাত ফুটবলার ফেরেঙ্ক পুসকাস। বিশ্বকাপ ছাড়া ফুটবলের সব মুকুটই উঠেছে তাঁর মাথায়। সারা জীবনে ৫৩৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলে গোল করেছেন ৫১১টি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে ১৯৫৪-১৯৫৬ সালের মধ্যে ৮৫টি ম্যাচ খেলে ৮৪টি গোল করেছেন। সম্প্রতি বুদাপেস্টে কিংবদন্তি এই ফুটবলারের নামে ওয়েবসাইট চালু করল হাঙ্গারির এক ক্রীড়া দৈনিক। Puskas.com নামের এই ওয়েবসাইটটি একই সঙ্গে ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং হাঙ্গারিয়ান ভাষায় পাওয়া যাবে।

চন্দন রুদ্র

NEW

Tulsi O₂ fresh

For a healthy germ-free kitchen environment.

Tulsi O_2 fresh is the No.1 selling model in West Bengal.

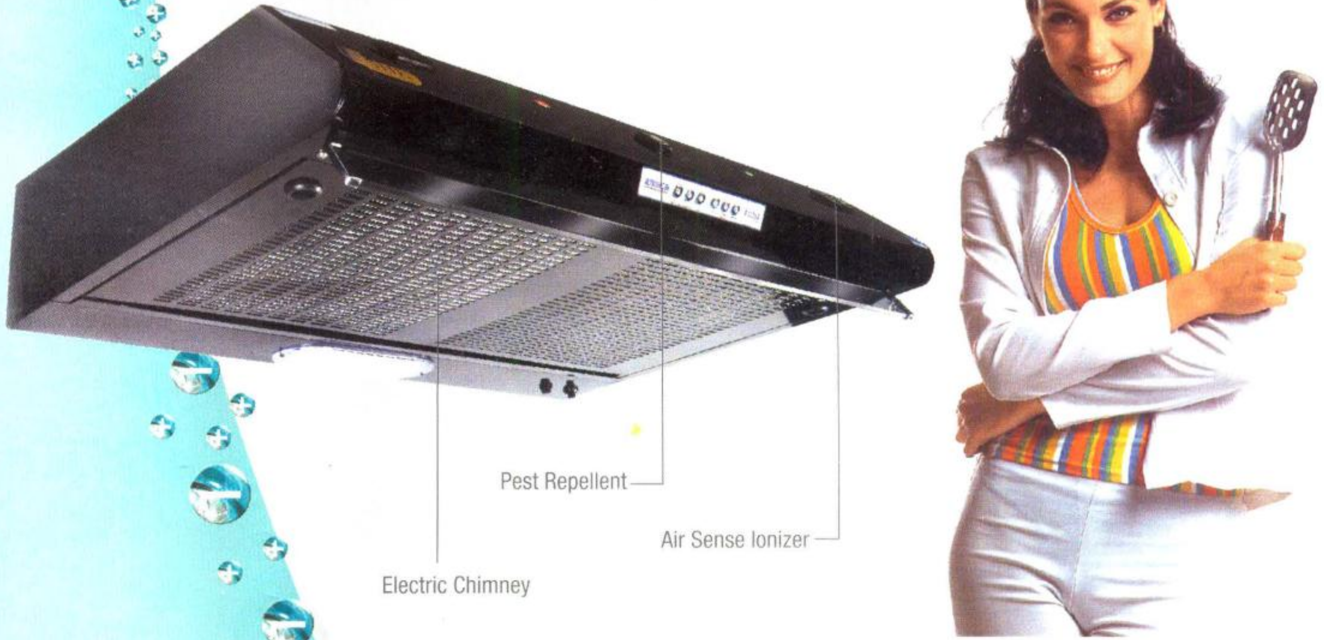

Pro-ion technology for a healthier kitchen.

The advanced version of the world's first & only Kitchen Environment Processor is the complete health appliance equipped with

• Air Sense Ionizer • Pest Repellent • Electric Chimney

TULSI O_2 FRESH IS AVAILABLE IN BAFFLE FILTER AT NO EXTRA COST.

ULTRAFRESH
KITCHEN APPLIANCES & ACCESSORIES

Vermillion Communication/ULTRAFRESH/821

UTAIL
ULTRAPURE TECHNOLOGY & APPLIANCES INDIA LTD.
GC - 23, 1st Floor, Salt Lake - III, Kolkata, Ph.: 033 - 32956369, 9831223447.
E-mail: info@ultrafreshindia.net, Website: www.ultrafreshindia.net.

SALT LAKE - 9831481335 / 23593260, **ENTALLY** - 9830466964 / 32987977, **CHETLA** - 9831082598 / 24487653, **SHYAMBAZAR** - 9830084497/ 033-329299030, **HOWRAH** - 9433056003/26427961, **GARIA** - 9831711473 /32965418, **SONARPUR** - 9830546003 / 9830796753, **DUMDUM** - 9830998442 / 25292625, **MADHYAMGRAM** - 9830014592 / 25269515, **MUKUNDAPUR** - 9831951511 / 64507083, **BARRACKPORE** - 9830019729 /25947835, **CHANDAN NAGAR** - 9831310725 / 2685 4208, **BARASAT** - 9831616158 / 9830389940, **BEHALA** - 9830490454, **KRISHNAGAR** - 9434371098, **BURDWAN** - 9332127072 / 0342-2551133, **ASANSOL** - 9832133888 / 0341-3291445, **PURULIA** - 9932730756 / 03252-227299, **BANKURA** - 9434480918 / 03242-243265, **HALDIA** - 9832123529, **BAGNAN** - 9434569343, **MIDNAPORE** - 9830466964, **RAIGANJ** - 9933402326 / 9474312693, **MALDA** - 9832477928 / 03512-320004, **COOCHBIHAR** - 9832345662, **SILIGURI** - Mechanical Stores - 9434319149, 0353-3204927, **SODEPORE** - Classic Associates - 9830722565 / 9231437341, **GUWAHATI** - Paltan Bazar - 9954038320 / 9954480935, Atahgon - 9435102306, **DIBRUGARH** - 0373-2320535 / 2322496, **SILCHAR** - 9435171449, 03842-232520, **JALPAIGURI** - 9434217114, **BHUBANESHWAR** - Ganga Nagar - 9437010654, Bapuji Nagar - 9437100042, **SAMBALPORE** - 9437158819, **ROURKELA** - 9437085163, **BALASORE** - 9437112139.

For Direct Sales Franchise enquiries please contact: West Bengal/ Bangladesh - Mr. S.K Dey (GM) - 09339872687, **Sikkim/ North East/ Orissa -** Mr. Ariandam Ghosh - 09831478479, **Bihar / Jharkhand -** Mr. Saurabh Gupta - 09433056003, **Rest of India -** Mr. Diveya Shah - 09810465796

ANANDAMELA JANUARY 2007 REGD. NOS. SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/2004-06 & SSRM/KOL RMS/WB/RNP-236/FGN-20/2004-06 RNI NO. 27057/75 LPWP NOS. SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/LPWP-19/2004-06 & SSRM/Kol RMS/WB/RNP-235/FGN-06/LPWP-FGN-02/2004-06 INR 10.00

Dabur

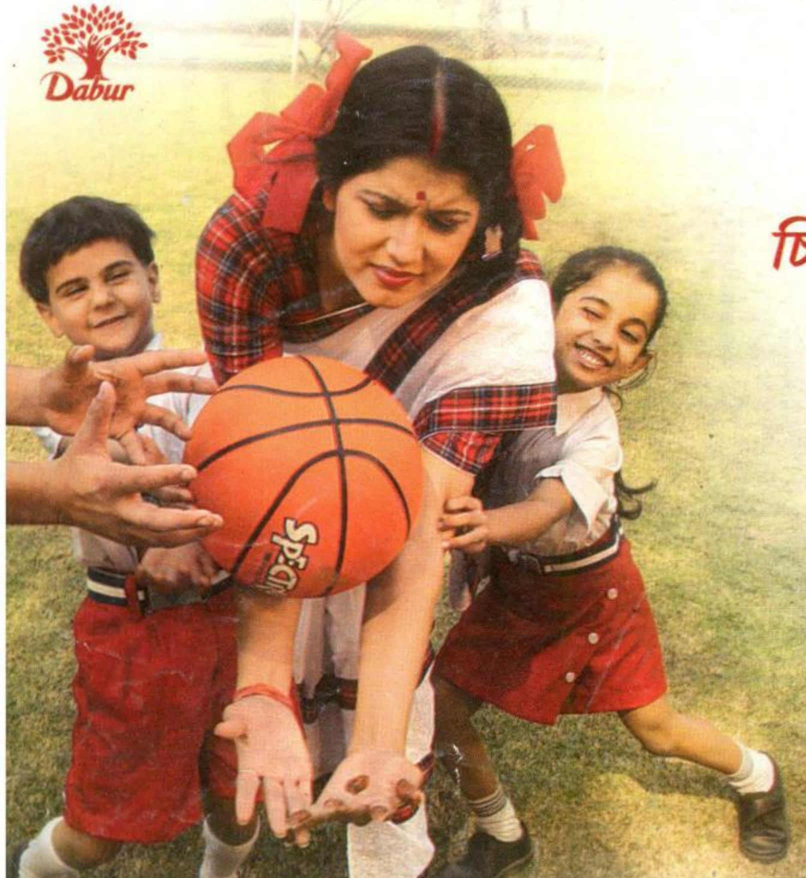

চিন্টুর ডাবর চ্যবন প্রাশের কি দরকার! চলুন না আজ মা-কেই স্কুলে পাঠানো যাক!

আপনিও যদি ওদের মত হন যাঁরা মনে করেন যে আপনার বাচ্চার আবার ডাবর চ্যবনপ্রাশের কি দরকার তাহলে আমাদের শুধুমাত্র একটিই পরামর্শ দেবার আছে। শুধু একদিন ওদের জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজে মিশে যান দেখুন। টাইমে স্কুলে পৌঁছনো, অ্যাসেম্বলির জন্য লাইন দেওয়া, পি.টি-ক্লাশ, একের পর এক ক্লাশ, লাঞ্চ টাইমে হুল্লোড় আর প্রচুর হোমওয়র্কও বটে! কি, বাচ্চাদের জীবন টাফ্ নয় কি?

সেজন্যেই চাই এমন কিছু যা এদেরকে রাখবে সমস্ত মরশুমে স্বাস্থ্য ঝলমল। তাইতো প্রয়োজন ডাবর চ্যবনপ্রাশের। আয়ুর্বেদ-এর বিশুদ্ধ পরম্পরা, যা ভিতরকার শক্তি বাড়ায় এবং ছোট-খাট অসুখ-বিসুখ থেকে দূরে রাখে তার সাথেই দেয় ভরপুর শক্তি ও স্ট্যামিনা। এতে আছেঃ-

আমলাঃ ভিটামিন সি-এর ভরপুর উৎস। আমলা আমাদের শরীরকে দৈনন্দিন অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচায়।

কৃকটশৃঙ্গীঃ এটি বার-বার হওয়া সর্দি-কাশি-র জন্য উপকারী।

বলা/বিদারীকন্দঃ এটি দুর্বলতাকে দূর করে শরীরে শক্তি প্রদান করে। এ ছাড়া এটি অনেক স্বাস্থবর্ধক উপাদানের অভিনব সংমিশ্রণ। সেজন্য বাচ্চাই হোক বা বড়, ডাবর চ্যবনপ্রাশ প্রত্যেকের জন্যেই খুবই উপকারী। এবার তো নিশ্চয়ই বোঝাগেল যে আপনার চিন্টুর ডাবর চ্যবনপ্রাশ কেন প্রয়োজন।

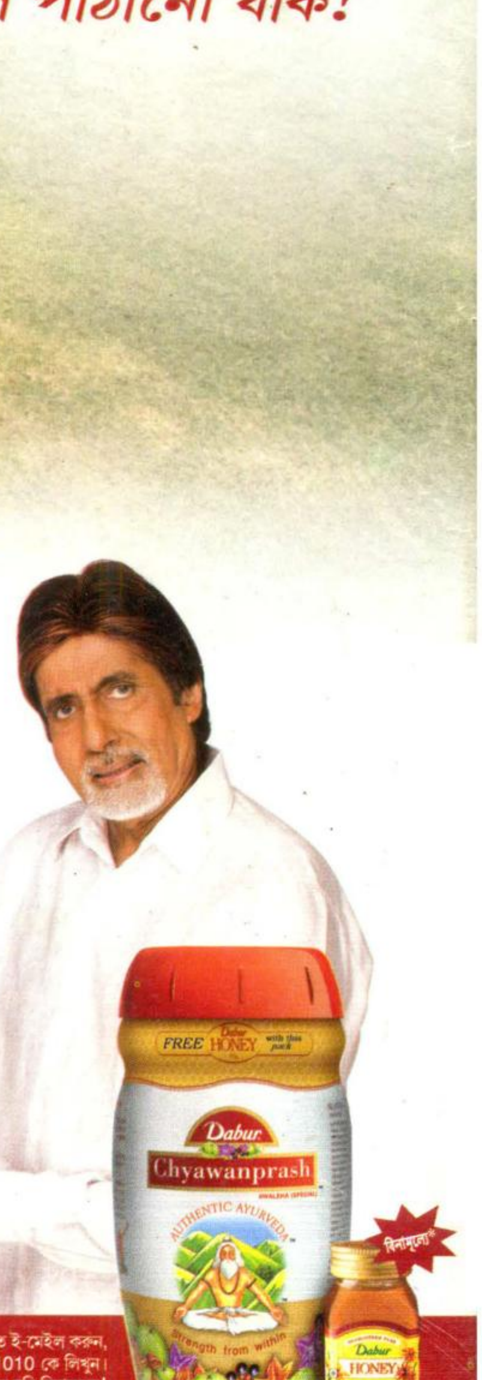

Dabur Chyawanprash

দরকার আছে!

McCann/DCP/10/06

বিশদ বিবরণের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞকে androonishakti@dabur.com তে ই-মেইল করুন, লগ-অন করুন www.dabur.com/chyawanprash অথবা ডাবর চ্যবনপ্রাশ পো.অ.বক্স 3, সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ-201010 কে লিখুন।
*1 কেজি ডাবর চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে 45 গ্রা. ডাবর হনি বিনামূল্যে!